ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ্ আলামত

শাইখ ইছ্বাম মূসা হাদী



صحيح أشراط الساعة

ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত

المؤلف: عصام موسى هادي

মূল: শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী

ترجمة:مظفر بن مقسط

অনুবাদ: মোজাফ্‌ফার বিন মুকসেদ

مُراجعة :عبد العليم بن كوثر

সম্পাদনা: আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

الناشر: مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

الناشر :مكتبة السنة

প্রকাশনায়: মাকতাবাতুস সুন্নাহ

www.maktabatussunnah.org

প্রধান অফিস

কাটাখালী (দেওয়ানপাড়া মাদরাসা মোড়), রাজশাহী।

মোবাইল: ০১৯১২-০০৫১২১ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

শাখা অফিস

৩৪, নর্থ ব্রুক হল রোড (তৃতীয় তলা), বাংলা বাজার, ঢাকা ১১০০।

মোবাইল: ০১৭৬৭-৫৭০১৮৬ (বিকাশ-ব্যক্তিগত)

প্রথম প্রকাশ: সেপ্টেম্বর ২০১৮ ঈসায়ী

দ্বিতীয় প্রকাশ: জানুয়ারী ২০২১ ঈসায়ী

নির্ধারিত মূল্য: ১২০ (একশত বিশ) টাকা

সূচিপত্র

ভূমিকা

সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তা'আলার জন্য। আমরা তার প্রশংসা করি, তার নিকটে সাহায্য চাই এবং ক্ষমা প্রার্থনা করি। আমরা নিজেদের আত্মা ও কর্মের খারাবি হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আল্লাহ যাকে হিদায়াত দান করেন, তার কোন পথভ্রষ্টকারী নেই। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন, তার কোন হিদায়াত দানকারী নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই, তিনি একক, তার কোন শরীক নেই। আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি, মুহাম্মাদ ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রসূল। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

'হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর। আর মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করো না *(সূরা আলে ইমরান ৩: ১০২)।*

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا (١)

'হে মানুষ! তোমরা তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এক ব্যক্তি থেকে। আর তা থেকে সৃষ্টি করেছেন তার স্ত্রীকে এবং তাদের থেকে ছড়িয়ে দিয়েছেন বহু পুরুষ ও নারী। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যার মাধ্যমে তোমরা একে অপরের নিকট চাও। আর ভয় কর রক্ত-সম্পর্কিত আত্মীয়ের ব্যাপারে। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের উপর পর্যবেক্ষক' *(সূরা আন-নিসা ৪:১)।*

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (٧٠) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا (٧١)

হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল। তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের কাজগুলোকে শুদ্ধ করে দেবেন এবং তোমাদের পাপগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করে, সে অবশ্যই এক মহা সাফল্য অর্জন করল *(সূরা আহযাব ৩৩:৭০-৭১)*

অতঃপর, জান্নাতের নিকটবর্তী করে দেয়, এমন কল্যাণকর যা কিছু নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জেনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন। আর আমাদেরকে জাহান্নামের নিকটবর্তী করে দেয়, এমন যা কিছু তিনি জেনেছেন, তা থেকেও আমাদেরকে সতর্ক করেছেন। নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

আমাদের কাছে যা কিছু বর্ণনা করেছেন, তার মধ্যে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার আলামত, তার নিদর্শনসমূহ এবং ক্বিয়ামতের পূর্বের ফিতনা ও ধ্বংসাত্মক বিষয়াবলি অন্যতম।

মুসলিমদের উপর বেশী বেশী ফিতনা ও পরীক্ষা নেমে আসার কারণে আমাদের যুগে মানুষ এসব বিষয় খুব বেশী আলোচনা করে। ফলে, কতিপয় মানুষ অনাধিকার চর্চা করে এ বিষয়ে মিথ্যা হাদীছ রচনা করেছে, যার কোন ভিত্তিই নেই। তাদের কেউ কেউ এমন প্রাচীন বই-পুস্তকের আশ্রয় নিয়েছে, যা ভালো-মন্দ সবই সংকলন করেছে। এমন একটি কিতাব হচ্ছে, নু'আইম ইবনে হাম্মাদ বিরচিত 'আল-ফিতান'। কিতাবটি সনদ ও মতন উভয় দিক থেকে মুনকার, জাল হাদীছ ও বাতিল আছার দ্বারা পরিপূর্ণ। এজন্য আমার বক্তব্য হলো, ক্বিয়ামতের নিদর্শন এবং এর আলামত বিষয়ক ছ্বহীহ হাদীছসমূহ, বিশেষত আমাদের শাইখ আল্লামা নাছিরুদ্দীন আলবানী রহিমাহুল্লাহ যেসব হাদীছকে ছ্বহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন তা সংকলন করতে ইচ্ছা করেছি।

ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ তিনভাগে বিভক্ত:

১. ছোট ২. মধ্যম ও ৩. বড়।

১. ছোট আলামত সেগুলো, যেগুলো সম্পর্কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন এবং যেগুলো ঘটে গেছে ও সম্পন্ন হয়েছে।

২. মধ্যম আলামত হচ্ছে সেগুলো, যেগুলো সম্পর্কে তিনি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন এবং যেগুলো ঘটে গেছে ও সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বেড়ে চলেছে।

৩. আর ক্বিয়ামতের বড় আলামত হচ্ছে, ইমাম মাহদী, দাজ্জালের আগমন এবং অনুরূপ কিছু সংঘটিত হওয়া।

আর আমি ক্বিয়ামতের আলামতগুলোকে জনগণের সামনে বোধগম্য ও সহজ করে উপস্থাপনের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা করেছি। এ ক্ষেত্রে হাদীছের 'তাখরীজ' লম্বা করা থেকে এবং পাঠকের জন্য যরূরী প্রয়োজন নয়- এমন বিষয় থেকে দূরে থেকেছি। আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করছি, তিনি যেন আমার এ কর্মকে তার সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যেই কবুল করেন এবং এর গ্রহণযোগ্যতা সৃষ্টি করে দেন।

হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, তার পরিবারবর্গ এবং সকল ছাহাবীর উপর দরূদ বর্ষণ করো। শাইখ 'ইছ্বাম মূসা হাদী

ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ

১. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন।

مَبْعَثه صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ "

'আমার এবং ক্বিয়ামতের মধ্যে এ দু'য়ের[১] ন্যায় ব্যবধান'।[২]

আবূ জুবাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) আনছার শায়খদের থেকে বর্ণনা করেন, তারা সকলেই বলেন, 'আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন,

«بُعِثْتُ فِي نَسَمِ السَّاعَةِ»

আমি ক্বিয়ামতের সূচনায়[৩] প্রেরিত হয়েছি'।[৪]

---

১. هاتين বলতে তর্জনী ও মধ্যমা আঙ্গুলের মধ্যবর্তী দুরত্ব বুঝানো হয়েছে, যা ক্বিয়ামতের নিকটতম সময় নির্দেশ করে।

২. ছ্বহীহ বুখারী হা/৬৫০৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/৮৬৭, ২৯৫১, ইবনে মাজাহ হা/৪৫।

৩. হালকা বায়ু প্রবাহের প্রারম্ভিক অবস্থা হচ্ছে 'নাসাম'। এ শব্দটি নাসিম থেকে উদ্ভুত। নেহায়াহ গ্রন্থে বলা হয়েছে, ক্বিয়ামতের লক্ষণ প্রকাশের সূচনায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রেরিত হন।

৪. ছহীহুল জামে'উ ৫১৪৩, ৮০৮। দুলাবীর বর্ণনা: 'কেনা' নামক গ্রন্থ (১/৩২), আল-আসকারীর বর্ণনা: তাছহীফাতুল মুহাদ্দিছীন (২/২১৩)। দেখুন, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর ছ্বহীহাহ (৮০৮)।

সাহল ইবনে সা'দ আস সাঈদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَفَرَسَيْ رِهَانٍ " ثُمَّ قَالَ: " مَثَلِي وَمَثَلُ السَّاعَةِ كَمَثَلِ رَجُلٍ بَعَثَهُ قَوْمٌ طَلِيعَةً , فَلَمَّا خَشِيَ أَنْ يَسْبِقَ أَلَاحَ بِثَوْبِهِ أُتِيتُمْ أُتِيتُمْ " ثُمَّ يَقُولُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " أَنَا ذَاكَ , أَنَا ذَاكَ "

'আমি এবং ক্বিয়ামতের উদাহরণ হচ্ছে বন্ধকের দু'টি ঘোড়ার মত। আমি এবং ক্বিয়ামতের উদাহরণ হচ্ছে একজন ব্যক্তির মত যাকে তার সম্প্রদায় নেতৃত্বের জন্য পাঠিয়েছে, যখন সে এগিয়ে যেতে আশঙ্কাবোধ করলো তখন সে তার পোশাকের উজ্জলতা প্রকাশ করে বলতে লাগলো তোমরা এসেছো, তোমরা এসেছো, আমিতো তোমাদের কাছেই, আমিতো তোমাদের কাছেই'।[৫]

২. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুবরণ।

مَوْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আউফ ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَهُوَ فِي قُبَّةٍ مِنْ أَدَمٍ، فَقَالَ: " اعْدُدْ سِتًّا بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ: مَوْتِي، ثُمَّ فَتْحُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ، ثُمَّ مُوتَانٌ يَأْخُذُ فِيكُمْ كَقُعَاصِ الْغَنَمِ، ثُمَّ اسْتِفَاضَةُ الْمَالِ حَتَّى يُعْطَى الرَّجُلُ مِائَةَ دِينَارٍ فَيَظَلُّ سَاخِطًا، ثُمَّ فِتْنَةٌ لَا يَبْقَى بَيْتٌ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا دَخَلَتْهُ، ثُمَّ هُدْنَةٌ تَكُونُ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ بَنِي الْأَصْفَرِ، فَيَغْدِرُونَ فَيَأْتُونَكُمْ تَحْتَ ثَمَانِينَ غَايَةً، تَحْتَ كُلِّ غَايَةٍ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا "

আমি তাবুক যুদ্ধে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এলাম। তিনি তখন একটি চামড়ার তৈরি তাঁবুতে ছিলেন।[৬] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

---

৫. শুআ'বুল ঈমান হা/৯৭৫৬। ইমাম তাবারী রহিমাহুল্লাহ তার 'তারিখ' গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেন, (১/১৭)। এ হাদীছ সম্পর্কে আমি জিজ্ঞেস করলাম যে, এটিতো আমাদের শাইখ যঈফ জামে গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন। আর আপনিতো ছ্বহীহ সনদের উপর নির্ভর করেছেন। জবাবে তিনি বলেন, এটি যঈফ জামে হতে ছ্বহীহ জামেতে স্থানান্তরিত করা হয়েছে।

৬. হাদীছে আদাম বলতে, 'চামড়া' বুঝানো হয়েছে।

সাল্লাম বললেন, ক্বিয়ামতের আগে ছয়টি নিদর্শন গণনা করে রাখো। আমার মৃত্যু, অতঃপর বায়তুল মুকাদ্দাস বিজয়, অতঃপর তোমাদের মাঝে মহামারী ঘটবে,[৭] বকরীর পালের মহামারীর মত,[৮] সম্পদের প্রাচুর্য, এমনকি এক ব্যক্তিকে একশত দিনার দেয়ার পরও সে অসন্তুষ্ট থাকবে। অতঃপর এমন এক ফিতনা আসবে যা আরবের প্রতিটি ঘরে প্রবেশ করবে। অতঃপর যুদ্ধ বিরতির চুক্তি- যা তোমাদের ও বনী আসফার বা রোমকদের (ইউরোপ-আমেরিকা) মধ্যে সম্পাদিত হবে। অতঃপর তারা বিশ্বাস ঘাতকতা করবে এবং আশিটি পতাকা[৯] উড়িয়ে তোমাদের বিপক্ষে আসবে; প্রত্যেক পতাকার নিচে থাকবে বার হাজার সৈন্য।[১০]

৩. এমন ফিতনা, যা থেকে মুক্তির একমাত্র উপায় তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার

(فتنة العصمة منها بالسيف)

হুযাইফা ইবনে ইয়ামান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي، فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٍّ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الخَيْرِ، [فَنَحْنُ فِيهِ] [وَجَاءَ بِكَ] فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ [كَمَا كَانَ قَبْلَهُ] ؟ [قَالَ: "يَا حُذَيْفَةُ تَعَلَّمْ كِتَابَ اللَّهِ، وَاتَّبِعْ مَا فِيهِ"، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ] قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ هَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ» [قُلْتُ: فَمَا الْعِصْمَةُ مِنْهُ؟ قَالَ: " السَّيْفُ] [قُلْتُ: وَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ؟] (وفي رواية: وَهَلْ بَعْدَ السَّيْفِ مِنْ بَقِيَّةٌ ؟) قَالَ: «نَعَمْ، (وفي رواية: تَكُونُ إِمَارَةٌ —جَمَاعَةٌ عَلَى أَقْذَاءٍ وَهُدْنَةٌ عَلَى دَخَنٍ - وفي لفظ قُلْتُ: وَمَا دَخَنُهُ؟ قال: قوم وفي رواية: [يَكُونُ بَعْدِي أَئِمَّةٌ يَسْتَنُّونَ بِغَيْرِ سُنَّتِي] قَالَ: «قَوْمٌ يَهْدُونَ بِغَيْرِ هَدْيِي، تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنْكِرُ» [وَسَيَقُومُ فِيهِمْ رِجَالٌ قُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الشَّيَاطِينِ فِي جُثْمَانِ

---

৭. কায্যাজ বলেন, হাদীছে مُوْتَانٌ বলতে মৃত্যু উদ্দেশ্যে, কারো অধিকহারে মৃত্যু ঘটে যাওয়াকে বুঝানো হয়েছে। ফাতহুল বারী ৬/২৭৮।

৮. আর قُعَاص হলো ছাগলের এক প্রকার রোগ যার কারণে ছাগলের মৃত্যু ঘটে।

৯. গইয়াতুন-ঝান্ডা

১০. ছ্বহীহ: ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৭৬, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৪০৪২।

إِنْسٍ] ، وفي رواية: الْهُدْنَةُ عَلَى دَخَنٍ، مَا هِيَ؟ قَالَ: " لَا تَرْجِعُ قُلُوبُ أَقْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ عَلَيْهِ ، قُلْتُ: فَهَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الخَيْرِ مِنْ شَرٍّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، [فِتْنَةٌ عَمْيَاءُ، صَمَّاءُ، عَلَيْهَا] دُعَاةٌ إِلَى أَبْوَابِ جَهَنَّمَ، مَنْ أَجَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، صِفْهُمْ لَنَا؟ فَقَالَ: «هُمْ مِنْ جِلْدَتِنَا، وَيَتَكَلَّمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا» قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ؟ قَالَ: تَلْزَمُ جَمَاعَةَ المُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ، [تَسْمَعُ وَتُطِيعُ لِلْأَمِيرِ، وَإِنْ ضُرِبَ ظَهْرُكَ، وَأُخِذَ مَالُكَ، فَاسْمَعْ وَأَطِعْ] قُلْتُ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةٌ وَلاَ إِمَامٌ؟ قَالَ «فَاعْتَزِلْ تِلْكَ الفِرَقَ كُلَّهَا، وَلَوْ أَنْ تَعَضَّ بِأَصْلِ شَجَرَةٍ، حَتَّى يُدْرِكَكَ المَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ» وفي رواية: فَإِنْ تَمُتْ يَا حُذَيْفَةُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلٍ، خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ ، وفي رواية: فَإِنْ رَأَيْتَ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً فَالْزَمْهُ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرَكَ وَأَخَذَ مَالَكَ، وَإِنْ لَمْ تَرَ خَلِيفَةً، فَاهْرُبْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَاضٌّ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ ، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: " ثُمَّ يَخْرُجُ الدَّجَّالُ "، قَالَ: قُلْتُ: فَبِمَ يَجِيءُ بِهِ مَعَهُ؟ قَالَ: " بِنَهَرٍ ـــ أَوْ قَالَ: مَاءٍ ـــ وَنَارٍ، فَمَنْ دَخَلَ نَهْرَهُ حُطَّ أَجْرُهُ، وَوَجَبَ وِزْرُهُ، وَمَنْ دَخَلَ نَارَهُ وَجَبَ أَجْرُهُ وَحُطَّ وِزْرُهُ "، قَالَ: قُلْتُ: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: " لَوْ أَنْتَجْتَ فَرَسًا لَمْ تَرْكَبْ، فَلُوَّهَا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ.

লোকজন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কল্যাণ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতো। আর আমি তাকে জিজ্ঞেস করতাম অকল্যাণ সম্পর্কে এ আশঙ্কায় যে, ঐ সবের মধ্যে যেন আমি পড়ে না যাই। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা জাহিলীয়্যাতে অকল্যাণকর[১১] অবস্থায় জীবন যাপন করতাম। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে ও আপনাকে এ কল্যাণ[১২] দান করেছেন। এ কল্যাণকর অবস্থার পর আবার কোন অকল্যাণের আশঙ্কা আছে কি? তিনি বললেন, হে হুযাইফা! তুমি আল্লাহর কিতাব শিক্ষা করো এবং তাতে যা আছে তার অনুসরণ করো। তিনি কথাটি তিনবার বললেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। আমি

---

১১. جاهلية وشر- ইসলামের পূর্বে কুফরী, পরস্পরে হত্যা কান্ড, লুটতরাজ এবং অশ্লিলতায় লিপ্ত থাকার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১২. الخير– কল্যাণ বলতে ইসলামকে বুঝানো হয়েছে।

বললাম, কিসের মাধ্যমে সংঘাত[১৩] হবে? তিনি বললেন, তরবারী।[১৪] আমি আবারও বললাম, এ অকল্যাণের পর কি কোন কল্যাণ আছে? অন্য বর্ণননায় আছে এ তরবারী দ্বারা সংঘাতের পর কোন কিছু অবশিষ্ট থাকবে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ থাকবে। অন্য বর্ণনায় আছে ইমারত-নেতৃত্ব নিয়ে সংঘাত হবে। অন্য শব্দের বর্ণনায় আছে, তারা হবে কপট একটি দল।[১৫] খিয়ানত ও কপটতার সাথে সন্ধি করা হবে।[১৬] অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, মন্দ মিশ্রিত বিষয় কী? তিনি বললেন, একটি দল। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, আমার পরে দলটি আমার সুন্নাত ত্যাগ করে অন্য কিছুকে সুন্নাত মনে করবে, আমার পথ নির্দেশনা বাদ দিয়ে তারা অন্যপথে পরিচালিত হবে। তুমি তাদেরকে চিনবে এবং অস্বীকার করবে। তাদের মাঝে এমন লোক থাকবে যাদের অন্তর হবে শয়তানের অন্তরের মতই। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, খিয়ানতের সাথে সন্ধি বলতে কি বুঝায়? তিনি বললেন, মানুষের অন্তর যেরূপ ছিল, সে অবস্থায় আর ফিরে যাবে না। রাবী বলেন, আমি বললাম, এ কল্যাণের পর কি কোন অকল্যাণ আছে? তিনি বললেন, হ্যাঁ আছে। অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা সৃষ্টি হবে। আর ঐ সময় ভ্রান্ত আক্বিদাহ-বিশ্বাসের উপর জাহান্নামের দিকে একদল লোক আহবান করবে। যারা তাদের ডাকে সাড়া দিবে, তাদেরকেই তারা জাহান্নামের দিকে নিক্ষেপ করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমাদের নিকট তাদের পরিচয় বর্ণনা করুন। তিনি বললেন, তারা আমাদেরই সম্প্রদায়ভুক্ত এবং কথা বলবে আমাদেরই ভাষায়। আমি বললাম, আমি যদি এ অবস্থায় থাকি তাহলে আপনি আমাকে কি করতে আদেশ দেন? তিনি বললেন, মুসলিমদের দল ও তাদের ইমামকে আঁকড়ে ধরবে। তুমি আমীর-শাসকের কথা শুনবে ও আনুগত্য করবে, যদিও সে তোমাকে প্রহার করে, তোমার সম্পদ হরণ করে তবুও শুনবে, অনুগত থাকবে। আমি বললাম, যদি তাদের (মুসলিমদের) কোন দল ও ইমাম-শাসক না থাকে? তিনি বললেন, তুমি

---

১৩. **العصمة**-রসূল এর মৃত্যুর পর প্রথম অকল্যাণ হচ্ছে কতিপয় গোত্রের দীন ইসলাম ত্যাগ করা।

১৪. **السيف**–আবূ বকর (রাদিয়াল্লাহু আনহু) তরবারীর মাধ্যমে যে ফিতনা দমন করেছিলেন ঐ ভালো কাজের দিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে।

১৫. **جماعة على أقذاء**-এখানে أقذاء শব্দটি قذىً শব্দের বহুবচন। আর মাটি, খড়কুটা ও ময়লা যা কিছু চোখ, পানি ও শরবতে মিশে যায় তা হচ্ছে, قذىً। এখানে উদ্দেশ্যে হচ্ছে, ঐ অন্ধবিশ্বাসী দল ফাসাদের উপরই একতাবদ্ধ থাকার মানসিকতায় ডুবে থাকবে। নেহায়া-৪/৩০

১৬. আর وهدنة على دَخَن (মন্দ মিশ্রিত বিষয়ের উপর তুষ্ট থাকবে) একথার অর্থ হচ্ছে, ফাসাদ-বিশৃঙ্খলা ও মতানৈক্যকে সিক্ত কাঠের ধোঁয়ার সাথে যার তুলনা করা হয়েছে। স্পষ্ট সঠিক পথ থাকার পরও তাদের মাঝে ফাসাদ বিদ্যমান থাকবে। নেহায়া ২/১০৯

তাদের সকল দল উপদলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে এবং মৃত্যু না আসা পর্যন্ত বৃক্ষমূল[১৭] দাঁতে আঁকড়ে ধরে হলেও তোমার দীনের উপর থাকবে।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হে হুযাইফাহ! তখন তুমি যদি বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরে মরে যেতে পারো তবে তা তোমার জন্য তাদের কাউকে অনুসরণ করার চাইতে উত্তম হবে। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, ঐ সময় যদি আল্লাহর জমিনে আল্লাহর জন্যই শাসকের নেতৃত্ব দেখো, তাহলে তাকেই তুমি আঁকড়ে ধরো, যদিও সে তোমাকে প্রহার করে, তোমার সম্পদ হরণ করে, আর যদি শাসক না থাকে, তাহলে তুমি জমিনের (ফিতনা থেকে) দূরে সরে থাকবে। যতক্ষণ না তোমার মৃত্যু হয়, তুমি বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরে থাকবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, এরপর কি হবে? তিনি বললেন, দাজ্জালের আগমন ঘটবে। রাবী বলেন, আমি আবার জিজ্ঞেস করলাম, সে কি নিয়ে আসবে? তিনি বললেন, নদী অথবা বললেন, পানি ও আগুন নিয়ে আসবে। যে নদীতে নামবে, তার প্রতিদান নষ্ট হবে এবং দাজ্জালের কাছে তার আশ্রয় নিশ্চিত হবে। আর যে তার আগুনে ঝাপ দিবে, তার জন্য প্রতিদান[১৮] ওয়াজীব হবে এবং (জান্নাতে) আশ্রয় অবধারিত হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাজ্জালের পর কি হবে? তিনি বললেন, মারইয়ামের পুত্র ঈসা আলাইহিস সালামের আগমন ঘটবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, অতঃপর কি হবে? তিনি বললেন, বাচ্চা প্রসব করেছে এমন ঘোড়া[১৯] যদি তুমি পাও, তাহলে কম বয়সী[২০] ঐ বাচ্চার উপর তুমি আরোহণ করবে না যতক্ষণ ক্বিয়ামত সংঘটিত হয়।[২১]

---

১৭. বায়যাভী রহিমাহুল্লাহ বলেন, যখন জমিনে খলীফা-শাসক থাকবে না এ কথার অর্থ হচ্ছে, ঐ সময় সকল দলের সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা এবং যুগের ঐ কঠিন অবস্থায় ধৈর্য ধারণ করা তোমার উপর আবশ্যক। আর বৃক্ষমূল আঁকড়ে ধরা বলতে কষ্ট ভোগ করা বুঝায়। ফাতহুল বারী ১৩/৩৬

১৮. সৎ আমল বরবাদ হয়ে যাবে এবং পাপে লিপ্ত হবে।

১৯. (ঐ সময়) ঘোড়া বাচ্চা প্রসব করবে।

২০. ছোট অশ্বশাবক।

২১. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ রচিত সিলসিলাতিল আহাদিছিছ ছুহীহাহ হা/২৭৩৯, ছুহীহ বুখারী হা/৩৬০৬, ৭০৮৪, ছুহীহ মুসলিম হা/১৮৪৭, আবূ দাউদ হা/৪২৪৬, মুসনাদে আহামাদ। হাদীছ বর্ণনার পর শাইখ রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীছটি নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নবুওয়াতের নির্দশন ও উম্মতের জন্য তার উপদেশ বিষয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। যে দল ও সংঘ মুসলিমদের জোট বিনষ্ট করে, ঐক্যবদ্ধতা ছিন্ন করে এবং শক্তি খর্ব করে তা থেকে তাদের নিষ্কৃতি লাভ করা জরুরী। এসবের কারণে তাদের মাঝে শত্রুতা সৃষ্টির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ }

৪. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পর মিথ্যা নবুওয়াতের দাবীদার প্রকাশ পাওয়া।

ظهور قوم يدعون النبوة بعده – صلى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ قَرِيبٌ مِنْ ثَلَاثِينَ دَجَّالِينَ كَذَّابِينَ، كُلُّهُمْ يَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ، أَنَا نَبِيٌّ "

ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী সময়ে ত্রিশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে। তাদের প্রত্যেকেই বলবে, আমি নাবী; আমি নাবী।[২২]

হুযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেছেন,

" فِي أُمَّتِي كَذَّابُونَ وَدَجَّالُونَ سَبْعَةٌ وَعِشْرُونَ: مِنْهُمْ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ، وَإِنِّي خَاتَمُ النَّبِيِّينَ لَا نَبِيَّ بَعْدِي "

আমার উম্মতের মাঝে সাতাশজন মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব হবে, তার মধ্যে চারজন মহিলা, আর আমিই শেষ নাবী, আমার পরে আর কোন নাবী নেই।[২৩]

তোমরা পরস্পর ঝগড়া করো না, তাহলে তোমরা সাহসহারা হয়ে যাবে এবং তোমাদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে (*সূরা আল-আনফাল ৮:৪৬*)।

২২. ঐ সব মিথ্যুক ভন্ড নাবীদের প্রথম হচ্ছে, ইয়ামানের আল-আসওয়াদ আনাসী এবং ইয়ামামার মুসাইলামাতুল কায্‌যাব। ইমাম আহমাদ রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি ২/৪২৯ বর্ণনা করেছেন।

২৩. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটিতে স্পষ্টভাবে কাদিয়ানীদের প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। তাদের পূর্বে ইবনুল আরাবী বলতো, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পরও নবুওয়াত অবশিষ্ট থাকবে। আর তাদের নাবী হবে, মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী যিনি মিথ্যুক এবং ঐ সব দাজ্জালদের অন্তর্ভুক্ত। মুসনাদে আহমাদ ৫/৩৯৬, আলবানী রহিমাহুল্লাহ আছ-ছ্বহীহায় ১৯৯৯ নং হাদীছটি ছ্বহীহ সূত্রে উল্লেখ করেছেন।

৫. উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুর পর বিভিন্ন ফিতনা প্রকাশ পাওয়া।

(ظهور الفتن بموت عمر بن الخطاب – رضي الله عنه)

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ عُمَرَ، إِذْ قَالَ: أَيُّكُمْ يَحْفَظُ قَوْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الفِتْنَةِ؟ قَالَ: «فِتْنَةُ الرَّجُلِ فِي أَهْلِهِ وَمَالِهِ وَوَلَدِهِ وَجَارِهِ، تُكَفِّرُهَا الصَّلاَةُ وَالصَّدَقَةُ، وَالأَمْرُ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيُ عَنِ المُنْكَرِ» قَالَ: لَيْسَ عَنْ هَذَا أَسْأَلُكَ، وَلَكِنِ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ البَحْرِ، قَالَ: لَيْسَ عَلَيْكَ مِنْهَا بَأْسٌ يَا أَمِيرَ المُؤْمِنِينَ، إِنَّ بَيْنَكَ وَبَيْنَهَا بَابًا مُغْلَقًا، قَالَ عُمَرُ: أَيُكْسَرُ البَابُ أَمْ يُفْتَحُ؟ قَالَ: بَلْ يُكْسَرُ، قَالَ عُمَرُ: إِذًا لاَ يُغْلَقَ أَبَدًا، قُلْتُ: أَجَلْ. قُلْنَا لِحُذَيْفَةَ: أَكَانَ عُمَرُ يَعْلَمُ البَابَ؟ قَالَ: نَعَمْ، كَمَا يَعْلَمُ أَنَّ دُونَ غَدٍ لَيْلَةً، وَذَلِكَ أَنِّي حَدَّثْتُهُ حَدِيثًا لَيْسَ بِالأَغَالِيطِ. فَهِبْنَا أَنْ نَسْأَلَهُ: مَنِ البَابُ؟ فَأَمَرْنَا مَسْرُوقًا فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: مَنِ البَابُ؟ قَالَ: عُمَرُ

আমরা একবার উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে বসা ছিলাম। হঠাৎ তিনি বললেন, ফিতনা সম্পর্কে নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বক্তব্য তোমাদের মাঝে কে স্বরণ রেখেছে? হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, (নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন, মানুষ নিজের পরিবার, ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি ও প্রতিবেশির ব্যাপারে যে ফিতনায় পতিত হয়, ছুলাত, ছুদাক্বা, সৎকাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ তার সে পাপকে মুছে ফেলে। তিনি বললেন, আমি তোমাকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করিনি। সেই ফিতনার কথা জিজ্ঞেস করেছি যা সাগর লহরীর মত ঢেউ খেলবে। হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, হে আমীরুল মুমিনিন! সেই ফিতনায় আপনার কোন অসুবিধা হবে না। কেননা, ঐ ফিতনা এবং আপনার মাঝে একটি বন্ধ দরজা আছে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, দরজাটি কি ভেঙ্গে ফেলা হবে নাকি খুলে দেয়া হবে? তিনি বললেন, না বরং ভেঙ্গে ফেলা হবে। উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তাহলে তো সেটা আর কখনো বন্ধ করা যাবে না। (হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন) আমি বললাম, হ্যাঁ। (শাকীক বলেন) আমরা হুযাইফা রা. কে জিজ্ঞেস করলাম, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কি দরজাটি সম্পর্কে জানতেন? উত্তরে তিনি বললেন, হ্যাঁ। যেমন আমি সুনিশ্চিত ভাবে জানি আগামী দিনের পর রাত আসবে। কেননা, আমি তোমাদের এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করেছিলাম যা ত্রুটি মুক্ত। (শাকীক বলেন) দরজাটি কে সে সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে আমি ভয় পাচ্ছিলাম। তাই আমরা মাসরুককে জিজ্ঞেস

করতে বললাম। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, দরজাটি কে? উত্তরে তিনি বললেন, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজেই।[২৪]

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«مَا بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ أَنْ يُرْسَلَ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ فَرَاسِخَ إِلَّا مَوْتَةُ فِي عُنُقِ رَجُلٍ يَمُوتُهَا وَهُوَ عُمَرُ»

তোমাদের মাঝে মন্দের আবির্ভাব হওয়ার মাত্র একটা দুরত্ব রয়েছে, তা হচ্ছে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মৃত্যুবরণ।[২৫]

৬. অন্যায়ভাবে খলীফা উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা করা।

(قتل أمير المؤمنين عثمان بن عفان – رضي الله عنه – ظلماً)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

جَاءَ عُثْمَانُ، فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ – تَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – بِوَجْهِهِ، فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «يَا عُثْمَانُ، إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَعَلَّهُ أَنْ يُقَمِّصَكَ قَمِيصاً، فَإِنْ أَرَادُوكَ عَلَى خَلْعِهِ، فَلَا تَخْلَعْهُ»

উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে আসলে তিনি তার চেহারার দিকে মনোযোগ দিলেন। (রাবী বলেন) আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, হে উছমান! আল্লাহ তা'আলা সম্ভবত তোমাকে একদিন এ জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) দান করবেন।[২৬] তারা (মুনাফিকরা) ষড়যন্ত্র করে তোমার এ জামা (খিলাফতের দায়িত্ব) তোমার থেকে খুলে ফেলতে চাইবে।[২৭] তুমি তা কখনোই খুলবে না (খিলাফতের দায়িত্ব ছেড়ে দিবে না)।[২৮]

---

২৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৯৬

২৫. ইবনু আবি শাইবা ১৫/৬৯৬, রুইয়ানি ৩/১০৭।

২৬. তোমাকে পরিধান করানো হবে অর্থাৎ দায়িত্ব অর্পণ করা হবে।

২৭. এখানে 'জামা' দ্বারা খিলাফতের দায়িত্ব উদ্দেশ্যে।

২৮. ইবনু আবি আছিম তার সুন্নাহ গ্রন্থে হা/১১৭২। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মুসলিমের শর্তের ভিত্তিতে হাদীছটির সনদ ছ্বহীহ।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وعثمان محصور في الدار –: سَتَكُونُ فِتْنَةٌ، وَاخْتِلَافٌ ، قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَمَا تَأْمُرُنَا؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالْأَمِيرِ وَأَصْحَابِهِ» وَأَشَارَ إِلَى عُثْمَانَ

উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) ঘরে অবস্থানরত ছিলেন, (আমি অনুমতি নিয়ে বললাম, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন) অচিরেই ফিতনা ও মতভেদ দেখা দিবে। তখন আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, ঐ সময় আমাদের জন্য কি নির্দেশ রয়েছে হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তোমরা শাসক ও তার সাথীদের অনুসরণ করবে। তিনি উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর দিকে ইঙ্গিত করলেন।[২৯] আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ: «وَدِدْتُ أَنَّ عِنْدِي بَعْضَ أَصْحَابِي» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَلَا نَدْعُو لَكَ أَبَا بَكْرٍ؟ فَسَكَتَ، قُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُمَرَ؟ فَسَكَتَ قُلْنَا: أَلَا نَدْعُو لَكَ عُثْمَانَ؟ قَالَ: «نَعَمْ» ، فَجَاءَ، فَخَلَا بِهِ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَلِّمُهُ، وَوَجْهُ عُثْمَانَ يَتَغَيَّرُ قَالَ: قَيْسٌ، فَحَدَّثَنِي أَبُو سَهْلَةَ مَوْلَى عُثْمَانَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ، قَالَ يَوْمَ الدَّارِ: «إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهِدَ إِلَيَّ عَهْدًا، فَأَنَا صَائِرٌ إِلَيْهِ» قَالَ قَيْسٌ: فَكَانُوا يُرَوْنَهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার রোগ শয্যায় বলেন, আমি চাচ্ছিলাম যে, এ সময় আমার কোন ছাহাবী আমার কাছে থাকুক। আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে আপনার কাছে ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি চুপ রইলেন, আমরা আবার বললাম, আমরা কি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি নিরব থাকলেন, এবারও আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে ডেকে নিয়ে আসবো? তিনি বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এসে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকে মনোনিবেশ করলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সাথে একান্তে আলাপ-আলোচনা করেন, এমতাবস্থায় উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর চেহারা পরিবর্তন হতে লাগলো। কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমার নিকট উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মুক্তদাস আবূ সাহ্লাহ বর্ণনা করেন যে, উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নিজ বাড়িতে অবরুদ্ধ থাকাকালে বলেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু

২৯. মুসনাদ আহমদ (২/৩৪৫), ইবনু আবি শাইবা (৬/৩৬৩), ইবনু আবি আছিম (২/৫৮৭)।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার থেকে একটি অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন, আমি তাতে ধৈর্য ধারণ করবো। কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে এটাই ছিল তার একান্ত আলাপ।[৩০]

কা'ব ইবনে উজরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذَكَرَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فتْنَةً فَقَرَّبَهَا، فَمَرَّ رَجُلٌ مُقَنَّعٌ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «هَذَا يَوْمَئذ عَلَى الْهُدَى» فَوَثَبْتُ، فَأَخَذْتُ بِضَبْعَيْ عُثْمَانَ، ثُمَّ اسْتَقْبَلْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَقُلْتُ: هَذَا؟ قَالَ: «هَذَا»

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অচিরেই সংঘটিতব্য একটি বিপর্যয়ের উল্লেখ করেন, এসময় একলোক মাথা নিচু করে চলে গেল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তখন এ লোক সৎপথে বহাল থাকবে। আমি দ্রুত গিয়ে তার দু'কাধে হাত রাখতেই দেখলাম[৩১] যে, তিনিই উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু)। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ফিরে এসে বললাম, তিনিই কি সেই লোক? জবাবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তিনি সেই লোক (উছমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু))।[৩২]

৭. উম্মতের মাঝে তরবারী-অস্ত্রের ব্যবহার (হানাহানি) শুরু হলে তা উঠিয়ে না নেয়া

(إذا وضع السيف في الأمة لم يرفع)

ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا وُضِعَ السَّيْفُ فِي أُمَّتِي لَمْ يُرْفَعْ عَنْهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

---

৩০. ছ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/১১৩।

৩১. ضبعي বলতে দু'কাধের মাঝামাঝি হাত রাখা বুঝানো হয়েছে।

৩২. ছ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/১১১।

আমার উম্মতের মাঝে যখন তরবারী[৩৩] রাখা হবে (পরস্পর হানাহানি শুরু হবে) তখন হতে ক্বিয়ামত পর্যন্ত তা আর তুলে নেয়া হবে না।[৩৪]

৮. উষ্ট্রের যুদ্ধ (وقعة الجمل)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَتُقَاتِلَنَّهُ وَأَنْتَ ظَالِمٌ لَهُ– يعني الزُّبَيْرِ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا

(হে যুবাইর!) তুমি অবশ্যই যালেম হয়ে তার (আলীর) সাথে যুদ্ধ করবে। অর্থাৎ যুবাইর ও আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) এর মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হবে।[৩৫]

কায়স ইবনে আবূ হাযিম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

لَمَّا أَقْبَلَتْ عَائِشَةُ؛ بَلَغتْ مِيَاهَ بَنِي عَامِرٍ لَيْلًا، نَبَحَت الْكِلَابُ. قَالَتْ: أَيُّ مَاء هَذَا؟ قَالُوا: مَاءُ الْحَوْأَبِ. قَالَتْ: مَا أَظُنُّنِي إِلَّا أَنِّي رَاجِعَةٌ فَقَالَ بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعَهَا: بَلْ تَقْدَمِينَ فَيَرَاكِ الْمُسْلِمُونَ، فَيُصْلِحُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَاتَ بَيْنِهِمْ، قَالَتْ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنَا ذَاتَ يَوْمٍ: " كَيْفَ بِإِحْدَاكُنَّ تَنْبَحُ عَلَيْهَا كِلَابُ الْحَوْأَبِ؟

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) যখন সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে রাত্রিবেলা বনী আমের গোত্রের জলাধারে পৌঁছলেন, তখন কুকুর ঘেউ ঘেউ করছিল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা কোন জলাধার? তারা (সাথীরা) সবাই বললেন, এটা হচ্ছে 'হাওয়াব জলাধার'। আমার ধারণা মতে, আমিতো সে দিকেই ফিরছিলাম। তার সঙ্গীরা বললেন, বরং আপনি সে দিকেই এগিয়ে যাচ্ছেন। তাই মুসলিমরা আপনাকে দেখতে পাবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের মাঝে মিমাংসা করে দিবেন। তিনি বলেন,

---

৩৩. এখানে তরবারী বহাল থাকা বলতে উম্মতের পরস্পরের মাঝে হানাহানি সৃষ্টি হওয়া বুঝানো হয়েছে।

৩৪. ইবনুল আরাবী বলেন, প্রথম যুগে এ উম্মত হানাহানি থেকে নিরাপদ ছিল কিন্তু উসমান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যার পর তরবারী ব্যবহার শুরু হয় তথা দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়। মানাবীর বর্ণনা: আল-ফাইয (১/৪৫২)। ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২০২।

৩৫. ইবনু আবি শাইবা, আল-মুসান্নাফ (৭/৫৪৫), আল-হাকীম (৩/৪১৩) আমাদের শাইখ ছ্বহীহাহ গ্রন্থে হাদীছটি ছ্বহীহ বলে উল্লেখ করেন। ছ্বহীহাহ (২/৩৪৩)।

কোন একদিন রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে বলেন, হাওয়াবের কুকুর তোমাদের একজনকে দেখে কিভাবে ঘেউ ঘেউ করলো?[৩৬]

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার স্ত্রীগণকে বলেছেন,

أَيَّتُكُنَّ صَاحِبَةُ الْجَمَلِ الْأَدْبَبِ , يُقْتَلُ حَوْلَهَا قَتْلَى كَثِيرَةٌ تَنْجُو بَعْدَمَا كَادَتْ؟!)

তোমাদের মাঝে প্রশিক্ষিত উটের মালিক কে আছো; যার চারপাশে ঘটবে অনেক হত্যাকান্ড; এরূপ হওয়ার পর সে মুক্তি পাবে?![৩৭] হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

فَقَالَ: بَعْضُنَا: حَدِّثْنَا يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: لَوْ فَعَلْتُ لَرَجَمْتُمُونِي، قَالَ: قُلْنَا سُبْحَانَ اللَّهِ أَنَحْنُ نَفْعَلُ ذَلِكَ؟ قَالَ: «أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ حَدَّثْتُكُمْ أَنَّ بَعْضَ أُمَّهَاتِكُمْ تَأْتِيكُمْ فِي كَتِيبَةٍ كَثِيرٍ عَدَدُهَا، شَدِيدٍ بَأْسُهَا صَدَّقْتُمْ بِهِ؟» قَالُوا: سُبْحَانَ اللَّهِ وَمَنْ يُصَدِّقُ بِهَذَا؟ ثُمَّ قَالَ حُذَيْفَةُ: «أَتَتْكُمُ الْحُمَيْرَاءُ فِي كَتِيبَةٍ يَسُوقُهَا أَعْلَاجُهَا حَيْثُ تَسُوءُ وُجُوهَكُمْ» ثُمَّ قَامَ فَدَخَلَ مَخْدَعًا «هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ، وَلَمْ يُخْرِجَاهُ»

আমাদের কয়েকজন হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বললো, হে আবূ হুযাইফা! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট থেকে আপনি যা শুনেছেন, তা আমাদের কাছে বর্ণনা করেন। তিনি বললেন, আমি যদি এমনটা (অপকর্ম) করেই থাকতাম, তাহলে অবশ্যই তোমরা আমাকে পাথর নিক্ষেপে হত্যা করতে। আমরা বললাম, সুবহানাল্লাহ! আমরা কি আপনার সাথে এরূপ আচরণ করতে পারি?! তিনি বলেন, মনে করো যদি আমি তোমাদেরকে বর্ণনা করি যে, তোমাদের কতিপয় মা অনেক সৈন্যের মাঝে উপস্থিত হয়ে কঠিন অবস্থায় তোমাদের পক্ষে যুদ্ধ করেছেন, তাহলে কি তোমরা আমাকে বিশ্বাস করবে? তারা সকলেই বললো, সুবহানাল্লাহ! এটা কে বিশ্বাস করবে? তিনি বললেন, তোমাদের মাঝে হুমাইরা[৩৮] এসেছিলেন। একজন স্থুলকায়[৩৯] শক্তিশালী লোক তাকে বাহনে নিয়ে এসেছেন। (একথা শুনে) এতে

৩৬. মুসনাদ আহমাদ (৬/৫২), ইসহাক ইবনে রাহওয়াই (৩/৮৯১), ইবনু আবি শাইবা (৭/৫৩৬)।

৩৭. قتلى كثيرة তথা যুদ্ধে অনেক মাথা ছিন্ন হবে। ইবনু আবি শাইবার বর্ণনা: আল-মুছান্নাফ (৭/৫৩৮)।

৩৮. الحميراء হচ্ছে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর উপাধি।

৩৯. أعلاج শব্দ দ্বারা বিশালদেহ বিশিষ্ট শক্তিশালী লোক বুঝানো হয়েছে।

তোমাদের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন এবং তার শয়ন কক্ষে প্রবেশ করলেন।[৪০]

৯. সিফফীনের যুদ্ধ (وقعة صفين)

আম্মার ইবনে ইয়াসার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, «تَقْتُلُكَ الْفِئَةُ الْبَاغِيَةُ» তোমার সাথে বিদ্রোহী দল যুদ্ধ করবে।[৪১]

আবূ হুরাইরা (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বড় দু'টি দল মহাযুদ্ধে লিপ্ত হয়। উভয় দলের দাবি হবে একই।[৪২]

১০. খারেজীদের আবির্ভাব (ظهور الخوارج)[৪৩]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" تَمْرُقُ مَارِقَةٌ عِنْدَ فِرْقَةٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَقْتُلُهَا أَوْلَى الطَّائِفَتَيْنِ بِالْحَقِّ "

মুসলিমদের মাঝে যখন কলহ ও বিবাদ সৃষ্টি হবে, তখন একদল লোক বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। এর মধ্যে হক্বের অধিকতর নিকটবর্তী দলটিই তাদেরকে হত্যা করবে।[৪৪]

---

৪০. হাকিমের বর্ণনা: (৪/৪৭১), তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (২/৩৫)।
৪১. ছ্বহীহ মুসলিম (হা/২৯১৬), তিরমিযী হা/৩৮০০
৪২. ছহীহুল বুখারী (হা/৭১২১)
৪৩. খারেজী এমন দল যারা কাবিরাহ গুনাহকে অস্বীকার করে।
৪৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৬৪, সুনানে আবূ দাউদ হা/৪৬৬৭।

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"يَنْشَأُ نَشْءٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، كُلَّمَا خَرَجَ قَرْنٌ قُطِعَ" "حَتَّى يَخْرُجَ فِي عِرَاضِهِمْ الدَّجَّالُ"

এমন এক সম্প্রদায় বের হবে, যারা কুরআন পড়বে সত্য কিন্তু তা তাদের গলা অতিক্রম করবে না। প্রতিপক্ষ দল বের হয়ে তাদেরকে হত্যা করবে যতক্ষণ না দাজ্জালের আবির্ভাব হয়।[৪৫]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" إِنَّ مِنْكُمْ مَنْ يُقَاتِلُ عَلَى تَأْوِيلِ هَذَا الْقُرْآنِ، كَمَا قَاتَلْتُ عَلَى تَنْزِيلِهِ "، فَاسْتَشْرَفْنَا وَفِينَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فَقَالَ: " لَا، وَلَكِنَّهُ خَاصِفُ النَّعْلِ ". يعني علياً – رضي الله عنه .

তোমাদের মাঝে এমন লোকের আবির্ভাব হবে, যারা কুরআনের ব্যাখ্যাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। যেমন কুরআন নাযিলের স্ব-পক্ষে আমাকে যুদ্ধ করতে হয়েছে (কাফির-মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে)। আমরা তার দিকে দৃষ্টি দিলাম। আর (বললাম,) আমাদের মাঝে আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) উপস্থিত ছিলেন (কি?) অতঃপর তিনি বললেন, না। কিন্তু জুতা মেরামতকারী তথা আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) (কুরআন অস্বীকারকারী কাফির মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ করেছে)।[৪৬]

আলী ইবনে আবূ তালিব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

يَوْمَ النَّهْرَوَانِ يَقُولُ: «أُمِرْتُ بِقِتَالِ الْمَارِقِينَ، وَهَؤُلَاءِ الْمَارِقُونَ»

নেহরাওয়ানের যুদ্ধের দিন তিনি বলেন, আমি বিদ্রোহীদের সাথে যুদ্ধের জন্য আদিষ্ট হয়েছি। আর ঐ সবলোক (চুক্তিভঙ্গকারী, অন্যায়কারী) হচ্ছে বিদ্রোহী।[৪৭]

---

৪৫. হাসানঃ ইবনু মাজাহ হা/১৭৪।

৪৬. ইমাম নাসাঈর বর্ণনাঃ আল-খাছায়িছ হা/২৯, ইবনু হিব্বান হা/২২০৭, হাদীছটি আমাদের শাইখ ছুহীহাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন, হা/২৪৮৭।

৪৭. المارقون (বিদ্রোহী) দ্বারা খারেজী উদ্দেশ্যে। ইবনু আছিম রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনাঃ আস-সুন্নাহ (হা/৯০৭), আমাদের শাইখ হাদীছটি ছুহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" إِنَّ مِنْ ضِئْضِئِ هَذَا، أَوْ: فِي عَقِبِ هَذَا قَوْمًا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ حَنَاجِرَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يَقْتُلُونَ أَهْلَ الإِسْلاَمِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الأَوْثَانِ، لَئِنْ أَنَا أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ "

ব্যক্তির (অবাঞ্চিত অভিযোগকারীর) বংশ হতে বা এ ব্যক্তির পরে এমন কিছু সংখ্যক লোক হবে, তারা কুরআন পড়বে কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালী অতিক্রম করবে না। দীন হতে তারা এমনভাবে বেরিয়ে পড়বে যেমন ধনুক হতে তীর বেরিয়ে যায়। তারা ইসলামের অনুসারীদেরকে (মুসলিমদেরকে) হত্যা করবে। আর মূর্তি পূজারীদেরকে হত্যা করা থেকে বিরত থাকবে। আমি যদি তাদেরকে পেতাম তাহলে আদ জাতির মত অবশ্যই হত্যা করতাম।[৪৮] অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

«يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلاَتَهُ مَعَ صَلاَتِهِمْ، وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ، يَقْرَءُونَ القُرْآنَ لاَ يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، يُنْظَرُ إِلَى نَصْلِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى رِصَافِهِ فَمَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى نَضِيِّهِ، - وَهُوَ قِدْحُهُ -، فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، ثُمَّ يُنْظَرُ إِلَى قُذَذِهِ فَلاَ يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، قَدْ سَبَقَ الفَرْثَ وَالدَّمَ، آيَتُهُمْ رَجُلٌ أَسْوَدُ، إِحْدَى عَضُدَيْهِ مِثْلُ ثَدْيِ المَرْأَةِ، أَوْ مِثْلُ البَضْعَةِ تَدَرْدَرُ، وَيَخْرُجُونَ عَلَى حِينِ فُرْقَةٍ مِنَ النَّاسِ» قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: فَأَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ هَذَا الحَدِيثَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَاتَلَهُمْ وَأَنَا مَعَهُ، فَأَمَرَ بِذَلِكَ الرَّجُلِ فَالْتُمِسَ فَأُتِيَ بِهِ، حَتَّى نَظَرْتُ إِلَيْهِ عَلَى نَعْتِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي نَعَتَهُ قِيلَ مَا سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: " سِيمَاهُمْ التَّحْلِيقُ - أَوْ قَالَ: التَّسْبِيدُ - "

তোমাদের কেউ তাদের ছ্বলাতের তুলনায় নিজের ছ্বলাত এবং ছিয়াম নগণ্য বলে মনে করবে। তারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু কুরআন তাদের কন্ঠনালীর নিচে প্রবেশ করবে না। তারা দীন হতে এমনভাবে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তীরের অগ্রভাগের লোহাবিশিষ্ট ফাল[৪৯] দেখা যাবে কিন্তু কোন চিহ্ন পাওয়া

---

৪৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৩৪৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০৬৪।

৪৯. النصل বলতে বুঝানো হয়েছে তীরের অগ্রভাগ, যা লোহার ফালবিশিষ্ট।

যাবে না। কাঠের অংশ[৫০] দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। মাঝের অংশ দেখলে তাতেও কিছু পাওয়া যাবে না। তার পালক[৫১] দেখলে তাতেও কোন কিছু পাওয়া যায় না। অথচ তীরটি শিকারী জন্তুর নাড়িভুঁড়ি ভেদ করে রক্ত মাংস পার হয়ে বেরিয়ে গিয়েছে। তাদের নিদর্শন[৫২] হলো এমন একটি কালো মানুষ যার একটি বাহু নারীর স্তনের মত অথবা মাংস খণ্ডের[৫৩] মত নড়াচড়া করবে। তারা লোকদের মধ্যে বিরোধকালে আত্ম প্রকাশ করবে।[৫৪]

আবূ সাঈদ বলেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমি স্বয়ং আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে একথা শুনেছি। আমি এটাও সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আলী ইবনে আবূ তালিব তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। আমিও তার সাথে ছিলাম। তখন আলী ঐ লোককে খুঁজে বের করতে আদেশ দিলেন। খোঁজ করে যখন আনা হলো আমি মনোযোগের সাথে তাকিয়ে তার মাঝে ঐ সব চিহ্ন দেখতে পেলাম, যা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছিলেন।[৫৫] অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো হে আল্লাহর রসূল! তাদের নিদর্শন কি? তিনি বললেন, মাথা মুণ্ডানো অথবা গজিয়ে উঠা চুল হচ্ছে তাদের নিদর্শন।[৫৬] আলী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يَأْتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ، يَقُولُونَ مِنْ خَيْرِ قَوْلِ البَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الإِسْلاَمِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ، لاَ يُجَاوِزُ إِيمَانُهُمْ حَنَاجِرَهُمْ، فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ»

আমি নাবী এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, শেষ যুগে একদল যুবকের আবির্ভাব ঘটবে যারা হবে অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন। তারা মুখে খুব ভালো কথা বলবে। তারা ইসলাম হতে বেরিয়ে যাবে, যেভাবে তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়। তাদের ঈমান গলদেশ

---

৫০. رصاف দ্বারা তীরের অগ্রভাগ বিদ্ধ হওয়ার জায়গা বুঝানো হয়েছে।

৫১. قذذ দ্বারা তীরের পালক উদ্দেশ্যে।

৫২. اية তথা নিদর্শন।

৫৩. البضعةদ্বারা গোশতের টুকরা বুঝানো হয়েছে।

৫৪. تَدَرْدَر দ্বারা সংঘাত উদ্দেশ্যে।

৫৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬১০, ৭৫৬২, মুসলিম (২/৭৪৪)।

৫৬. التسبيد শব্দ দ্বারা মাথা মুণ্ডানো বুঝানো হয়েছে। ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৭২।

পেরিয়ে ভিতরে প্রবেশ করবে না। যেখানেই তাদের সাথে তোমাদের দেখা মিলবে, তাদেরকে তোমরা হত্যা করে ফেলবে। যারা তাদের হত্যা করবে, ক্বিয়ামতের দিন তাদের এ হত্যার প্রতিদান দেয়া হবে।[৫৭]

সাহল ইবনে হুনাইফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«يَتِيهُ قَوْمٌ قِبَلَ الْمَشْرِقِ مُحَلَّقَةٌ رُءُوسُهُمْ»

মাথা নেড়া[৫৮] এক সম্প্রদায় পূর্ব দিগন্ত হতে বের হবে।[৫৯]

আবূ সাঈদ ও আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) নাবী হতে ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي اخْتِلَافٌ وَفُرْقَةٌ، قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ

অচিরেই আমার উম্মতের মাঝে মতভেদ ও বিভক্তি সৃষ্টি হবে। একটি দল উত্তম কথা বলবে, তারা কাজ করবে নিকৃষ্ট।[৬০]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَخْرُجُ فِيكُمْ، أَوْ يَكُونُ فِيكُمْ، قَوْمٌ يَتَعَبَّدُونَ وَيَتَدَيَّنُونَ، حَتَّى يُعْجِبُوكُمْ وَتُعْجِبُهُمْ أَنْفُسُهُمْ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ

তোমাদের মধ্যে হতে একটি দল বের হবে অথবা দল থাকবে যারা ইবাদত করবে ও (প্রকাশ্যে) দীন পালন করবে এমনকি তারা তোমাদেরকে আশ্চর্যান্বিত করবে, তারা নিজেদের নিয়েও বিস্ময় প্রকাশ করবে। তারা দীন হতে বেরিয়ে যাবে যেমন তীর ধনুক হতে বেরিয়ে যায়।[৬১]

---

৫৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০৫৭, মুসলিম (২/৭৪৬)।

৫৮. يتيه ক্রিয়া দ্বারা আবির্ভূত সম্প্রদায় (খারেজীদের) সঠিক রাস্তা-হক্ব থেকে বেরিয়ে যাওয়া বুঝানো হয়েছে।

৫৯. ছ্বহীহ: মুসলিম হা/১০৬৮।

৬০. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৭৬৫।

৬১. ইবনু আবি আছিম আস-সুন্নাহ (২/৪৬১)।

১১. মুমিনদের মাঝে হাসান ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর মীমাংসা করণ

(إصلاح الحسن بن علي بين المؤمنين)

আবূ বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى المِنْبَرِ وَالحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ إِلَى جَنْبِهِ، وَهُوَ يُقْبِلُ عَلَى النَّاسِ مَرَّةً، وَعَلَيْهِ أُخْرَى وَيَقُولُ: «إِنَّ ابْنِي هَذَا سَيِّدٌ وَلَعَلَّ اللَّهَ أَنْ يُصْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِئَتَيْنِ عَظِيمَتَيْنِ مِنَ المُسْلِمِينَ»

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরে দেখেছি, হাসান ইবনে আলী তার পাশে ছিলেন। তিনি একবার লোকদের দিকে আরেকবার তার দিকে তাকাচ্ছিলেন। আর বলছিলেন আমার এ সন্তান (নাতী) একজন নেতা। সম্ভবত তার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা মুসলিমদের বড় দু'টি দলের মাঝে মিমাংসা করাবেন।[৬২]

১২. নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যুর পর কিছু কাল খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকা।

(مدة الخلافة بعده صلى الله عليه وسلم)

সাফিনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«الْخِلَافَةُ بَعْدِي ثَلَاثُونَ سَنَةً، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا»

আমার পরে তিরিশ বছর খিলাফত প্রতিষ্ঠিত থাকবে। অতঃপর রাজত্ব শুরু হবে।[৬৩]

---

৬২. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৭০৪।
৬৩. মুসনাদ আহমদ (৫/২২০), আবূ দাউদ হা/৪৬৪৬, ৪৬৪৭। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর ছ্বহীহাহ হা/৪৫৯।

১৩. শী'আ[৬৪] ও নাওয়াছেব[৬৫] সম্প্রদায়ের আবির্ভাব।

(ظهور الشيعة والنواصب)

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَيُحِبُّنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِيَّ، وَلَيُبْغِضُنِي قَوْمٌ حَتَّى يَدْخُلُوا النَّارَ فِي بُغْضِي

একদল লোক আমাকে ভালোবাসবে অথচ তারা আমার ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। আরেক দল লোক আমার ব্যাপারে শত্রুতা করে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।[৬৬]

১৪. হুসাইন ইবনে আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিহত হওয়া।

(مقتل الحسين بن علي)

উম্মুল ফাযলে বিনতে হারিছ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«أَتَانِي جِبْرِيلُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، فَأَخْبَرَنِي أَنَّ أُمَّتِي سَتَقْتُلُ ابْنِي هَذَا» فَقُلْتُ: هَذَا؟ فَقَالَ: «نَعَمْ، وَأَتَانِي بِتُرْبَةٍ مِنْ تُرْبَتِهِ حَمْرَاءَ»

আমার নিকট জিবরাঈল আলাইহিস সালাম এসে এ সংবাদ দিলেন যে, আমার উম্মত অচিরেই আমার এ সন্তানকে (নাতীকে) অর্থাৎ হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে হত্যা

---

৬৪. এমন দল প্রকাশ পাবে আলে বাইতের প্রতি যাদের থাকবে ভালোবাসা অথচ তারা অগ্নিপূজক, ইয়াহুদী এবং মূর্তিপূজকদের রীতি-বিশ্বাস গোপন রাখবে আর ছাহাবীদেরকে বিশেষত আবূ বকর ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তারা কাফির মনে করবে। তারা বলবে যে, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর পর আলী রাদিয়াল্লাহু আনহুই হবেন ইমাম, কিন্তু ছাহাবীরা তার অধিকার হরণ করেছেন। এ (হরণের) বিষয়টি যারা বিশ্বাস করে না, তাদের নিকট তারা কাফির বলে গণ্য। এভাবে তারা বাতিল-পরিত্যাজ্য আক্বীদা পোষণ করতঃ আলে বাইতের প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং অপবাদ দেয়।

৬৫. আরেক দল রয়েছে যারা আলে বাইতের সাথে শত্রুতা করতঃ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করে কিন্তু তারা ধ্বংস হয়ে গেছে। আর আহলে সুন্নাহ হচ্ছে এ উভয়দলের মাঝে মধ্যমপন্থী। তারা আলে বাইতকে ভালোবাসে এবং তাদের মর্যাদা সম্পর্কে তারা অবগত, তারা ভালোবাসে ছাহাবীদেরকে, তাদের মান-মর্যাদা ও জিহাদ সম্পর্কে তারা জানে।

৬৬. নুইব আবি আছিম হা/৯৮৩। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি ছ্বহীহ বলেছেন।

করবে। আমি বললাম, তাকেই হত্যা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ জিবরাঈল আলাইহিস সালাম আমার কাছে লাল মাটি নিয়ে এসেছিল।[৬৭]

আয়েশা অথবা উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের কোন একজনকে বলেন,

لَقَدْ دَخَلَ عَلَيَّ الْبَيْتَ مَلَكٌ لَمْ يَدْخُلْ عَلَيَّ قَبْلَهَا، فَقَالَ لِي: إِنَّ ابْنَكَ هَذَا: حُسَيْنٌ مَقْتُولٌ، وَإِنْ شِئْتَ أَرَيْتُكَ مِنْ تُرْبَةِ الْأَرْضِ الَّتِي يُقْتَلُ بِهَا " قَالَ: فَأَخْرَجَ تُرْبَةً حَمْرَاءَ

অবশ্যই (ফেরেস্তা) জিবরাঈল আমার ঘরে এসেছিলেন। এর পূর্বে তিনি আমার ঘরে আসেননি। তিনি আমাকে বললেন, আপনার এ সন্তান (নাতী) হুসাইন নিহত হবে। আপনি যদি চান তাহলে যে জায়গায় তিনি নিহত হবেন, আমি ঐ জমিনের মাটি আপনাকে দেখাতে পারি। অতঃপর তিনি আমাকে লাল মাটি বের করে দেখালেন।[৬৮]

১৫. কাদারিয়াহ[৬৯] ও মুরজিয়া[৭০] সম্প্রদায়ের আবির্ভাব

(ظهور القدرية والمرجئة)

আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِي لَا يَرِدَانِ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَلَا يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ: الْقَدَرِيَّةُ، وَالْمُرْجِئَةُ»

৬৭. হাকীমের বর্ণনাঃ (৩/১৭৬-১৭৭), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর ছ্বহীহাহ হা/৮২১।

৬৮. মুসনাদ আহমদ (৬/২৯৪)। আমাদের শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এ হাদীছের সনদ শাইখাইনের শর্তের ভিত্তিতে ছ্বহীহ। ছ্বহীহাহ হা/৮২২।

৬৯. কাদারিয়াহ সম্প্রদায় ভাগ্যকে অস্বীকার করে তাই তাদেরকে এ নামে ডাকা হয়। আর তারা চার শ্রেণীতে বিভক্ত। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ তার 'ফাতওয়ায়' এ বিষয়ে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন।

৭০. মুরজিয়াহ সম্প্রদায় এমন একটি দল যারা শুধু ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতি দেয় কিন্তু ঈমান অনুযায়ী আমল ছেড়ে দেয়। আর ঈমান কম-বেশি হওয়ার বিষয়কে তারা অস্বীকার করে। অপরদিকে, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামা'আতের অনুসারীরা ঈমানের মৌখিক স্বীকৃতির সাথে সাথে আন্তরিক বিশ্বাস করে ও আমল করে। আমলের মাধ্যমে তাদের আনুগত্য বৃদ্ধি পায়; পাপাচারীতা কমে যায়।

আমার উম্মতের দু'টি দল হাউযে কাওছারের কাছে আসতে পারবে না এবং তারা জান্নাতেও যাবে না। তারা হলো কাদারিয়াহ ও মুরজিয়াহ।[৭১]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" الْقَدَرِيَّةُ مَجُوسُ هَذِهِ الْأُمَّةِ: إِنْ مَرِضُوا فَلَا تَعُودُوهُمْ، وَإِنْ مَاتُوا فَلَا تَشْهَدُوهُمْ "

কাদারিয়ারা হলো এ উম্মতের অগ্নি পূজক। যদি তারা অসুস্থ হয় তাদেরকে দেখতে যেও না। আর তারা মারা গেলে জানাযাও পড়ো না।[৭২]

যারারাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

نَزَلَتْ فِي أُنَاسٍ مِنْ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ يُكَذِّبُونَ بِقَدَرِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ) يعني قوله تعالى ذوقوا مسَّ سقر. إنا كل شيء خلقناه بقدر

শেষ যুগে আমার উম্মতের কিছু লোক আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক নির্ধারিত ভাগ্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণী অস্বীকার করবে।[৭৩]

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدْرٍ} [القمر:٤٨– ٤٩]

জাহান্নামের ছোঁয়া আস্বাদন কর। নিশ্চই আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্দিষ্ট পরিমানে *(সূরা আল-ক্বামার ৫৪: ৪৮-৪৯)*।

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أُخِّرَ الْكَلَامُ فِي الْقَدَرِ لِشِرَارِ أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ

---

৭১. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (৪/২৮১)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি ছ্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। ছ্বহীহাহ (৬/৫৬৪)।

৭২. আবূ দাউদ হা/৪৬৯১, ইবনু আছিম আস-সুন্নাহ হা/৩৩৮। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

৭৩. তাবারানী: আল-কাবীর হা/৫৩১৬। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ এর ছ্বহীহাহ হা/১৫৩৯।

শেষ যুগে আমার উম্মতের মন্দ কাজের কারণে ভাগ্যে বিষয়ক (অনর্থক) কথাকে ধরে রাখা হয়েছে।[৭৪]

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إني لأعلم أهل دينين من أمة محمد – صلى الله عليه وسلم – في النار: قوم يقولون: إن كان أولنا ضلالاً؛ ما بال خمس صلوات في اليوم والليلة، إنما هو صلاتان؛ العصر والفجر، وقوم يقولون: إنما الإيمان كلام وإن زنى وإن قتل

উম্মতে মুহাম্মাদীর জাহান্নামী দীনি দু'টি সম্প্রদায়ের কথা অবশ্যই আমি জানি। একটি হচ্ছে যারা বলে, আমাদের পূর্ববর্তীরা ভ্রষ্ট ছিল। দিনে-রাতে তাদের পাঁচ ওয়াক্ত ছ্বলাত নির্ধারিত ছিল। কিন্তু ছ্বলাত হলো দু'ওয়াক্ত তা হচ্ছে আছর ও ফজর। অপর সম্প্রদায় বলে, যদিও কেউ যেনা করে ও হত্যা কান্ড ঘটায় তার কথাই হচ্ছে ঈমান।[৭৫]

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" لَا يَزَالُ أَمْرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ مُوَاتِيًا أَوْ مُقَارِبًا, مَا لَمْ يَتَكَلَّمُوا فِي الْوِلْدَانِ وَالْقَدَرِ "

উম্মতের (ভালো) কর্মকান্ড যথাযথ ও নৈকট্যশীল বলে গণ্য হতে থাকবে যতক্ষণ তারা শিশু[৭৬] ও ভাগ্যে বিষয়ে (অনর্থক) কথা না বলবে।[৭৭]

---

৭৪. ইবনু আছিম রহিমাহুল্লাহ এর বর্ণনা: আস-সুন্নাহ হা/৩৫০। শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান সাব্যস্ত করেছেন। আছ-ছ্বহীহাহ হা/১১২৪।

৭৫. মুসনাদ আহমদ আস-সুন্নাহ হা/৬৬২, ইবনু আবি শাইবা (৬/১৬৯), হাকীম (৪/৪১৯)।

৭৬. ফাইয গ্রন্থে মানাবি রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছে উল্লেখিত শিশু শব্দ হতে এটা উদ্দেশ্যে হতে পারে যে, মুশরিকদের শিশুরা কি তাদের পিতা-মাতার সাথে জাহান্নামে যাবে, নাকি তারা (শিশু হওয়ার) কারণে জান্নাতী হবে। এখানে এটাও সম্ভাবনা রয়েছে যে, জারস সন্তানের অবস্থা সম্পর্কে আলোচনা করা।

৭৭. ইবনু হিব্বানের বর্ণনা: হা/১৮২৪, হাকীম (১/৩৩), ছ্বহীহাহ হা/১৫১৫, ছ্বহীহ জামে'

১৬. ‘হাররাহ’-এর যুদ্ধ সঙ্ঘটিত হওয়া (وقعة الحَرَّة)।[৭৮]

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বলেছেন,

«يَا أَبَا ذَرٍّ»، قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ، قَالَ فِيهِ «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا أَصَابَ النَّاسَ مَوْتٌ يَكُونُ الْبَيْتُ فِيهِ بِالْوَصِيفِ؟» يَعْنِي الْقَبْرَ، قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، – أَوْ قَالَ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ –، قَالَ: «عَلَيْكَ بِالصَّبْرِ» – أَوْ قَالَ: «تَصْبِرُ» – ثُمَّ قَالَ لِي: «يَا أَبَا ذَرٍّ» قُلْتُ: لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ: «كَيْفَ أَنْتَ إِذَا رَأَيْتَ أَحْجَارَ الزَّيْتِ قَدْ غَرِقَتْ بِالدَّمِ؟» قُلْتُ: مَا خَارَ اللَّهُ لِي وَرَسُولُهُ، قَالَ: «عَلَيْكَ بِمَنْ أَنْتَ مِنْهُ» قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا آخُذُ سَيْفِي وَأَضَعُهُ عَلَى عَاتِقِي؟ قَالَ: «شَارَكْتَ الْقَوْمَ إِذَنْ» قُلْتُ: فَمَا تَأْمُرُنِي؟ قَالَ: «تَلْزَمُ بَيْتَكَ»، قُلْتُ: فَإِنْ دُخِلَ عَلَيَّ بَيْتِي؟ قَالَ: «فَإِنْ خَشِيتَ أَنْ يَبْهَرَكَ شُعَاعُ السَّيْفِ، فَأَلْقِ ثَوْبَكَ عَلَى وَجْهِكَ يَبُوءُ بِإِثْمِكَ وَإِثْمِهِ»

হে আবূ যার! আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি আপনার সৌভাগ্যময় সাহচর্যে উপস্থিত। তিনি (রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, যখন একসাথে অনেক লোক মারা যাবে এবং একটি ঘর অর্থাৎ একটি কবর[৭৯] একটি গোলামের মূল্যের সমান হবে, তখন তুমি কি করবে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক অবগত। অথবা তিনি বলেন, আল্লাহ ও তার রসূল আমার জন্য যা কল্যাণকর মনে করেন। তিনি বললেন, তখন তোমার ধৈর্য ধারণ করা উচিত অথবা তিনি বলেন, তুমি ধৈর্য ধারণ করবে। পুনরায় তিনি আমাকে ডেকে বলেন, হে আবূ যার! আমি বললাম, আমি আপনার কল্যাণময় সাহচর্যে উপস্থিত। তিনি

---

৭৮. الحَرَّة হচ্ছে কালো পাথর যুক্ত অঞ্চল, একারণে ঐ এলাকাকে এ নামে নাম করণ করা হয়েছে; (এলাকাটি ছিল স্বাধীন) ঐ মুক্তাঞ্চলে বিবাদ সৃষ্টি হয়। কারণ ইয়াযিদ ইবনে মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে মদীনাবাসীরা নেতৃত্ব শূন্য করে। তা এভাবে যে, মুসলিম ইবনে উকবার নের্তৃত্বে মদীনাবাসীরা একদল সৈন্য তার বিরূদ্ধে যুদ্ধেও জন্য প্রেরণ করে। কেননা, তাদের অঞ্চল দখল হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তারা শঙ্কা প্রকাশ করেছিল। অতঃপর পরিশেষে ঐ সময়ে যুদ্ধ সংঘটিত হলে বাধাদানকারী অনেক লোক নিহত।

৭৯. খাত্তাবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, মৃতদের দাফনের জন্য মানুষ ব্যস্ত থাকবে অথচ একটি গোলাম বা তার সমমূল্য প্রদান করা ব্যতীত কবর খনন অথবা দাফনের জন্য কোন লোক পাওয়া যাবে না। খাত্তাবীর বর্ণনা: আওনুল মা‘বূদ (১১/২২৯)।

আমাকে বললেন, তুমি কি করবে যখন দেখবে যে, 'আহযারুত যায়িত'[৮০] নামক জায়গাটি রক্তে ডুবে যাচ্ছে।[৮১] আমি বললাম আল্লাহ ও তার রসূল আমার জন্য এ বিষয়ে যা উত্তম মনে করেন। তিনি বললেন, তুমি তোমার সমমনা লোকদের নিকট চলে যাবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তখন আমার কাধে তরবারী ধারণ করবো না? তিনি বললেন, তাহলে তো তুমি তাদের সঙ্গী হয়ে যাবে! তিনি বলেন, এ অবস্থায় তুমি তোমার ঘরে আশ্রয় নিবে। রাবী বলেন, আমি বললাম, যদি সেই বিপদ আমার ঘরে প্রবেশ করে? তিনি বললেন, তুমি যদি আশঙ্কা করো যে, তরবারীর ঝলক তোমাকে ঝলসিয়ে দিবে, তবে তোমার মুখমণ্ডল কাপড়ে ঢেকে ফেলো। তাতে ঐ হত্যাকারী তোমার ও তার পাপ নিয়ে চলে যাবে।[৮২]

১৭. তিয়াত্তর দলে উম্মতের বিভক্ত হওয়া।

(افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة)

মুয়াবিয়া ইবনে আবূ সুফিয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَلَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَامَ فِينَا فَقَالَ: " أَلَا إِنَّ مَنْ قَبْلَكُمْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ افْتَرَقُوا عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَإِنَّ هَذِهِ الْمِلَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: ثِنْتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ، وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ، وَهِيَ الْجَمَاعَةُ «زَادَ ابْنُ يَحْيَى، وَعَمْرٌو فِي حَدِيثَيْهِمَا» وَإِنَّهُ سَيَخْرُجُ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ تَجَارَى بِهِمْ تِلْكَ الْأَهْوَاءُ، كَمَا يَتَجَارَى الْكَلْبُ لِصَاحِبِهِ " وَقَالَ عَمْرٌو: «الْكَلْبُ بِصَاحِبِهِ لَا يَبْقَى مِنْهُ عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ إِلَّا دَخَلَهُ»

জেনে রাখো! রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেছেন, তোমাদের পূর্ববর্তী আহলে কিতাব বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছে এবং এ উম্মত অদূর ভবিষ্যতে তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। এর মধ্যে বাহাত্তর দল জাহান্নামে যাবে। আর সে দল হচ্ছে আল-জামা'আত। ইবনু ইয়াহইয়াহ ও আমর বলেন,

---

৮০. أحجار الزيت হচ্ছে মদীনার একটি এলাকা।

৮১. মদীনার একটি স্বাধীন অঞ্চল হচ্ছে আহজারুত যাইত, এ এলাকার পাথর কালো হওয়ায় এ নামে নামকরণ করা হয়। তুরবুসী বলেন, এটি হচ্ছে সেই অঞ্চল যেখানে মুসলিম ইবনে উকবার নের্তৃত্বে ইয়াযিদের বিরুদ্ধে মুসলিম সৈন্যবাহিনীর সাথে ইয়াযিদ ও আমীরের (শাসক) মাঝে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আওনুল মা'বূদ (১১/২৩০)।

৮২. ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/৪২৬১।

“বিষয়টি হচ্ছে আমার উম্মতের মাঝে এমন দলের আবির্ভাব ঘটবে যাদের সর্বশরীরে (বিদ‘আতের) কু-প্রবৃত্তি[৮৩] এমনভাবে অনুপ্রবেশ করবে যেমন পাগলা কুকুর কামড়ালে জলাতঙ্ক[৮৪] রোগীর সর্বশরীরে সঞ্চারিত হয়” ।[৮৫]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেছেন,

«لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ، وَإِنَّ بَنِي إِسرائيل تَفَرَّقَتْ عَلَى ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ مِلَّةً، كُلُّهُمْ فِي النَّارِ إِلَّا مِلَّةً وَاحِدَةً»، قَالُوا: وَمَنْ هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي»

বনী ইসরাঈল যে অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার মুখোমুখী হবে। যেমন একজোড়া জুতা একটি আরেকটির মত হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তাই করবে। আর বনী ইসরাঈল বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল। আমার উম্মতও তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। শুধু একটি দল ছাড়া তাদের সবাই জাহান্নামী হবে। ছাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রসূল! সে দল কোনটি? তিনি বললেন, আমি ও আমার ছাহাবীগণ যার উপর প্রতিষ্ঠিত।[৮৬]

---

৮৩. الأهواء দ্বারা বিদ‘আত বুঝানো হয়েছে যা আবির্ভূত সম্প্রদায় সহজে গ্রহণ করবে এবং তাদের মাঝে বিদ‘আত বিদ্যমান থাকবে।

৮৪. কুকুরের কামড়ে মানুষের শরীরে যে রোগ ছড়ায় তা হচ্ছে জলাতঙ্ক।

৮৫. হাসান: আবূ দাউদ হা/৪৫৯৭।

৮৬. হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১।

১৮. ছাক্বীফ গোত্রের মিথ্যাবাদী ও নির্বিচার হত্যাকারীর আবির্ভাব।

(خروج كذاب ومبير في ثقيف)

আসমা বিনতে আবূ বকর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَنَا، «أَنَّ فِي ثَقِيفٍ كَذَّابًا وَمُبِيرًا» فَأَمَّا الْكَذَّابُ فَرَأَيْنَاهُ، وَأَمَّا الْمُبِيرُ فَلَا إِخَالُكَ إِلَّا إِيَّاهُ،- (تعني الحجاج) – قَالَ: فَقَامَ عَنْهَا وَلَمْ يُرَاجِعْهَا

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন যে, ছাক্বীফ গোত্রে এক মিথ্যুক ও হত্যাকারীর আবির্ভাব হবে। মিথ্যুককে তো আমরা সকলে দেখেছি,[৮৭] রক্তপাত সংঘটনকারী[৮৮] তোমাকে ছাড়া আমি আর কাউকেই মনে করছি না। একথা শুনে হাজ্জাজ উঠে দাঁড়াল এবং আসমার কথার প্রত্যুত্তর করলো না।[৮৯]

১৯. মদীনার প্রশস্ততা বৃদ্ধি পাওয়া (اتساع المدينة)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল বলেন,

تَبْلُغُ الْمَسَاكِنُ إِهَابَ – أَوْ يَهَابَ

মদীনার (মানুষের) বাড়িঘর 'ইহাব' অথবা 'ইয়াহাব' অঞ্চল পর্যন্ত পৌঁছে যাবে।[৯০]

---

৮৭. আল-মুখতারুছ ছাক্বাফী।

৮৮. المبير বলতে ধ্বংস সাধনকারী উদ্দেশ্যে।

৮৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৫৪৫। ইমাম নববী রহিমাহুল্লাহ বলেন, আলিমগণ ঐকমত্য পোষণ করেছেন যে, কায্যাব দ্বারা মুখতার ইবনু আবূ উবাইদুল্লাহ আর المبير দ্বারা হাজ্জাজ ইবনু ইউসূফ উদ্দেশ্যে। শারহু মুসলিম (১৬/১০০)। আল্লাহই ভালো জানেন।

৯০. মদীনা হতে কিছু দূরত্বে অবস্থিত অঞ্চল হচ্ছে ইহাব ও ইয়াহাব। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০৩।

২০. পারস্য বিজয় (فتح بلاد فارس)

জাবের ইবনে ছামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ، أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمُ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً، كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ» وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: ": عُصَيْبَةٌ: مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَتِحُونَ الْبَيْتَ الْأَبْيَضَ، بَيْتَ كِسْرَى «أَوْ» آلِ كِسْرَى " وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَّابِينَ فَاحْذَرُوهُمْ»

এ দীন অব্যাহতভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকবে যতক্ষণ না ক্বিয়ামত সংঘটিত হয় অথবা তোমরা বারজন খলীফা কর্তৃক শাসিত হও, তাদের সকলেই হবে কুরাইশ থেকে। আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি, মুসলিমদের একটি ছোট্ট দল জয় করবে শ্বেতভবন[৯১] যা কিসরা এবং কিসরা বংশীয় রাজমহল। আমি তাকে আরো বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের শুরুতে অনেক মিথ্যাবাদীর আবির্ভাব হবে, তোমরা তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকবে।[৯২]

২১. মিশর বিজয় (فتح مصر)

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّكُمْ سَتَفْتَحُونَ أَرْضًا يُذْكَرُ فِيهَا الْقِيرَاطُ، فَاسْتَوْصُوا بِأَهْلِهَا خَيْرًا، فَإِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا، فَإِذَا رَأَيْتُمْ رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَاخْرُجْ مِنْهَا» قَالَ: فَمَرَّ بِرَبِيعَةَ، وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ، ابْنَيْ شُرَحْبِيلَ ابْنِ حَسَنَةَ، يَتَنَازَعَانِ فِي مَوْضِعِ لَبِنَةٍ، فَخَرَجَ مِنْهَا

৯১. বাইতুল আবইয়াদ্ব বলতে কিসরার দালান-প্রসাদ বুঝানো হয়েছে। আর হাদীছ হতে এটাই উদ্দেশ্যে। এর বর্ণনা হাদীছে স্পষ্ট। কতিপয়ের মতে, হাদীছের আংশিক কথা উহ্য রয়েছে এর যা অর্থের পরিপূরক; তবে এ কথার ভিত্তি নেই। البيت الأبيض শব্দ পর্যন্ত তারা থেমে যান, যাতে এ কথার উদ্দেশ্যে মানুষের কাছে গোপন থাকে যে, আজকাল আমেরিকার শ্বেতভবন নামে যা জানা যায় হাদীছ হতে তা উদ্দেশ্যে নেয়া নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর মিথ্যারোপ এবং মানুষের সামনে মিথ্যাচারিতাই মাত্র। আমি বলবো, এ বর্ণনা বাস্তবতার খাতিরে হতে পারে তবে বাইতুল আবইয়াদ্ব বলতে যা বুঝানো হয়েছে তা বিলুপ্ত করা উদ্দেশ্যে নয়। মুসলিমরা অচিরেই শ্বেতভবন দখল করবে অন্য কিছু বিজয় লাভ করার মত। আর অবশ্যই এ বিষয়ে তারা জানতে পারবে যদিও সময়ের ব্যাপার মাত্র।

৯২. ছুহীহ মুসলিম (হা/১৮২২)।

অচিরেই তোমরা এমন ভূ-খণ্ড বিজয় লাভ করবে, সেখানে কীরাতের[৯৩] (দিরহাম বা দীনারের অংশ বিশেষ) প্রচলন আছে। তোমরা সেখানকার অধিবাসীদের সাথে সদাচরণ করবে। কেননা, তোমাদের উপর তাদের প্রতি আছে যিম্মাদারী[৯৪] ও আত্মীয়তা।[৯৫] তোমরা যদি সেখানে দু'লোককে একটি ইটের জায়গার ব্যাপারে বিবাদ করতে দেখো, তাহলে সেখান থেকে চলে আসবে। রাবী বলেন, তারপর শুরাহবীল ইবনু হাসানার পুত্রদ্বয় রবী'আহ ও আব্দুর রহমান এর কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় একটি ইটের স্থান নিয়ে বিবাদ করতে দেখলেন, তিনি তখন সেখান থেকে চলে আসলেন।[৯৬]

২২. হিজায অঞ্চল থেকে আগুন বের হওয়া (نار تخرج من الحجاز)

আবূ হুরাইরাহ হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَخْرُجَ نَارٌ مِنْ أَرْضِ الحِجَازِ تُضِيءُ أَعْنَاقَ الإِبِلِ بِبُصْرَى»

ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না হিজায ভূমি থেকে একটি অগ্নি প্রকাশিত হয়ে বুসরায় অবস্থানরত উটের গলা পর্যন্ত আলোকিত করবে।[৯৭]

---

৯৩. القيراط শব্দ দ্বারা প্রচলিত দিনার বা দিরহামের অংশ বিশেষ বুঝানো হয়েছে, যা মিশরের অধিবাসীরা বেশি ব্যবহার করতো।

৯৪. ذمة শব্দ দ্বারা নিরাপত্তা ও অধিকার উদ্দেশ্যে।

৯৫. رحماً বলতে হাজেরা অথবা ইসমাঈল আলাইহিস সালাম এর আত্মীয়তা বুঝানো হয়েছে।

৯৬. (মুসলিম হা/২৫৪৩)। ইমাম নভবী বলেন, এসব কথায় নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর স্পষ্ট মু'জিযা রয়েছে। তা হলো, তিনি সংবাদ দিয়েছেন যে, উম্মত ভূখণ্ড বিজয় লাভ করবে এবং অনারবী ও প্রতাপশালীদের উপর তাদের ক্ষমতা ও দাপট বজায় থাকবে। তিনি আরো সংবাদ দেন, তার উম্মত মিশর বিজয় লাভ করবে এবং ইট পরিমাণ জায়গা নিয়ে দু'জন লোকের মাঝে বিবাদ সৃষ্টি হবে। এসবই ঘটবে, এ বিষয়ে বলা তার মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত বলে প্রমাণিত। আল্লাহর জন্যই সকল প্রশংসা। শারহু মুসলিম (১৬/৯৭)।

৯৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১১৮। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০২। ইমাম নভবী বলেন, আমাদের যুগে ৬৫৪ হিজরীতে মদীনার পূর্ব দিগন্ত হতে বিরাট অগ্নিকুন্ড বের হয়। সিরিয়াবাসী ও অন্য সকল অঞ্চলের লোকজন এ বিষয়ে পর্যায়ক্রমে জেনে আসছে। মদীনাবাসীর নিকট হতে আমি এ বিষয়ে অবগত হই। শারহু মুসলিম (২৮/১৮)।

২৩. আমানত উঠে যাওয়া (رفع الأمانة)

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ حَديثَيْن، رَأَيْتُ أَحَدَهُمَا وَأَنَا أَنْتَظرُ الآخَرَ: حَدَّثَنَا: «أَنَّ الأَمَانَةَ نَزَلَتْ في جَذْر قُلُوب الرِّجَال، ثُمَّ عَلمُوا منَ القُرْآن، ثُمَّ عَلمُوا منَ السُّنَّة» وَحَدَّثَنَا عَنْ رَفْعهَا قَالَ: " يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ، فَتُقْبَضُ الأَمَانَةُ منْ قَلْبه، فَيَظَلُّ أَثَرُهَا مثْلَ أَثَر الوَكْت، ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ فَيَبْقَى أَثَرُهَا مثْلَ المَجْل، كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلَى رجْلكَ فَنَفطَ، فَتَرَاهُ مُنْتَبرًا وَلَيْسَ فيه شَيْءٌ، فَيُصْبحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُونَ، فَلاَ يَكَادُ أَحَدٌ يُؤَدِّي الأَمَانَةَ، فَيُقَالُ: إنَّ في بَني فُلاَن رَجُلًا أَمينًا، وَيُقَالُ للرَّجُل: مَا أَعْقَلَهُ وَمَا أَظْرَفَهُ وَمَا أَجْلَدَهُ، وَمَا في قَلْبه مثْقَالُ حَبَّة خَرْدَلٍ منْ إيمَان " وَلَقَدْ أَتَى عَلَيَّ زَمَانٌ وَمَا أُبَالي أَيَّكُمْ بَايَعْتُ، لَئنْ كَانَ مُسْلمًا رَدَّهُ عَلَيَّ الإسْلاَمُ، وَإنْ كَانَ نَصْرَانيًّا رَدَّهُ عَلَيَّ سَاعيه، فَأَمَّا اليَوْمَ: فَمَا كُنْتُ أُبَايعُ إلَّا فُلاَنًا وَفُلاَنًا

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে দু'টি কথা বলেছেন, আমি তার একটি স্বচোখেই দেখেছি এবং অপরটি দেখার জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি বলেন, মানব হৃদয়ের মূলে আমানত নাযিল হয়,[৯৮] (এরপর কুরআন অবতীর্ণ হয়)। অন্তর দ্বারা কুরআন শিখেছে এবং সুন্নাহর জ্ঞান লাভ করেছে। তারপর তিনি আমাদেরকে আমানত উঠিয়ে নেয়ার বর্ণনা দিলেন।[৯৯] তিনি বলেন, মানুষ ঘুমাবে আর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে একটি নুকতার মত। এরপর সে আবার ঘুমায় তখন তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেয়া হবে। ফলে তার চিহ্ন থেকে যাবে ফোস্কার মত;[১০০] যেন একটি আগুনের ফুলকি যা তুমি তোমার পায়ে রগড়ে দিলে। তখন তাতে ফোস্কা পড়ে যায়, তুমি তাতে ফোলা দেখতে পাও।[১০১] অথচ (পূজ-পানি ছাড়া) তাতে কিছুই নেই। যখন এমন অবস্থা হয়ে যাবে, তখন মানুষ কেনা-বেচা করবে কিন্তু কেউ আমানত রক্ষা করবে না। এমনকি বলা হবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার আছেন। অবস্থা এমন

---

৯৮. جذر قلوب অর্থাৎ লোকদের অন্তরের মূলে।

৯৯. অর্থাৎ নির্বোধ লোকদেরকে আমানাতের জন্য উপযুক্ত মনে করে দায়িত্ব দেয়া হলে আমানাতদারী অবশিষ্ট থাকবে না তথা শেষ হয়ে যাবে। নামে মাত্র আমানাতের চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে।

১০০. অর্থাৎ আগুনের কালো রং এর মত দাগ থেকে যাবে।

১০১. হাতের দ্বারা সম্পাদিত কাজের চিহ্ন থাকবে। অর্থাৎ ফোস্কা পড়ে ফুলে উঠে ও পানি জমে।

হবে যে, কাউকে বলা হবে বড়ই বাহাদুর, হুশী'আর ও বুদ্ধিমান অথচ তার অন্তরে দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে না। হুযাইফা বলেন, এমন এক যুগও চলে গেছে যখন যে কারোর সাথে লেনদেন করতে দ্বিধা করতাম না।[১০২] কারণ সে যদি মুসলিম হতো তবে তার দীনদারীই তাকে আমার হক্ব পরিশোধ করতে বাধ্য করতো। আর যদি সে খ্রিষ্টান বা ইয়াহুদী হতো তবে তার প্রশাসক তা শোধ করতে তাকে বাধ্য করতো। কিন্তু আজকের দিনে অমুক অমুক ছাড়া আমি লেনদেন করতে সম্মত নই।[১০৩]

২৪. মুসলিমদের নিকট দুনিয়া উন্মুক্ত হওয়া (انفتاح الدنيا على المسلمين)

আবূ যুহাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّهَا سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا حَتَّى تُنَجِّدُوا بيُوتَكُمْ كَمَا تُنَجَّدُ الْكَعْبَةُ قُلْنَا: وَنَحْنُ عَلَى دِينِنَا الْيَوْمَ قَالَ: وَأَنْتُمْ عَلَى دِينِكُمُ الْيَوْمَ. قُلْنَا: فَنَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ أَمِ الْيَوْمَ قَالَ: بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ.

শিঘ্রই দুনিয়া তোমাদের উপর বিজয় লাভ করবে, এমনকি তোমরা তোমাদের গৃহ সজ্জায়[১০৪] ব্যস্ত থাকবে যেমন কাবাকে সজ্জিত করা হয়। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আমরা কি এখন আমাদের দীনের উপর আছি? তিনি বললেন, তোমরা এখন তোমাদের দীনের উপর আছো। আমরা আবার জিজ্ঞেস করলাম, আজকের এ দিন আমাদের জন্য কল্যাণকর নাকি ঐ দিন ? তিনি বললেন, বরং আজকের এ দিন তোমাদের জন্য কল্যাণকর।[১০৫]

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

نَظَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْجُوعِ فِي وجُوهِ أَصْحَابِهِ فَقَالَ: «أَبْشِرُوا، فَإِنَّهُ سَيَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يُغْدَى عَلَى أَحَدِكُمْ بِالْقَصْعَةِ مِنَ الثَّرِيدِ وَيُرَاحُ عَلَيْهِ بِمِثْلِهَا» ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، نَحْنُ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ، قَالَ: «بَلْ أَنْتُمُ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِنْكُمْ يَوْمَئِذٍ»

---

১০২. এখানে পণ্য-সামগ্রী কেনা-বেচা উদ্দেশ্যে নয়।

১০৩. ছ্বহীহ বুখারী (হা/৬৪৯৭), ছ্বহীহ মুসলিম (১/১২৬)।

১০৪. অর্থাৎ তোমরা ঘর-বাড়ী চাকচিক্য করে তুলবে।

১০৫. আল-বায্যার এর বর্ণনাঃ (৪২২৭), তাবারানী আল-কাবির (২২/১০৮)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছ্বহীহাহ (হা/২৪৮৬)।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছাহাবীগণের চেহারায় ক্ষুধার ছাপ লক্ষ করলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, অচিরেই এমন এক যুগ আসবে, তোমাদের কাউকে বড় গামলায় ছারিদ খাবার দেয়া হবে, আর অবস্থায় সন্ধা হবে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, ঐ দিন কি আমাদের জন্য উত্তম? তিনি বললেন, ঐ দিনের চেয়ে বরং এ দিনই তোমাদের জন্য উত্তম।[১০৬]

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«هَلْ لَكُمْ مِنْ أَنْمَاطٍ» قُلْتُ: وَأَنَّى يَكُونُ لَنَا الأَنْمَاطُ؟ قَالَ: «أَمَا إِنَّهُ سَيَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ» فَأَنَا أَقُولُ لَهَا – يَعْنِي امْرَأَتَهُ – أَخِّرِي عَنِّي أَنْمَاطَكِ، فَتَقُولُ: أَلَمْ يَقُلِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّهَا سَتَكُونُ لَكُمُ الأَنْمَاطُ» فَأَدَعُهَا

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের নিকট আনমাত[১০৭] (গালিচার কার্পেট) আছে কি? আমি বললাম, আমরা তা কোথায় পাব? তিনি বললেন, শীঘ্রই তোমরা তা লাভ করবে। তখন আমি আমার স্ত্রীকে বলি, আমার বিছানা হতে এটা সরিয়ে দাও।[১০৮] তখন সে বললো, নাবী কি বলেননি যে, অচিরেই তোমরা আনমাত পেয়ে যাবে? তখন আমি তা রাখতে দেই।[১০৯]

আমর ইবনে আওফ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الجَرَّاحِ إِلَى البَحْرَيْنِ يَأْتِي بِجِزْيَتِهَا، وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ صَالَحَ أَهْلَ البَحْرَيْنِ، وَأَمَّرَ عَلَيْهِمُ العَلاَءَ بْنَ الحَضْرَمِيِّ، فَقَدِمَ أَبُو عُبَيْدَةَ بِمَالٍ مِنَ البَحْرَيْنِ، فَسَمِعَتِ الأَنْصَارُ بِقُدُومِ أَبِي عُبَيْدَةَ، فَوَافَتْ صَلاَةَ الصُّبْحِ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمَّا صَلَّى بِهِمُ الفَجْرَ انْصَرَفَ، فَتَعَرَّضُوا لَهُ، فَتَبَسَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَآهُمْ، وَقَالَ: «أَظُنُّكُمْ قَدْ سَمِعْتُمْ أَنَّ أَبَا عُبَيْدَةَ

---

১০৬. আল-বায্যার এর বর্ণনা (১৯৪১): মুখতাছার আয-যাওয়ায়েদ হা/২৩৩৩, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। ছ্বহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব (হা/২১৪১)।

১০৭. হচ্ছে যা বিছানো হয়, এটাকে নরম ও মসৃণ কার্পেটও বলা হয়।

১০৮. أنماط অর্থাৎ কার্পেট আমার ঘর হতে বের কর। তিনি এর দ্বারা ঘর সজ্জিত করা অপছন্দ করেছেন। কেননা, এটা দুনিয়ার চাকচিক্য ও আমোদ-প্রমোদের বস্তু। এটা ইমাম নভবীর উক্তি, (শারহু মুসলিম) (১৪/৫৯)।

১০৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৬৩১

قَدْ جَاءَ بِشَيْءٍ؟»، قَالُوا: أَجَلْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَأَبْشِرُوا وَأَمِّلُوا مَا يَسُرُّكُمْ، فَوَاللَّهِ لاَ الفَقْرَ أَخْشَى عَلَيْكُمْ، وَلَكِنْ أَخشَى عَلَيْكُمْ أَنْ تُبْسَطَ عَلَيْكُمُ الدُّنْيَا كَمَا بُسِطَتْ عَلَى مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، فَتَنَافَسُوهَا كَمَا تَنَافَسُوهَا وَتُهْلِكَكُمْ كَمَا أَهْلَكَتْهُمْ»

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে বাহরাইনে জিযইয়াহ আদায় করার জন্য পাঠালেন। রসূল বাহরাইনবাসীদের সঙ্গে সন্ধি করছিলেন এবং আলা ইবনু হাযরামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে তাদের আমীর নিযুক্ত করেছিলেন। আবূ উবায়দা ইবনুল জার্‌রাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বাহরাইন হতে অর্থ সম্পদ নিয়ে এলেন। আনসারগণ আবূ উবায়দার আগমনী বার্তা শুনে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সঙ্গে ফজরের ছ্বলাতে সবাই উপস্থিত হলেন। আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দেখে মুচকি হাসলেন এবং বললেন, আমার মনে তোমরা শুনেছ, আবূ উবাইদা কিছু নিয়ে এসেছেন। তারা বললেন, হ্যাঁ হে আল্লাহর রসূল। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, সুসংবাদ গ্রহণ করো এবং যা তোমাদের খুশি করে তার আকাঙ্খা রাখো। আল্লাহর কসম! আমি তোমাদের দারিদ্র্যের ভয় করি না। কিন্তু তোমাদের ব্যাপারে এ আশঙ্কা করি যে, তোমাদের উপর দুনিয়া এরূপ প্রসারিত হয়ে পড়বে যেমন তোমাদের অগ্রবর্তীদের উপর প্রসারিত হয়েছিল। আর তোমরাও দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়বে, যেমন তারা আকৃষ্ট হয়েছিল। আর তা তোমাদের ধ্বংস করবে, যেমন তাদের ধ্বংস করেছে।[১১০]

আদি ইবনে হাতেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَا أَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ فَشَكَا إِلَيْهِ الفَاقَةَ، ثُمَّ أَتَاهُ آخَرُ فَشَكَا إِلَيْهِ قَطْعَ السَّبِيلِ، فَقَالَ: «يَا عَدِيُّ، هَلْ رَأَيْتَ الحِيرَةَ؟» قُلْتُ: لَمْ أَرَهَا، وَقَدْ أُنْبِئْتُ عَنْهَا، قَالَ «فَإِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ، حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ، - قُلْتُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ نَفْسِي فَأَيْنَ دُعَّارُ طَيِّئٍ الَّذِينَ قَدْ سَعَّرُوا البِلاَدَ -، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ لَتُفْتَحَنَّ كُنُوزُ كِسْرَى»، قُلْتُ: كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ؟ قَالَ: " كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ، وَلَئِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، لَتَرَيَنَّ الرَّجُلَ يُخْرِجُ مِلْءَ كَفِّهِ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ، يَطْلُبُ مَنْ يَقْبَلُهُ مِنْهُ فَلاَ يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهُ مِنْهُ، وَلَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ يَلْقَاهُ، وَلَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ

১১০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৫৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৬১।

تَرْجُمَانٌ يُتَرْجِمُ لَهُ، فَلَيَقُولَنَّ لَهُ: أَلَمْ أَبْعَثْ إِلَيْكَ رَسُولًا فَيُبَلِّغَكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَقُولُ: أَلَمْ أُعْطِكَ مَالًا وَأُفْضِلْ عَلَيْكَ؟ فَيَقُولُ: بَلَى، فَيَنْظُرُ عَنْ يَمِينِهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ، وَيَنْظُرُ عَنْ يَسَارِهِ فَلاَ يَرَى إِلَّا جَهَنَّمَ " قَالَ عَدِيٌّ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقَّةِ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ شِقَّةَ تَمْرَةٍ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ» قَالَ عَدِيٌّ: فَرَأَيْتُ الظَّعِينَةَ تَرْتَحِلُ مِنَ الحِيرَةِ حَتَّى تَطُوفَ بِالكَعْبَةِ لاَ تَخَافُ إِلَّا اللَّهَ ، وَكُنْتُ فِيمَنِ افْتَتَحَ كُنُوزَ كِسْرَى بْنِ هُرْمُزَ وَلَئِنْ طَالَتْ بِكُمْ حَيَاةٌ، لَتَرَوُنَّ مَا قَالَ النَّبِيُّ أَبُو القَاسِمِ

আমরা নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মজলিশে উপবিষ্ট ছিলাম। তখন এক ব্যক্তি এসে দুর্ভিক্ষের[১১১] অভিযোগ করলো। অতঃপর আরেক ব্যক্তি এসে ডাকাতের উপদ্রবের কথা বলে অনুযোগ করলো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, হে আদী! তুমি কি হীরা নামক স্থানটি দেখেছ? আমি বললাম, দেখি নাই, তবে স্থানটি আমার জানা আছে। তিনি বললেন, তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে দেখবে একজন উষ্ট্রারোহী হাওদানশীল মহিলা[১১২] হীরা হতে রওয়ানা হয়ে বাইতুল্লাহ শরীফে তাওয়াফ করে যাবে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে ভয় করবে না। আমি মনে মনে বলতে লাগলাম বনী তাঈ গোত্রের ডাকাতেরা[১১৩] কোথায় থাকবে যারা ফিতনা-ফাসাদের[১১৪] আগুন জ্বালিয়ে দেশকে জ্বালিয়ে দিচ্ছে। তুমি যদি দীর্ঘজীবী হও তবে নিশ্চই দেখতে পাবে যে, তোমরা কিসরার ধন ভান্ডার দখল করেছ। আমি বললাম, কিসরা ইবনু হুরমুযের? তিনি বললেন, হ্যাঁ কিসরা ইবনু হুরমুযের। তোমার আয়ু যদি দীর্ঘ হয় তবে অবশ্যই তুমি দেখতে পাবে, লোকজন মুঠভরা যাকাতের স্বর্ণ-রৌপ্য নিয়ে বের হবে এবং এমন ব্যক্তির খোঁজ করে বেড়াবে যে তাদের এ মাল গ্রহণ করে। কিন্তু গ্রহণকারী একটি লোকও পাবে না। তোমাদের প্রত্যেকে ক্বিয়ামতের সাক্ষাত লাভ করবে। তখন তার ও আল্লাহর মাঝে ভাষান্তর করার অন্য কোন দোভাষী থাকবে না। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাদের নিকট আমার বাণী পৌঁছানোর জন্য রসূল প্রেরণ করিনি? সে বলবে হ্যাঁ প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ বলবেন, আমি কি তোমাকে ধন-সম্পদ, সন্তান-সন্ততি দান করিনি? এবং

---

১১১. الفاقة দ্বারা অতিব প্রয়োজন বুঝানো হয়েছে।

১১২. الظعينة শব্দ দ্বারা উটের হাওদায় অবস্থানরত মহিলা বুঝানো হয়েছে।

১১৩. الدعار শব্দটি داعر এর বহুবচন। এর অর্থ হচ্ছে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী খারাপ লোক তথা ডাকাত। আর বনী ত্বাই হচ্ছে আরবের একটি প্রসিদ্ধ গোত্র।

১১৪. বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীরা দেশের সর্বত্র খারাপ কাজ সম্পাদন ও অরাজকতা-দাঙ্গামা সৃষ্টি করে বেড়াবে।

দয়া করিনি? তখন সে বলবে, হ্যাঁ দিয়েছেন। অতঃপর সে ডান দিকে নযর করবে, জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই দেখতে পাবে না। আদী বলেন, আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাকে বলতে শুনেছি, অর্ধেক খেজুর দিয়ে হলেও জাহান্নামের আগুন থেকে নিজেকে রক্ষা করো। আর যদি তাও করার তাওফীক না হয় তাহলে মানুষের জন্য ভালো কথা বলে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করো। আদী বলেন, আমি নিজে দেখেছি, এক উষ্ট্রারোহী মহিলা হীরা হতে একাকী পারস্য সম্রাট কিসরা ইবনু হুরমুযের ধনভান্ডার যারা দখল করেছিল, তাদের মধ্যে আমি একজন ছিলাম। তোমরা যদি আরো কিছু দিন বেঁচে থাকো তাহলে দেখতে পাবে যেমন (ভবিষ্যৎ বাণী হিসাবে) আবূল কাশেম যা বলেছেন, (এক ব্যক্তি একমুষ্টি ভর্তি সোনা-রূপা নিয়ে বের হবে কিন্তু কেউ নিতে চাইবে না)।[১১৫]

২৫. আবূল 'আছ -এর সন্তানাদি (বেশি হওয়া) (أبناء أبي العاص)

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" إِذَا بَلَغَ بَنُو أَبِي الْعَاصِ ثَلَاثِينَ رَجُلًا , اتَّخَذُوا مَالَ اللهِ دُوَلًا , وَدِينَ اللهِ دَخَلًا وَعِبَادَ اللهِ خَوَلًا "

আবূল 'আছের সন্তানাদী তিরিশ[১১৬] পূর্ণ হলে তারা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে দীন পালন করবে, আল্লাহর বান্দাদেরকে তারা দাস মনে করবে[১১৭] এবং ক্ষমতার বলে[১১৮] আল্লাহ প্রদত্ত সম্পদ হরণ করবে।[১১৯]

---

১১৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৫৯৫। ইমাম বায়হাক্বী বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার রসূলের কথাকে উমার ইবনে আব্দুল আজিজের শাসনামলে সত্যায়ন করেছেন। দালাইলুন নবুওয়াহ (৬/৩২৩)।

১১৬. দীনকে কলুষিত করবে এবং বিশৃঙ্খলা ঘটাবে। এর অর্থ হলো দীনে এমন জিনিসের অনুপ্রবেশ ঘটাবে যা সুন্নাহ নয়।

১১৭. তারা সম্পদের দাস হয়ে যাবে, তথা সম্পদ কাজে লাগাবে এবং এসবকে দাসে পরিণত করবে।

১১৮. অন্যায়ভাবে অন্যগোত্রের সম্পদহরণ করবে।

১১৯. আবূ ইয়া'লার বর্ণনাঃ মুসনাদ (হা/১১৫২), আল-ফাওয়ায়েদ (১/১৫১)। আল্লামা শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছ্বহীহাহ (৭৪৪)।

২৬. কুরাইশ যুবকদের হাতে উম্মতের ধ্বংস হওয়া।

(هلاك الأمة على يدي أغيلمة من قريش)

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَيْ غِلْمَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ»

কতিপয় কুরাইশ যুবকের[১২০] হাতে আমার উম্মত ধ্বংস[১২১] হবে।[১২২]

২৭. ষাট বছর পর ভ্রষ্টদলের উদ্ভব (رأس الستين)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يكون خَلْفٌ من بعد ستين سنة؛ {أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيّاً} [مريم:٥٩] ثم يكون خلف يقرأون القرآن لا يعدو تراقيهم ويقرأ القرآن ثلاثة: (مؤمن، ومنافق، وفاجر) . قال بشير: فقلت للوليد: ما هؤلاء الثلاثة؟ قال: المنافق كافر به، والفاجر يتأكل به، والمؤمن يؤمن به .

আমার পরবর্তী ষাট বছর পর একটি দলের আবির্ভাব হবে। তিনি আয়াত তেলাওয়াত করে শুনালেন, (যারা ছলাত বিনষ্ট করলো এবং কুপ্রবৃত্তির অনুসরণ করলো। সুতরাং শীঘ্রই তারা জাহান্নামের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে (সূরা মারইয়াম ১৯:৫৯)। অতঃপর এমন দলের আগমন ঘটবে, যারা কুরআন পাঠ করবে কিন্তু তা তাদের কন্ঠনালী[১২৩] অতিক্রম করবে না। তিন শ্রেণীর মানুষ কুরআন পাঠ করবে

---

১২০. غلمة শব্দটি غلام এর বহুবচন। অর্থ যুবক শ্রেণী।

১২১. হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী বলেন, উম্মত বলতে তৎকালীন সমসমায়িক ও এর নিকটবর্তী যুগের উম্মত উদ্দেশ্যে, ক্বিয়ামত অবধি উম্মতের সকলে উদ্দেশ্যে নয়। ফাতহুল বারী (১৩/১০)।

১২২. ছহীহ বুখারী হা/৭০৫৮।

১২৩. আব্দুল বার রহিমাহুল্লাহ বলেন, ঐ সব লোক স্পষ্ট সুন্নাহর জ্ঞান ব্যতীরেকেই তারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করবে, ফলে কুরআনের মর্ম বুঝা এবং এর তিলাওয়াতের প্রতিদান থেকে

(মুমিন, মুনাফিক ও পাপাচারী)। বাশীর বলেন, মুনাফিক কুরআন অস্বীকার করবে, পাপাচারী এটাকে উপভোগের মাধ্যম বানাবে আর মুমিন এর দ্বারা ঈমান আনয়ন করবে।[১২৪]

২৮. সত্তর বছর পর ফিতনাবাজ দলের আবির্ভাব (رأس السبعين)

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি,

" تَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ رَأْسِ السَّبْعِينَ، وَإِمَارَةِ الصِّبْيَانِ "

তিনি বলেন, তোমরা আমার ওফাতের সত্তর বছর পর উদ্ভূত ফিতনা ও মূর্খ যুবকদের নেতৃত্ব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করো।[১২৫]

২৯. পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া (عقوق الوالدين)

আবূ হুরাইরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارِزًا يَوْمًا لِلنَّاسِ، فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: مَا الإِيمَانُ؟ قَالَ: «الإِيمَانُ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلاَئِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، وَبِلِقَائِهِ، وَرُسُلِهِ وَتُؤْمِنَ بِالْبَعْثِ». قَالَ: مَا الإِسْلاَمُ؟ قَالَ: " الإِسْلاَمُ: أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ، وَلاَ تُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا، وَتُقِيمَ الصَّلاَةَ، وَتُؤَدِّيَ الزَّكَاةَ المَفْرُوضَةَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ ". قَالَ: مَا الإِحْسَانُ؟ قَالَ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»، قَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ: " مَا المَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ،

তারা বঞ্চিত হবে। এখানে এটাই উদ্দেশ্যে। আর ‘কুরআন তাদের কণ্ঠনালী অতিক্রম করবে না’ এ কথার ব্যাখ্যায় তিনি বলেন, কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে তারা উপকৃত হবে না। যেমন খাদ্যে-পানীয় কণ্ঠনালীতে না পৌঁছলে পানাহারকারী উপকৃত হয় না। আল্লাহ তা‘আলাই এ সম্পর্কে ভালো জানেন।

১২৪. ইবনু হিব্বান (৩/৩২)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছ্বহীহাহ (৩০৩৪)।

১২৫. মুসনাদ আহমদ (২/৩২৬,৩৫৫,৪৮৮), ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬১), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছ্বহীহাহ (৩১৯১)।

وَسَأُخْبِرُكَ عَنْ أَشْرَاطِهَا: إِذَا وَلَدَتِ الأَمَةُ رَبَّهَا، وَإِذَا تَطَاوَلَ رُعَاةُ الإِبِلِ البُهْمُ فِي البُنْيَانِ، فِي خَمْسٍ لاَ يَعْلَمُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ " ثُمَّ تَلاَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ} [لقمان: ٣٤] الآيَةَ، ثُمَّ أَدْبَرَ فَقَالَ: «رُدُّوهُ» فَلَمْ يَرَوْا شَيْئًا، فَقَالَ: «هَذَا جِبْرِيلُ جَاءَ يُعَلِّمُ النَّاسَ دِينَهُمْ»

একদা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসমক্ষে উপবিষ্ট ছিলেন, এমন সময় তার নিকট জনৈক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন 'ঈমান কী?' তিনি বললেন, ঈমান হচ্ছে আপনি বিশ্বাস রাখবেন, আল্লাহর প্রতি, তার ফেরেস্তাগণের প্রতি, তার নাযিলকৃত কিতাবসমূহের প্রতি, (ক্বিয়ামতের দিন) তার সাথে সাক্ষাতের প্রতি। আপনি আরো বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ইসলাম কী?' তিনি বললেন, ইসলাম হলো, আপনি আল্লাহর ইবাদত করবেন, এবং তার সাথে অংশীদার স্থাপন করবেন না, ছ্বলাত প্রতিষ্ঠা করবেন, ফরয যাকাত আদায় করবেন এবং রমাদ্বনের সিয়াম পালন করবেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, 'ইহসান কী?' তিনি বললেন, আপনি এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত করবেন যেন আপনি তাকে দেখছেন, আর যদি আপনি তাকে দেখতে না পান তবে (মনে করবেন) তিনি আপনাকে দেখছেন।' ঐ ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলেন, ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে যাকে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে, তিনি জিজ্ঞেসকারী অপেক্ষা অধিক জ্ঞাত নন। তবে আমি আপনাকে ক্বিয়ামতের আলামতসমূহ বলে দিচ্ছি, বাঁদী যখন তার প্রভুকে প্রসব করবে[১২৬] এবং উটের নগণ্য রাখালেরা যখন বড় বড় অট্টালিকা নিমার্ণে প্রতিযোগিতা করবে।[১২৭] (ক্বিয়ামতের জ্ঞান) সেই পাঁচটি জিনিসের অন্তর্ভুক্ত, যা আল্লাহ ব্যতীত কেউ জানে না। অতঃপর আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ আয়াতটি শেষ পর্যন্ত তিলাওয়াত করলেন: ক্বিয়ামতের জ্ঞান কেবল তারই নিকট।' (সূরা লুক্বমান ৩১/৩৪) এরপর ঐ ব্যক্তি চলে গেলে তিনি বললেন, তোমরা তাকে ফিরিয়ে আনো।' তারা (ছাহাবীরা) কিছুই

---

১২৬. হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সন্তানদের মাঝে অবাধ্যতা বৃদ্ধি পাবে। তাই সন্তান তার মায়ের সাথে নেতার মত আচরণ করবে (নিজেকে নেতা মনে করবে) তথা সে মাকে গালি-গালাজ করে অসম্মান ও আঘাত করবে এবং তাকে দাসী হিসেবে ব্যবহার করবে। ফাতহুল বারী (১/১২২)।

১২৭. হাফেয ইবনে হাজার আসক্বালানী রহিমাহুল্লাহ (১/১২৩) ব্যাখ্যায় বলেন যে, কুরতুবী রহিমাহুল্লাহ বলেছেন, এখানে অবস্থা পরিবর্তনের ব্যাপারে সংবাদ দেয়াই উদ্দেশ্যে। তা এভাবে যে, বেদুঈনরা নেতৃত্ব গ্রহণ করবে, অতঃপর তারা দেশবাসীর সঙ্গে কঠোরতার সাথে কথা বলবে, ফলে তাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি পাবে। প্রসাদ নির্মাণ করে অহংকারের মাধ্যমে তাদের আকাঙ্খার প্রতিফলন ঘটবে। যেমনভাবে আমরা (এ অবস্থা) বর্তমান যুগে লক্ষ্য করছি।

দেখতে পেলেন না। তখন তিনি বললেন, তিনি ছিলেন জিবরাঈল আলাইহিস সালাম। লোকদেরকে তাদের দীন শিখাতে এসেছিলেন।' (আবূ আব্দুল্লাহ বুখারী বলেন, আল্লাহর রসূল এসব বিষয়কে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত করেছেন)।[১২৮]

৩০. বড় বড় অট্টালিকা নির্মাণ করা (التطاول في البنيان)

আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَقْتَتِلَ فِئَتَانِ عَظِيمَتَانِ، يَكُونُ بَيْنَهُمَا مَقْتَلَةٌ عَظِيمَةٌ، دَعْوَتُهُمَا وَاحِدَةٌ، وَحَتَّى يُبْعَثَ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، قَرِيبٌ مِنْ ثَلاَثِينَ، كُلُّهُمْ يَزْعُمُ أَنَّهُ رَسُولُ اللَّهِ، وَحَتَّى يُقْبَضَ العِلْمُ وَتَكْثُرَ الزَّلاَزِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الهَرْجُ: وَهُوَ القَتْلُ، وَحَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ المَالُ فَيَفِيضَ حَتَّى يُهِمَّ رَبَّ المَالِ مَنْ يَقْبَلُ صَدَقَتَهُ، وَحَتَّى يَعْرِضَهُ عَلَيْهِ، فَيَقُولَ الَّذِي يَعْرِضُهُ عَلَيْهِ: لاَ أَرَبَ لِي بِهِ، وَحَتَّى يَتَطَاوَلَ النَّاسُ فِي البُنْيَانِ، وَحَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ، وَحَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا، فَإِذَا طَلَعَتْ وَرَآهَا النَّاسُ – يَعْنِي آمَنُوا – أَجْمَعُونَ، فَذَلِكَ حِينَ {لاَ يَنْفَعُ نَفْساً إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْراً} [الأنعام:١٥٨] ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ نَشَرَ الرَّجُلاَنِ ثَوْبَهُمَا بَيْنَهُمَا، فَلاَ يَتَبَايَعَانِهِ وَلاَ يَطْوِيَانِهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدِ انْصَرَفَ الرَّجُلُ بِلَبَنِ لِقْحَتِهِ فَلاَ يَطْعَمُهُ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَهُوَ يُلِيطُ حَوْضَهُ فَلاَ يَسْقِي فِيهِ، وَلَتَقُومَنَّ السَّاعَةُ وَقَدْ رَفَعَ أُكْلَتَهُ إِلَى فِيهِ فَلاَ يَطْعَمُهَا "

যতক্ষন দু'টি বড় দল পরস্পরে মহাযুদ্ধে লিপ্ত না হবে যাদের দাবি হবে অভিন্ন। আর ত্রিশের কাছাকাছি মিথ্যাচারী দাজ্জালের প্রকাশ না পাবে ততক্ষণ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। তারা প্রত্যেকেই নিজেকে আল্লাহর রসূল বলে দাবি করবে এবং যতক্ষণ ইলম উঠিয়ে না নেয়া হবে। আর ভূমি কম্প অধিকহারে না হবে। যামানা (যুগ) সংক্ষিপ্ত না হবে এবং ব্যাপকহারে ফিতনা প্রকাশ না পাবে। আর হারজ ব্যাপকতা লাভ করবে। হারজ হলো হত্যা। আর যতক্ষণ তোমাদের ধন-সম্পদ বৃদ্ধি না পাবে। তখন সম্পদের এমন বিস্তার শুরু হবে যে, সম্পদের মালিক তার ছাদাক্বাহ কে গ্রহণ করবে এ নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়বে। এমন কি যার নিকট থেকে

---

১২৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫০, ছ্বহীহ মুসলিম (১/১৩৯)।

সম্পদ আনা হবে সে বলবে, আমার এ মালের কোন প্রয়োজন নেই। আর যতক্ষণ মানুষ উঁচু উঁচু প্রাসাদ নির্মাণের জন্য পরস্পরে প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ না হবে। আর যতক্ষণ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থলে হতাম এবং যতক্ষণ সূর্য পশ্চিম দিক হতে উদিত না হবে। যখন সূর্য পশ্চিম দিক হতে উঠবে, সকলে তা দেখবে এবং সবাই ঈমান আনবে। কিন্তু (যে এর আগে ঈমান আনেনি সে দিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, কিংবা সে তার ঈমানে কোন কল্যাণ অর্জন করেনি) (সূরা আল-আন'আম ৬:১৫৮)। আর অবশ্যই ক্বিয়ামত এমন অবস্থায় ক্বায়িম হবে যে, দু' ব্যক্তি পরস্পরে কেনা-বেচার উদ্দেশ্যে কাপড় খুলবে। কিন্তু তারা বেচাকেনা ও গুটিয়ে রাখা শেষ করতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামত এমন অবস্থায় ক্বায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার উটের দুধ দোহন করে নিয়ে ফিরছে[১২৯] কিন্তু সে তা পান করতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামত এমন ভাবে ক্বায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি তার হাওয প্রস্তুত করছে,[১৩০] কিন্তু সে পানি পান করাতে পারবে না। অবশ্যই ক্বিয়ামত এমন (অতর্কিত) ভাবে ক্বায়িম হবে যে, এক ব্যক্তি মুখের কাছে লোকমা তুলবে কিন্তু সে তা আহার করতে পারবে না।[১৩১]

৩১. মুর্খতা প্রকাশ পাওয়া (ظهور الجهل)

আবূ মূসা আশ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَدْ أَوْشَكَ الْعِلْمُ أَنْ يَذْهَبَ، وَيَظْهَرَ الْجَهْلُ حَتَّى يَضْرِبَ الرَّجُلُ أُمَّهُ بِالسَّيْفِ مِنَ الْجَهْلِ

বিদ্যা উঠে যাওয়ার উপক্রম হবে, মূর্খতা প্রকাশ পাবে, এমনকি কোন লোক তার মাতাকে মূর্খতার কারণে তরবারী-অস্ত্র দ্বারা আঘাত করবে।[১৩২]

---

১২৯. লাবান বলতে উটনীর দুধ।
১৩০. কাদা মাটির প্রলেপ দিয়ে হাউয মেরামত করা বুঝানো হয়েছে।
১৩১. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১২১।
১৩২. আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনাঃ (১৫৯)।

শাক্বীক হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আব্দুল্লাহ ও আবূ মূসা দু'জনে আলোচনায় বসলেন, অতঃপর আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, নাবী (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন,

«إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ أَيَّامًا، يُرْفَعُ فِيهَا العِلْمُ، وَيَنْزِلُ فِيهَا الجَهْلُ، وَيَكْثُرُ فِيهَا الهَرْجُ» وَالهَرْجُ: القَتْلُ

ক্বিয়ামতে পূর্বে এমন যুগ আসবে, ঐ যুগে বিদ্যা উঠিয়ে নেয়া হবে,[১৩৩] মূর্খতা প্রকাশ পাবে এবং (হারজ) হত্যাকান্ড বৃদ্ধি পাবে।[১৩৪]

৩২. অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে নেতৃত্বের ভার অর্পণ (توسيد الأمر إلى غير أهله)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مَجْلِسٍ يُحَدِّثُ القَوْمَ، جَاءَهُ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: مَتَى السَّاعَةُ؟ فَمَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُحَدِّثُ، فَقَالَ بَعْضُ القَوْمِ: سَمِعَ مَا قَالَ فَكَرِهَ مَا قَالَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ لَمْ يَسْمَعْ، حَتَّى إِذَا قَضَى حَدِيثَهُ قَالَ: «أَيْنَ - أُرَاهُ - السَّائِلُ عَنِ السَّاعَةِ» قَالَ: هَا أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «فَإِذَا ضُيِّعَتِ الأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»، قَالَ: كَيْفَ إِضَاعَتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا وُسِّدَ الأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ»

একদা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মজলিশে জনসম্মুখে আলোচনা করছিলেন। ইতোমধ্যে তার নিকট জনৈক বেদুঈন এসে জিজ্ঞেস করলো, ক্বিয়ামত কখন সংঘটিত হবে? আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার আলোচনায় রত থাকলেন। এতে কেউ কেউ বললেন, লোকটি যা বলেছে তিনি তা শুনেছেন কিন্তু তার কথা পছন্দ করেননি। আর কেউ কেউ বললেন, বরং তিনি শুনতেই পাননি। আল্লাহর রসূল আলোচনা শেষে বললেন, ক্বিয়ামত সম্পর্কে প্রশ্নকারী লোকটি কোথায়? লোকটি বললো, এই যে, আমি হে আল্লাহর রসূল! যখন আমানত নষ্ট বা খিয়ানত করা হবে তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে। লোকটি বললো কিভাবে তা নষ্ট করা হয়? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন,

---

১৩৩. ইলম শব্দ দ্বারা উদ্দেশ্যে হলো সুন্নাতের জ্ঞান এবং তা বুঝা।
১৩৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৬৪, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৬৭২।

অনুপযুক্ত ব্যক্তির উপর কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া হয়, তখন তুমি ক্বিয়ামতের অপেক্ষা করবে।[১৩৫]

৩৩. ভালো-মন্দের মানদণ্ড উল্টে যাওয়া (انقلاب الموازين)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"سَيَأْتِي عَلَى النَّاسِ سَنَوَاتٌ خَدَّاعَاتُ، يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ، وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ، وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ، وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ" قِيلَ: وَمَا الرُّوَيْبِضَةُ؟ قَالَ: "الرَّجُلُ التَّافِهُ فِي أَمْرِ الْعَامَّةِ"

অচিরেই মানুষ এমন ধোঁকার যুগ অতিক্রম করবে, যে সময় মিথ্যাবাদীকে বলা হবে সত্যবাদী আর সত্যবাদীকে বলা হবে মিথ্যাবাদী। খিয়ানতকারীকে আমানতদার নিযুক্ত করা হবে আর আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা হবে এবং অযোগ্য ব্যক্তি কথা বলবে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হলো الرويبضة তথা অযোগ্য কে? তিনি বললেন, গুরুত্বহীন ব্যক্তি জনসাধারণের ব্যাপারে কথা বলবে (পরামর্শ দিবে)।[১৩৬]

৩৪. বেশি বেশি ভূমিকম্প হওয়া (كثرة الزلازل)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُقْبَضَ الْعِلْمُ، وَتَكْثُرَ الزَّلَازِلُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ – وَهُوَ الْقَتْلُ الْقَتْلُ – حَتَّى يَكْثُرَ فِيكُمُ الْمَالُ فَيَفِيضَ»

---

১৩৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৯।

১৩৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০৩৬। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। আছ-ছ্বহীহাহ (৪/৫০৮)।

ক্বিয়ামত কায়িম হবে না যতক্ষণ না ইলম উঠিয়ে নেয়া হবে, অধিক পরিমানে ভূমিকম্প হবে, সময় সংকুচিত হয়ে আসবে, ফিতনা প্রকাশ পাবে এবং হারজ বৃদ্ধি পাবে। হারজ হলো খুনখারাবী। তোমাদের ধন-সম্পদ এত বৃদ্ধি পাবে যে, তা উপচে পড়বে।[১৩৭]

সালমা ইবনে নুফাইল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوحَى إِلَيْهِ، فَقَالَ: «إِنِّي غَيْرُ لَابِث فِيكُمْ، وَلَسْتُمْ لَابِثِينَ بَعْدِي إِلَّا قَلِيلًا، وَسَتَأْتُونِي أَفْنَادًا، يُفْنِي بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَبَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ مُوتَانٌ شَدِيدٌ، وَبَعْدَهُ سَنَوَاتُ الزَّلَازِلِ»

কোন এক মজলিশে নাবী এর নিকট বসা ছিলাম এ সময় তার নিকট অহী নাযিল হচ্ছিল। তিনি বলেন, আমি তোমাদের মাঝে (বেশি দিন) বেঁচে থাকবো না আর তোমরাও আমার পরে থাকবে না অল্প কিছু সংখ্যক ছাড়া। তোমরা শীঘ্রই দলবদ্ধ হয়ে আমার কাছে আসবে। তোমাদের পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে। ক্বিয়ামতের সম্মুখে মৃত্যু হবে কঠিনভাবে। এরপর কিছুকাল ভূমিকম্প হবে।[১৩৮]

৩৫. সময় দ্রুত চলে যাওয়া (تقارب الزمان)

আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، فَتَكُونُ السَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ، وَيَكُونُ الْيَوْمُ كَالسَّاعَةِ، وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالضَّرَمَةِ بِالنَّارِ.

যতক্ষণ না যুগ সংকির্ণ হয়ে আসবে ততক্ষণ ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না। অতঃপর বছর হবে মাসের সমান, মাস হবে সপ্তাহের সমান, সপ্তাহ হবে দিনের সমান, দিন হবে ঘন্টার সমান। আর ঘন্টা হবে জলন্ত অঙ্গারের মত।[১৩৯]

---

১৩৭. ছুহীহ বুখারী হা/১০৩৬।
১৩৮. ছুহীহ: ছুহীহ ইবনে হিব্বান হা/৬৭৭৭, ছুহীহাহ হা/১৯৩৫।
১৩৯. অর্থাৎ অঙ্গার প্রজ্জলিত করা এবং দিয়াশলায়ের মাধ্যমে বাশ-বেত ইত্যাদি জালানী প্রজ্জলিত করা হয়। ছুহীহ: তিরমিযী হা/২৩৩২।

৩৬. আরব ভূ-খণ্ডে বাগ-বাগিচা ও নদী-নালা ফিরে আসা

(عودة بلاد العرب مروجاً وأنهارا)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكْثُرَ الْمَالُ وَيَفِيضَ، حَتَّى يَخْرُجَ الرَّجُلُ بِزَكَاةِ مَالِهِ فَلَا يَجِدُ أَحَدًا يَقْبَلُهَا مِنْهُ، وَحَتَّى تَعُودَ أَرْضُ الْعَرَبِ مُرُوجًا وَأَنْهَارًا»

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না মাল বৃদ্ধিপায় এবং তা উপচে পড়ে, এমনকি কোন লোক তার যাকাতের মাল নিয়ে বের হবে কিন্তু তা গ্রহণ করার মত সে কাউকে পাবে না। আর যতক্ষণ না আরব ভূখণ্ড আরব ভূখণ্ড ফসলাদী-বাগান ও পানির উৎসে পরিণত না হয়।[১৪০]

৩৭. ফোরাত নদীর ভূ-গর্ভ হতে স্বর্ণের খনি বের হওয়া।

(انحسار الفرات عن جبل من ذهب)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«يُوشِكُ الفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ كَنْزٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَمَنْ حَضَرَهُ فَلاَ يَأْخُذْ مِنْهُ شَيْئًا»

অদূর ভবিষ্যতে ফোরাত নদী তার ভূগর্ভস্থ সোনার খনি বের করে দেবে। সে সময় যারা থাকবে তারা যেন তা থেকে কিছুই গ্রহণ না করে।[১৪১]

আব্দুল্লাহ ইবনে হারেছ ইবনে নাওফাল (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ وَاقِفًا مَعَ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، فَقَالَ: لَا يَزَالُ النَّاسُ مُخْتَلِفَةً أَعْنَاقُهُمْ فِي طَلَبِ الدُّنْيَا، قُلْتُ: أَجَلْ، قَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: " يُوشِكُ الْفُرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عَنْ جَبَلٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَإِذَا سَمِعَ بِهِ النَّاسُ سَارُوا إِلَيْهِ، فَيَقُولُ مَنْ عِنْدَهُ: لَئِنْ تَرَكْنَا النَّاسَ يَأْخُذُونَ مِنْهُ لَيُذْهَبَنَّ بِهِ كُلِّهِ، قَالَ: فَيَقْتَتِلُونَ عَلَيْهِ، فَيُقْتَلُ مِنْ كُلِّ مِائَةٍ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ

---

১৪০. ছুহীহ মুসলিম হা/১৫৭, মুসনাদে আহমাদ।
১৪১. ছুহীহ বুখারী হা/৭১১৯, ছুহীহ মুসলিম হা/২৮৯৪, আবূ দাউদ হা/৪৩১৩।

আমি উবাই ইবনু কা'ব এর সাথে দাঁড়িয়ে ছিলাম, এমন সময় তিনি বললেন, বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করে মানুষ জাগতিক সম্পদ উপার্জনের কাজে সর্বদা নিয়োজিত থাকবে। আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিকই। তখন তিনি বললেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, অচিরেই ফোরাত তার ভূগর্ভস্থ পর্বতসম স্বর্ণ বের করে দিবে। এ কথা শুনা মাত্রই লোকজন সেদিকে রওনা হবে। সেখানকার লোকেরা বলবে, আমরা যদি লোকদেরকে ছেড়ে দেই তবে তারা সমস্ত কিছুই নিয়ে চলে যাবে। এ নিয়ে তারা পরস্পর যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে এবং এতে একশজনের মধ্যে নিরানব্বই জনই নিহত হবে।[১৪২]

৩৮. অধিক বিপদাপদের কারণে মৃত্যু কামনা করা

(تمني الموت من كثرة البلاء)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ عَلَى الْقَبْرِ فَيَتَمَرَّغُ عَلَيْهِ، وَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبِ هَذَا الْقَبْرِ، وَلَيْسَ بِهِ الدِّينُ إِلَّا الْبَلَاءُ

সেই সত্তার কসম! যার হাতে আমার প্রাণ। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না একজন লোক কবরের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় বলবে হায়! আমি যদি এ কবরবাসীর স্থানে থাকতাম। তার নিকট দীন থাকবে না, থাকবে শুধু বালা মুছিবত।[১৪৩]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَمُرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ الرَّجُلِ فَيَقُولُ: يَا لَيْتَنِي مَكَانَهُ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কোন লোক কারো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রমকালে এ কথা না বলবে, হায়! এ কবরের জায়গা যদি আমার হতো।[১৪৪]

---

১৪২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৯৫।
১৪৩. ছ্বহীহ মুসলিম ৪/২২৩১, ইবনে মাজাহ হা/৪০৩৭।
১৪৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১১৫, ছ্বহীহ মুসলিম ৪/২২৩১।

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَيَأْتِينَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ فِيهِ الْمَوْتَ فَيُقْتَلُ أَوْ يَكْفُرُ , وَلَيَأْتِينَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ يَتَمَنَّى الرَّجُلُ الْمَوْتَ مِنْ غَيْرِ فَقْرٍ

অবশ্যই তোমরা এমন একটি যুগে উপনিত হবে, তাতে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে, তাকে হত্যা করা হবে অথবা সে কাফের হবে। আর অবশ্যই তোমাদের উপর এমন যুগ আসবে তাতে মানুষ কোন অভাব ছাড়াই মৃত্যু কামনা করবে।[১৪৫]

৩৯. নিকৃষ্টদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া (تقديم شرار الناس)

আবূ সাঈদ খুদরী ও আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُقَرِّبُونَ شِرَارَ النَّاسِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَلَا يَكُونَنَّ عَرِيفًا، وَلَا شُرْطِيًّا، وَلَا جَابِيًا، وَلَا خَازِنًا

অবশ্যই তোমাদের উপর এমন শাসক গোষ্ঠি নেতৃত্ব দিবে যারা খারাপ লোকদের সাথে সহবস্থান করবে। এবং তারা সঠিক সময়ে ছ্বলাত আদায় করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ ঐ শাসকদের কাউকে পেলে অবশ্যই সে তত্ত্বাবধায়ক[১৪৬] হবে না এবং হবে না প্রশাসক (পুলিশ), রাজস্ব আদায়কারী এবং খাজাঞ্চী।[১৪৭]

---

১৪৫. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭৫), হা/৩৭৩৫০।

১৪৬. عريف বলতে কোন গোত্রের অথবা দলের কর্মকান্ডের তত্ত্বাবধায়ক আর আমীর (শাসক) তাদের অবস্থা তত্ত্বাবধায়ন করে। (কিন্তু সে এমনটা হবে না)।

১৪৭. ইবনু হিব্বান (১০/৪৪৬), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। আছ-ছ্বহীহাহ হা/৩৬০, ছ্বহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব ৭৯০।

৪০. যমীন থেকে খনিজ সম্পদ বের হওয়া (خروج الكنوز من الأرض)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" تَقِيءُ الْأَرْضُ أَفْلَاذَ كَبِدِهَا، أَمْثَالَ الْأُسْطُوَانِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، فَيَجِيءُ الْقَاتِلُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَتَلْتُ، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحِمِي، وَيَجِيءُ السَّارِقُ فَيَقُولُ: فِي هَذَا قُطِعَتْ يَدِي، ثُمَّ يَدَعُونَهُ فَلَا يَأْخُذُونَ مِنْهُ شَيْئًا "

জমিন তার মাঝে থাকা সোনা রূপা স্তম্ভের[১৪৮] ন্যায় কলিজার টুকরাসমূহ উদগিরণ (বের) করে দেবে। অতঃপর হত্যাকারী এসে বলবে, আমিতো এর জন্যই খুন করেছি। আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্নকারী এসে বলবে, এর জন্যইতো আমি আত্মীয়তা ছিন্ন করেছি এবং তাদের হক্ব নষ্ট করেছি। চোর এসে বলবে, এসবের জন্যইতো আমার হাত কাটা হয়েছে। তারপর সকলেই একে ছেড়ে দিবে এবং কেউ এর থেকে কিছুই নিবে না।[১৪৯] রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سَتَكُونُ مَعَادِنُ يَحْضُرُهَا شِرَارُ النَّاسِ

অচিরেই নিকৃষ্ট মানুষ খনিজ সম্পদ নিয়ে থাকবে।[১৫০]

আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«الْزَمُوا هَذِهِ الطَّاعَةَ وَالْجَمَاعَةَ , فَإِنَّهُ حَبْلُ اللَّهِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ , وَأَنَّ مَا تَكْرَهُونَ فِي الْجَمَاعَةِ خَيْرٌ مِمَّا تُحِبُّونَ فِي الْفُرْقَةِ , إِنَّ اللَّهَ لَمْ يَخْلُقْ شَيْئًا قَطُّ إِلَّا جَعَلَ لَهُ مُنْتَهًى , وَإِنَّ هَذَا الدِّينَ قَدْ تَمَّ , وَإِنَّهُ صَائِرٌ إِلَى نُقْصَانٍ , وَإِنَّ أَمَارَةَ ذَلِكَ أَنْ تَنْقَطِعَ الْأَرْحَامُ , وَيُؤْخَذَ الْمَالُ بِغَيْرِ حَقِّهِ , وَتُسْفَكَ الدِّمَاءُ وَيَشْتَكِي ذُو الْقَرَابَةِ قَرَابَتَهُ لَا يَعُودُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ , وَيَطُوفُ السَّائِلُ بَيْنَ جُمُعَتَيْنِ لَا يُوضَعُ فِي يَدِهِ شَيْءٌ , فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ خَارَتِ الْأَرْضُ خُوَارَ الْبَقَرَةِ

---

১৪৮. الأسطوان হচ্ছে খুঁটি-স্তম্ভ।

১৪৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১০১৩।

১৫০. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, সন্দেহ নেই যে, নিকৃষ্ট মানুষ দ্বারা উদ্দেশ্যে হচ্ছে কাফির। তিনি এ দিকে ইশারা করেছেন যে, ইউরোপ-আমেরিকার কাফির-মুশরিকরা আরব বিশ্বের খনিজ সম্পদ ও উত্তম জিনিস বের করে নেয়ার জন্য তৎপর। ফলে আজকের মুসলিম বিশ্ব তাদের কারণে পরীক্ষার সম্মুখীন। মহান আল্লাহই প্রকৃত সাহায্যকারী। আছ-ছ্বহীহাহ (১৮৮৫)। মুসনাদ আহমদ (৫/৪৩০)।

يَحْسبُ كُلُّ أُنَاسٍ أَنَّهَا خَارَتْ منْ قبَلهمْ , فَبَيْنَمَا النَّاسُ كَذَلكَ إذْ قَذَفَت الْأَرْضُ بأَفْلَاذ كَبِدهَا منَ الذَّهَب وَالْفضَّة , لَا يَنْفَعُ بَعْدُ شَيْءٌ منْهُ ذَهَبٌ وَلَا فضَّةٌ»

তোমরা এ আনুগত্য ও জামা'আতকে আঁকড়ে ধর। কেননা, এটাই হলো আল্লাহর রশি যা (ধারণ করার) নির্দেশ তিনি দিয়েছেন। আর তোমরা বিভিন্ন দলকে যেভাবে ভালোবাসো তার চেয়ে জামা'আতকে (আঁকড়ে ধরার) ব্যাপারে যা অপছন্দ কর তা উত্তম। আল্লাহ তা'আলা চুড়ান্তভাবেই কোন জিনিসকে সৃষ্টি করেন। আর এ দীন (ইসলাম) পরিপূর্ণ। দীনের ক্ষতি সাধন হবে। আর এর নিদর্শন হচ্ছে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, অন্যায়ভাবে কারো সম্পদ হরণ করা, রক্তপাত সংঘটিত হওয়া, আত্মীয় তার আত্মীয়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করবে, তাতে তার কোন কিছুই ফিরে আসবে না। যাচনাকারী দু'জুম'আ পর্যন্ত ঘুরলেও তার হাতে কিছুই দেয়া হবে না। যখন জমিনে বিচরণশীল গাভীগুলো হাম্বাহাম্বারব করবে আর মানুষ মনে করবে এর আগেও গাভীগুলো গর্জন করেছে। যখন জমিন তার মাঝে থাকা সোনা-রূপার টুকরা উদগীরণ করবে তাতে ঐ সময় তা কারো উপকারে আসবে না।[১৫১]

৪১. মানুষের সাথে প্রাণী ও জড় পদার্থের কথোপকথন

(مخاطبة الحيوانات والجماد للإنس)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذي نَفْسي بيَده لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُكَلِّمَ السِّبَاعُ الإنْسَ، وَحَتَّى تُكَلِّمَ الرَّجُلَ عَذَبَةُ سَوْطه وَشرَاكُ نَعْله وَتُخْبرَهُ فَخذُهُ بمَا أَحْدَثَ أَهْلُهُ منْ بَعْده

সেই সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যে পর্যন্ত না হিংস্র প্রাণী মানুষের সাথে কথা বলবে, যে পর্যন্ত না কারো চাবুকের মাথা এবং জুতার ফিতা তার সাথে কথা বলবে এবং তার উরুদেশ বলে দিবে তার অনুপস্থিতিতে তার পরিবার কি করেছে।[১৫২]

---

১৫১. মুছান্নাফ ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭৪), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৯৮)।
১৫২. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৩/৮৩), তিরমিযী হা/২১৮১।

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

بَيْنَمَا قَوْمٌ يَتَحَدَّثُونَ إِذْ تَمُرُّ بِهِمْ إِبِلٌ قَدْ عُطِّلَتْ , فَيَقُولُونَ: يَا إِبِلُ , أَيْنَ أَهْلُكِ؟ فَتَقُولُ: أَهْلُنَا حُشِرُوا ضُحًى

কোন এক সম্প্রদায়ের মাঝে আলোচনা চলবে, এমতাবস্থায় তাদের পাশ দিয়ে দড়ি বিহীন উট অতিক্রম করবে, অতঃপর তারা বলবে, হে উট তোমার পরিবার কোথায়? অতঃপর ঐ উট বলবে, আমাদের পরিবারকে কুরবানী করে হাশর (পুনরুত্থিত) করা হয়েছে।[১৫৩]

৪২. নেকলোকদের উপর ফাসিকদের অগ্রাধিকার দেয়া।

(تقديم الفساق على الصالحين)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَظْهَرَ الشُّحُّ، وَالْفُحْشُ، وَيُؤْتَمَنُ الْخَائِنُ، وَيُخَوَّنُ الْأَمِينُ، وَيَظْهَرُ ثِيَابٌ يَلْبَسُهَا نِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، وَيَعْلُو التُّحُوتُ الْوُعُولَ» . أَكَذَاكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ سَمِعْتَهُ مِنْ حِبِّي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَرَبِّ الْكَعْبَةِ. قُلْنَا: وَمَا التُّحُوتُ؟ قَالَ: فُسُولُ الرِّجَالِ، وَأَهْلُ الْبُيُوتِ الْغَامِضَةِ، يُرْفَعُونَ فَوْقَ صَالِحِيهِمْ. وَالْوُعُولُ: أَهْلُ الْبُيُوتِ الصَّالِحَةِ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়ার শর্তসমূহের অন্যতম হলো কৃপণতা, অশ্লিলতা প্রকাশ পাওয়া, খেয়ানতকারীকে আমানতদার নিযুক্তকরা, আমানতদারকে খিয়ানতকারী মনে করা, এমন পোশাকের প্রচলন হওয়া যা নারীরা পরিধান করেও উলঙ্গ থাকবে এবং নিচু শ্রেণীর লোকদের অবস্থান থাকবে উঁচু শ্রেণীদের উপর। হে আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ! তুমি কি আমার প্রিয় মানুষ (রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর কাছে থেকে এরূপ কিছু শুনেছ? তিনি বললেন, হ্যাঁ; কা'বার রবের শপথ! আমরা বললাম, তুহুত কি? তিনি বললেন, নির্বোধ শ্রেণীর লোক এবং রূঢ় স্বভাবের আহলে বাইতদেরকে তাদের সৎলোকদের উপর প্রধান্য দেয়া হবে আর ওয়া'উল হলো সৎ আহলে বাইত।[১৫৪]

---

১৫৩. ইবনু আবি শাইবা (৭/৫৩১)।

১৫৪. ইবনু মুঈন তার তারিখ গ্রন্থে হাদীছটি বর্ণনা করেন। আল-আওসাত্ব (১/২২৮)।

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُونَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بْنُ لُكَعٍ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না নিকৃষ্ট লোকের পুত্র নিকৃষ্টরা পৃথিবীতে ভাগ্যবান হবে।[১৫৫]

৪৩. পাহাড়ের স্থানচ্যুত হওয়া

সামুরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَزُولَ الْجِبَالُ عَنْ أَمَاكِنِهَا، وَتَرَوْنَ الْأُمُورَ الْعِظَامَ الَّتِي لَمْ تَكُونُوا تَرَوْنَهَا

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না পাহাড় তার স্বস্থান হতে সরে যায় এবং তোমরা বড় বড় বিষয় দেখবে, যা তোমরা দেখনি।[১৫৬]

৪৪. হাট-বাজার কাছাকাছি হওয়া (تقارب الأسواق)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَظْهَرَ الْفِتَنُ، وَيَكْثُرَ الْكَذِبُ، وَتَتَقَارَبَ الْأَسْوَاقُ، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، وَيَكْثُرَ الْهَرْجُ» قِيلَ: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ»

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না ফিতনা প্রকাশ পায়, বেশি বেশি মিথ্যা ছড়ায়, হাট-বাজার কাছাকাছি হয়, যুগ সঙ্কুচিত হয়, হারজ অধিক হয়। বলা হলো, হারজ কি? তিনি বললেন, হত্যাকান্ড।[১৫৭]

---

১৫৫. لكع بن لكع দ্বারা لئيم ابن لئيم উদ্দেশ্যে। মুসনাদ আহমদ (৫/৩৮৯)।

১৫৬. তাবারানীর বর্ণনা আল-কাবীর (৭/২০৭), মা'মার হাসান হতে মুরসাল সূত্রে হাদীছটি বর্ণনা করেন, ছ্বহীহাহ হা/৩০৬১।

১৫৭. ছ্বহীহঃ মুসনাদ আহমদ (২/৫১৯), মুল অংশ বুখারী-মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে।

৪৫. অর্জিত সম্পদের ব্যাপারে হালাল-হারামের পরোয়া না করা

(زمان لا يبالي أهله من أين أتت أموالهم)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ، لاَ يُبَالِي الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ، أَمِنْ حَلاَلٍ أَمْ مِنْ حَرَامٍ

মানুষ এমন এক যুগে উপনিত হবে, সে পরওয়া করবে না যে, সে তার সম্পদ হালাল নাকি হারাম পন্থায় অর্জন করেছে।[১৫৮]

৪৬. সুদের ব্যাপকতা বৃদ্ধি (ظهور الربا)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ يَظْهَرُ الرِّبَا، وَالزِّنَا، وَالْخَمْرُ»

ক্বিয়ামতের সময় সুদ, ব্যভিচার ও মদ ছড়িয়ে পড়বে।[১৫৯]

৪৭. ছ্বলাত আদায় করা সত্ত্বেও দীন না থাকা (قوم يصلون ولا دين لهم)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ، وَآخِرَ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَيُصَلِّيَنَّ قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمْ، وَلَيُنْتَزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ» ، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَسْنَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: «يُسْرَى عَلَى الْقُرْآنِ لَيْلًا فَيُذْهَبُ بِهِ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ»

---

১৫৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/২০৮৩।

১৫৯. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (৭/৩৪৯), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ লি-গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছ্বহীহ তারগীব ওয়াত তারহীব (২/৩৭৮), ১৮৬১।

প্রথমেই তোমরা তোমাদের দীনের আমানতকে নষ্ট করবে আর পরিশেষে তোমাদের দীনের ছ্বলাত অবশিষ্ট থাকবে। কোন এক সম্প্রদায় ছ্বলাত আদায় করবে তবে তাদের দীন বলতে কিছুই থাকবে না। তারা তোমাদের মধ্যে থেকেই কুরআন তেলাওয়াত করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আব্দুর রহমান! আমরা কি কুরআন পড়ি না? আর আমাদের মাছহাফের উপর কি আমরা কুরআনকে বহাল রাখিনি? তিনি বললেন, কুরআনের উপর এক রাত্রি অতিক্রম হবে, অতঃপর লোকদের থেকে তা নিয়ে নেওয়া হবে, এরপর আর কিছুই অবশিষ্ট থাকবে না।[১৬০]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَجْتَمِعُونَ وَيُصَلُّونَ فِي الْمَسَاجِدِ، وَلَيْسَ فِيهِمْ مُؤْمِنٌ

মানুষের উপর এমন যুগ আসবে লোকেরা জামা'আতবদ্ধ হয়ে ছ্বলাত আদায় করবে কিন্তু তাদের মাঝে কোন মুমিন থাকবে না।[১৬১]

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَوِ اعْتَرَضْتَهُمْ فِي الْجُمُعَةِ نُبَيْلٌ مَا أَصَابَتْ إِلَّا كَافِرًا

মানুষের উপর এমন একটি যুগ আসবে যদি ঐ সময় কোন সমাবেশে লোকেদের মাঝে তীর এসে পড়ে তবে কাফির ব্যতীত তা কারো গায়ে বিদ্ধ হবে না।[১৬২]

৪৮. ব্যভিচার প্রকাশিত হওয়া (ظهور الزنى)

আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَأُحَدِّثَنَّكُمْ حَدِيثًا لاَ يُحَدِّثُكُمْ أَحَدٌ بَعْدِي، سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ: أَنْ يَقِلَّ العِلْمُ، وَيَظْهَرَ الجَهْلُ، وَيَظْهَرَ الزِّنَا، وَتَكْثُرَ النِّسَاءُ، وَيَقِلَّ الرِّجَالُ، حَتَّى يَكُونَ لِخَمْسِينَ امْرَأَةً القَيِّمُ الوَاحِدُ "

---

১৬০. আল-মুছান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক (৩/৩৬২), তাবারানীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/১৪১)।

১৬১. মুসতাদরাক ছ্বহীহ হাকেম হা/৮৩৬৫, ইবনু আবি শাইবার (৬/১৬৩)।

১৬২. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭৪)।

অবশ্যই আমি তোমাদের নিকট এমন একটি হাদীছ বর্ণনা করবো, আমার পরে যা কেউ বর্ণনা করবে না। আমি রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের শর্তসমূহের অন্যতম হলো বিদ্যা কমে যাওয়া, মূর্খতা বৃদ্ধি পাওয়া, ব্যভিচার প্রকাশ পাওয়া, মহিলাদের সংখ্যা বেশি হওয়া এবং পুরুষদের সংখ্যা কমে যাওয়া। এমনকি একজন পুরুষের জন্য থাকবে পঞ্চাশজন নারী।[১৬৩]

৪৯. রাস্তা-ঘাটে তথা যত্রতত্র ব্যভিচার হওয়া (ظهور الزنى في الطرقات)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه، لَا تَفْنَى هَذِه الْأُمَّةُ حَتَّى يَقُومَ الرَّجُلُ إِلَى الْمَرْأَةِ فَيَفْتَرِشَهَا فِي الطَّرِيقِ، فَيَكُونَ خِيَارُهُمْ يَوْمَئِذٍ مَنْ يَقُولُ لَوْ وَارَيْتَهَا وَرَاءَ هَذَا الْحَائِطِ

সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ! এ উম্মত ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না পুরুষলোক মহিলার সাথে অবস্থান করবে অতঃপর তার সাথে সে রাস্তায় ব্যভিচারে লিপ্ত হবে। অতঃপর সেই যুগে ঐ ব্যক্তিই উত্তম যে বলবে, যদি তুমি তাকে এ দেয়ালের পিছনে লুকিয়ে রাখতে (তাহলে ভালো হতো)।[১৬৪]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

"لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَتَسَافَدُوا فِي الطَّرِيقِ تَسَافُدَ الْحمير" قلت: إِن ذَلِك لكائن؟! قَالَ: "نعم لَيَكُونن".

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না লোকেরা রাস্তায় যৌন কর্মে লিপ্ত হবে, আর তা গাধার যৌন কর্মের মত। আমি বললাম, এটা কি ঘটবে?! তিনি বললেন, হ্যাঁ অবশ্যই তা ঘটবে।[১৬৫]

---

১৬৩. ছুহীহ বুখারী হা/৮১।
১৬৪. আবূ ই'আলার বর্ণনা: (১১/৪৩) হা/৬১৮৩।
১৬৫. ছুহীহ: শাইখ আলবানী বলেন, এভাবে বলা নবুওয়াতের নিদর্শন এবং তার দলীলের সত্যতা প্রমাণিত হয়। ছুহীহাহ হা/৪৮১, ছুহীহ ইবনু হিব্বান (১৫/১৭০)।

৫০. অতি বৃষ্টি হওয়া ও তাতে বরকত কমে যাওয়া (كثرة المطر وقلة البركة)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَيْسَتِ السَّنَةُ بِأَنْ لَا تُمْطَرُوا، وَلَكِنِ السَّنَةُ أَنْ تُمْطَرُوا وَتُمْطَرُوا، وَلَا تُنْبِتُ الْأَرْضُ شَيْئًا

অনাবৃষ্টির কারণেই কেবল দুর্ভিক্ষ হবে না। বরং অতি বৃষ্টিপাত হবে ফলে জমিন কোন কিছু উৎপাদন করবে না।[১৬৬]

৫১. নতুন চাঁদ মোটা[১৬৭] হওয়া (انتفاج الأهلة)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" مِنِ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ انْتِفَاخُ الْأَهِلَّةِ، أَنْ يُرَى الْهِلَالُ لِلَيْلَةٍ, فَيُقَالُ: هُوَ ابْنُ لَيْلَتَيْنِ، وَأَنْ تُتَّخَذَ الْمَسَاجِدُ طُرُقًا، وَأَنْ يَظْهَرَ مَوْتُ الْفُجَأَةِ "

ক্বিয়ামতের আলামত সমূহের অন্যতম হলো এক রাত্রির চাঁদ দেখা যাবে অতঃপর বলা হবে, এটা দু' রাত্রির চাঁদ। আর মাসজিদকে রাস্তা (আলোচনার জায়গা) হিসাবে গ্রহণ করা হবে এবং মানুষের হঠাৎ মৃত্যু ঘটবে।[১৬৮]

৫২. ব্যবসায় স্বামীর সাথে স্ত্রীর অংশগ্রহণ (مشاركة المرأة لزوجها في التجارة)

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন,

أَنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ تَسْلِيمَ الْخَاصَّةِ، وَفُشُوَّ التِّجَارَةِ، حَتَّى تُعِينَ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا عَلَى التِّجَارَةِ، وَقَطْعَ الْأَرْحَامِ، وَشَهَادَةَ الزُّورِ، وَكِتْمَانَ شَهَادَةِ الْحَقِّ، وَظُهُورَ الْقَلَمِ

---

১৬৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০৪।
১৬৭. অর্থাৎ চাঁদ বড় দেখা যাবে।
১৬৮. যিয়ার বর্ণনাঃ আল-মুখতার (৬/৩০৫), তিনি হাদীছটিকে হাসান বলেছেন। তাবারানীর আছ-ছগীর (২/২৬০) হা/১১৩২, ছ্বহীহাহ হা/২২৯২, জামে ছ্বহীহ লি সুনানি ওয়াল মাসানিদ

ক্বিয়ামতের শর্তগুলোর অন্যতম হলো নির্দিষ্ট লোককে সালাম দেয়া, ব্যবসা-বানিজ্য ব্যাপক হওয়া, স্বামীর ব্যবসায় স্ত্রীর নির্ধারিত অংশ থাকা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া, সত্য সাক্ষ্য গোপন করা এবং কলমের ব্যবহার (পার্থিব জ্ঞান) ছড়িয়ে পড়া।[১৬৯]

৫৩. মসজিদে প্রবেশ করে (দু'রাক'আত) ছ্বলাত আদায় না করা।

(مرور الرجل في المسجد وتركه الصلاة فيه)

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَمُرَّ الرَّجُلُ فِي الْمَسْجِدِ لَا يُصَلِّي فِيهِ رَكْعَتَيْنِ

ক্বিয়ামতের শর্তসমূহের অন্যতম হলো মানুষ মসজিদে প্রবেশ করেও দু'রাক'আত ছ্বলাত আদায় করবে না।[১৭০]

৫৪. হারামকে হালাল মনে করা (استحلال المحرمات)

উবাদা ইবনে ছামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَيَبِيتَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى أَشَرٍ وَبَطَرٍ وَلَعِبٍ وَلَهْوٍ، فَيُصْبِحُوا قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ بِاسْتِحْلَالِهِمُ الْمَحَارِمَ، وَاتِّخَاذِهِمُ الْقَيْنَاتِ، وَشُرْبِهِمُ الْخَمْرَ، وَأَكْلِهِمُ الرِّبَا، وَلُبْسِهِمُ الْحَرِيرَ

সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মতের কিছু মানুষ আনন্দ-ফুর্তি, অবাধ্যতা, খেল-তামাশার মধ্যে দিয়ে রাত্রি যাপন করবে। অতঃপর তারা বানর ও শুকরের চেহারা নিয়ে সকাল করবে। (তাদের এ অবস্থা হবে) হারাম

---

১৬৯. হাসান: মুসনাদ আহমদ (১/৪০৭)।

১৭০. ছ্বহীহ: ইবনু খুযাইমা হা/১৩২৬, দেখুন, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর সিলসিলাতিল আহাদিছীছ ছ্বহীহাহ হা/৬৪৯।

জিনিস, গায়িকা, মদপান, সুদ খাওয়া এবং রেশমি কাপড় পরিধান করার কারণে।[১৭১]

৫৫. গানকে হালাল মনে করা।

(استحلال الغناء)

আবূ মালেক আল-আশআ'রী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيَشْرَبَنَّ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي الْخَمْرَ، يُسَمُّونَهَا بِغَيْرِ اسْمِهَا، يُعْزَفُ عَلَى رُءُوسِهِمْ بِالْمَعَازِفِ، وَالْمُغَنِّيَاتِ، يَخْسِفُ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ، وَيَجْعَلُ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ

আমার উম্মতের কতেক লোক মদের ভিন্নতর নামকরণ করে তা পান করবে। (তাদের পাপাসক্ত অবস্থায়) তাদের সামনে বাদ্যবাজনা চলবে এবং গায়িকা নারীরা গীত পরিবেশন করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে মাটির নিচে ধসিয়ে দিবেন এবং তাদের কতেককে বানর ও শুকরে রূপান্তরিত করবেন।[১৭২]

আবূ আমের অথবা আবূ মালেক আল-আশআ'আরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছেন, তিনি বলেন,

لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ، يَسْتَحِلُّونَ الحِرَ وَالحَرِيرَ، وَالخَمْرَ وَالمَعَازِفَ، وَلَيَنْزِلَنَّ أَقْوَامٌ إِلَى جَنْبِ عَلَمٍ، يَرُوحُ عَلَيْهِمْ بِسَارِحَةٍ لَهُمْ، يَأْتِيهِمْ – يَعْنِي الفَقِيرَ – لِحَاجَةٍ فَيَقُولُونَ: ارْجِعْ إِلَيْنَا غَدًا، فَيُبَيِّتُهُمُ اللَّهُ، وَيَضَعُ العَلَمَ، وَيَمْسَخُ آخَرِينَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ إِلَى يَوْمِ القِيَامَةِ

আমার উম্মতের মধ্যে এমন কতগুলো দলের সৃষ্টি হবে, যারা ব্যভিচার, রেশমি কাপড়, মদ ও বাদ্য যন্ত্রকে হালাল জানবে। তেমনি এমন অনেক দল হবে, যারা পাহাড়ের ধারে বসবাস করবে, বিকাল বেলায় যখন তারা পশুপাল নিয়ে ফিরবে তখন তাদের নিকট কোন অভাব নিয়ে ফকীর আসলে তারা বলবে, আগামী দিন সকালে তুমি আমার নিকটে আসো। এদিকে রাতের অন্ধকারেই আল্লাহ তাদের

---

১৭১. আব্দুর রাজ্জাক ইবনু আহমদের বর্ণনা: যাওয়ায়েদ (৫/৩২৯), শাইখ আলবানী হাদীছটিকে হাসান লি-গাইরিহী বলেছেন। ছ্বহীহ আত তারগীব (২/৩৭৮) হা/১৮৬৪।

১৭২. ছ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০২০।

ধ্বংস করে দিবেন। পর্বতটি[১৭৩] ধসিয়ে দিবেন, আর বাকী লোকদেরকে তিনি ক্বিয়ামত পর্যন্ত বানর ও শুকর বানিয়ে দিবেন।[১৭৪]

৫৬. গায়ক-গায়িকার ব্যাপক প্রকাশ (ظهور المغنين والمغنيات)

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

فِي هَذِه الأُمَّة خَسْفٌ وَمَسْخٌ وَقَذْفٌ»، فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ: يَا رَسُولَ اللَّه، وَمَتَى ذَاكَ؟ قَالَ: «إِذَا ظَهَرَت القَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَت الخُمُورُ

এ উম্মতের মাঝে ভূমি ধ্বস, চেহারা বিকৃতি ও প্রস্তরবৃষ্টি বিদ্যমান থাকবে। মুসলিমদের কোন একজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! এটা কখন ঘটবে? তিনি বললেন, যখন গায়িকা, বাদ্য-যন্ত্র ও মদপানের বিস্তার লাভ করবে।[১৭৫]

৫৭. অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি বিনষ্ট হওয়া (حثالة تمرج العهود)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«كَيْفَ بِكُمْ وَبِزَمَانٍ يُوشِكُ أَنْ يَأْتِيَ، يُغَرْبَلُ النَّاسُ فِيهِ غَرْبَلَةً، وَتَبْقَى حُثَالَةٌ مِنَ النَّاسِ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَأَمَانَاتُهُمْ، فَاخْتَلَفُوا، وَكَانُوا هَكَذَا؟» ، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِه، قَالُوا: كَيْفَ بِنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذَا كَانَ ذَلِكَ؟ قَالَ: «تَأْخُذُونَ بِمَا تَعْرِفُونَ، وَتَدَعُونَ مَا تُنْكِرُونَ، وَتُقْبِلُونَ عَلَى خَاصَّتِكُمْ، وَتَذَرُونَ أَمْرَ عَوَامِّكُمْ»

অচিরেই এমন এক যুগ আসবে যখন উত্তম লোকদেরকে ছাঁটাই করা হবে। নিকৃষ্ট লোকেরা বহাল থাকবে, তাদের অঙ্গীকার-প্রতিশ্রুতি[১৭৬] ও আমানত বিনষ্ট হয়ে যাবে। আর তারা মতোবিরোধে লিপ্ত হবে, তখন তোমাদের অবস্থা কি হবে? তিনি এই বলে তার আঙ্গুলগুলো পরস্পরে ফাঁকে ঢুকালেন। ছাহাবীগণ বললেন, হে

---

১৭৩. عَلَم শব্দ দ্বারা পাহাড় বুঝানো হয়েছে।

১৭৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৫৫৯০।

১৭৫. ছ্বহীহ: সুনানে তিরমিযী হা/২২১২, আছ-ছ্বহীহাহ (২২০৩)।

১৭৬. ওয়াদা-অঙ্গীকারে তালগোল পাকিয়ে ফেলবে এবং তাতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

আল্লাহর রসূল! যখন এরূপ অবস্থা হবে তখন আমরা কি করবো? তিনি বললেন, যে সব বিষয় তোমরা উত্তম দেখবে তা গ্রহণ করবে এবং যা কিছু মন্দ দেখবে তা বর্জন করবে, নিজেদের ব্যাপারে চিন্তা-ভাবনা করবে এবং জনগণের কার্যকলাপ বর্জন করবে।[১৭৭] অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّه بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، قَالَ: بَيْنَمَا نَحْنُ حَوْلَ رَسُول اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ، إِذْ ذَكَرَ الْفتْنَةَ، فَقَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمُ النَّاسَ قَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ، وَخَفَّتْ أَمَانَاتُهُمْ، وَكَانُوا هَكَذَا» وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابعه، قَالَ: فَقُمْتُ إِلَيْه، فَقُلْتُ: كَيْفَ أَفْعَلُ عنْدَ ذَلكَ، جَعَلَني اللَّهُ فدَاكَ؟ قَالَ: «الْزَمْ بَيْتَكَ، وَامْلكْ عَلَيْكَ لسَانَكَ، وَخُذْ بمَا تَعْرِفُ، وَدَعْ مَا تُنْكرُ، وَعَلَيْكَ بِأَمْرِ خَاصَّة نَفْسكَ، وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّة»

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর আল-আছ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর পাশে বসা ছিলাম। তখন তিনি ফিতনা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, তোমরা যখন দেখবে, মানুষের ওয়াদা নষ্ট হয়ে গেছে, তাদের আমানতদারী কমে গেছে এবং তারা এরূপ হয়ে গেছে- এ বলে তিনি তার হাতের আঙ্গুলসমূহ পরস্পরের মধ্যে মিলালেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ কথা শুনে আমি দাঁড়িয়ে তাকে বললাম, আল্লাহ আমাকে আপনার জন্য উৎসর্গিত করুন! আমি তখন কি করবো? তিনি বললেন, তুমি অত্যন্ত দৃঢ়ভাবে তোমার ঘরে অবস্থান করো, তোমার জিহবা সংযত রাখো; যা জানা-শুনা আছে তাই গ্রহন করো এবং অজানাকে পরিত্যাগ করো। আর তোমাদের নিজের ব্যাপারে বিশেষভাবে সতর্ক হও এবং সাধারণের সম্পর্কে বিরত থাকো।[১৭৮]

৫৮. পুলিশ বাহিনীর বিস্তার লাভ (ظهور الشُّرَط)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُوشكُ، إِنْ طَالَتْ بكَ مُدَّةٌ، أَنْ تَرَى قَوْمًا في أَيْديهِمْ مثْلُ أَذْنَابِ الْبَقَرِ، يَغْدُونَ في غَضَبِ الله، وَيَرُوحُونَ في سَخَطِ الله

---

১৭৭. ছ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৩৯৫৭।
১৭৮. হাসান-ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৩৪৩।

সে দিন আর বেশি দূরে নয় অচিরেই তোমরা এক সম্প্রদায় দেখতে পাবে, যাদের হাতে থাকবে গরুর লেজের মত চাবুক। সকাল তাদের অতিবাহিত হবে আল্লাহর গযবের মধ্যে এবং সন্ধ্যা যাপন হবে অভিশাপের মধ্যে।[১৭৯]

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছি,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ شَرَطَةٌ , يَغْدُونَ فِي غَضَبِ اللهِ , وَيَرُوحُونَ فِي سَخَطِ اللهِ

অচিরেই শেষ যুগে সারাত্বাহ থাকবে। সকাল তাদের অতিবাহিত হবে আল্লাহর গযবের মধ্যে দিয়ে এবং সন্ধা যাপন হবে আল্লাহর অসন্তুষ্টিতে।[১৮০]

৫৯. অনারবীয় অঞ্চল হতে আরবদের বিদূরিত হওয়া।

(استئصال العرب في أرض العجم)

আবূল আসওয়াদ আদ-দাইলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

انْطَلَقْتُ أَنَا وَزُرْعَةُ بْنُ ضَمْرَةَ الْأَشْعَرِيُّ، إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فَلَقِينَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، فَقَالَ: يُوشِكُ أَنْ لَا يَبْقَى فِي أَرْضِ الْعَجَمِ مِنَ الْعَرَبِ إِلَّا قَتِيلٌ أَوْ أَسِيرٌ يُحْكَمُ فِي دَمِهِ، فَقَالَ زُرْعَةُ: أَيَظْهَرُ الْمُشْرِكُونَ عَلَى الْإِسْلَامِ؟ فَقَالَ: مِمَّنْ أَنْتَ؟ قَالَ: مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ، فَقَالَ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَدَافَعَ نِسَاءُ بَنِي عَامِرٍ عَلَى ذِي الْخَلَصَةِ – وَثَنٌ كَانَ يُسَمَّى فِي الْجَاهِلِيَّةِ – قَالَ: فَذَكَرْنَا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ عُمَرُ ثَلَاثَ مِرَارٍ: عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُ، فَخَطَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي عَلَى الْحَقِّ مَنْصُورِينَ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ» قَالَ: فَذَكَرْنَا قَوْلَ عُمَرَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، فَقَالَ: «صَدَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ ذَلِكَ كَالَّذِي قُلْتَ»

---

১৭৯. ছুহীহ মুসলিম হা/২৮৫৭।
১৮০. তাবারানীর বর্ণনা: (৮/১৩৬), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছুহীহ বলেছেন। দেখুন, ছহীহুল জামে' হা/৩৬৬৬, ছুহীহাহ হা/১৮৯৩।

আমি এবং যুরা'আহ ইবনে দ্বার'আহ আল-আশ'আরী আমরা উভয়ে উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে গেলাম। ইতিমধ্যে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর এর সাথে আমাদের সাক্ষাত হলে তিনি বলেন, শীঘ্রই অনারবীয় ভূখন্ডে নিহত অথবা হত্যার ফায়ছালায় যুদ্ধবন্দী ব্যক্তি ছাড়া কোন আরাবী (আরবের নাগরিক) অবশিষ্ট থাকবে না। অতঃপর যুর'আহ বললেন, মুশরিকরা কি ইসলামের বিরুদ্ধে বিস্তার লাভ করবে? অতঃপর তিনি বললেন, তুমি কোন গোত্রের? তিনি বললেন, বনী আমের ইবনে ছা'ছাহ। এরপর তিনি বললেন, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বনী আমের গোত্রের মহিলারা যুল-খালছাহকে নিয়ে ঠেলাঠেলি করবে। জাহিলী যুগে এটিকে মূর্তি মনে করা হতো। রাবী বলেন, আমরা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথা উল্লেখ করলাম। অতঃপর উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তিনবার বললেন, আব্দুল্লাহ ইবনে আমর যা বলে সে সম্পর্কে তিনি বেশি জানেন। অতঃপর উমার ইবনে খাত্তাব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জুম'আর খুতবায় বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, অতঃপর তিনি অনুরূপ বর্ণনা করলেন, রাবী বলেন, আমরা উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কথাকে আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে উল্লেখ করলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তুমি যেভাবে উল্লেখ করেছ তা হয়ে থাকলে আল্লাহর নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সত্য বলেছেন।[১৮১]

৬০. মসজিদ সজ্জিতকরণ ও মুছহাফ (আল্লাহর কিতাব) শোভিত করণ।

(تزيين المساجد وتحلية المصاحف)

আবূ সাঈদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا زَوَّقْتُمْ مَسَاجِدَكُمْ، وَحَلَّيْتُمْ مَصَاحِفَكُمْ، فَالدَّمَارُ عَلَيْكُمْ

যখন তোমরা তোমাদের মসজিদ সমূহকে[১৮২] সজ্জিত করবে এবং মাছহাফ (কুরআন) কে শোভিত[১৮৩] করবে, তখন তোমাদের ধ্বংস সাধন[১৮৪] হবে।[১৮৫]

---

১৮১. হাকিমের বর্ণনাঃ (৪/৫৯৩), হা/৮৬৫৩, তিনি হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

১৮২. অর্থাৎ তোমরা মসজিদকে নকশা করে সজ্জিত করবে।

১৮৩. حليتم অর্থাৎ চাকচিক্যময় করবে।

১৮৪. دمار অর্থ বলতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া।

১৮৫. ইবনু আবি শাইবা (২/২৬২) হা/৮৭৯৯।

৬১. তাবুক অঞ্চল বাগবাগিচায় রূপান্তরিত।
(تحول تبوك إلى جنان)

মু'আয (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُوشِكُ، يَا مُعَاذُ إِنْ طَالَتْ بِكَ حَيَاةٌ، أَنْ تَرَى مَا هَاهُنَا قَدْ مُلِئَ جِنَانًا – يعني تبوك

হে মু'আয সম্ভবত তুমি দীর্ঘায়ু লাভ করবে এবং তুমি এ ঝর্ণার পানি দ্বারা এ স্থানের অর্থাৎ তাবুক প্রান্তরের অনেক বাগবাগিচায় পূর্ণভাবে পানি সেচ হতে দেখবে।[১৮৬]

৬২. পূর্ব দিগন্ত হতে ফিতনা প্রকাশ পাওয়া (خروج الفتن من المشرق)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ إِلَى جَنْبِ الْمِنْبَرِ فَقَالَ: " الفِتْنَةُ هَا هُنَا الفِتْنَةُ هَا هُنَا، مِنْ حَيْثُ يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ، – أَوْ قَالَ: قَرْنُ الشَّمْسِ – "

একবার নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মিম্বারের পাশে দাঁড়িয়ে বলেছেন, ফিতনা এ দিকে, ফিতনা সে দিকে যেখান থেকে শয়তানের শিং উদিত হবে। কিংবা বলেছিলেন, সূর্যের মাথা উদিত হবে।[১৮৭]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আলোচনা করছিলেন, একপর্যায়ে তিনি বলেন,

«اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا، وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِي شَامِنَا وَفِي يَمَنِنَا» قَالَ: قَالُوا: وَفِي نَجْدِنَا؟ قَالَ: قَالَ: «هُنَاكَ الزَّلاَزِلُ وَالفِتَنُ، وَبِهَا يَطْلُعُ قَرْنُ الشَّيْطَانِ»

১৮৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/৭০৬।
১৮৭. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৯২, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০৫।

হে আল্লাহ! তুমি আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ তুমি আমাদের ইয়ামানে বরকত দাও। লোকেরা বললো, আমাদের নজদেও।[১৮৮] তিনি বললেন, হে আল্লাহ! তুমি আমাদের জন্য আমাদের সিরিয়ায় বরকত দাও। হে আল্লাহ আমাদের জন্য বরকত দাও আমাদের ইয়ামানে। লোকেরা বললো, আমাদের নজদেও। তিনি বললেন, এ অঞ্চলে ভূমিকম্প ও ফিতনা ছড়াবে। আর এখানে শয়তানের শিং উদিত হবে।[১৮৯]

৬৩. দাজ্জালের ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা (فتن أعظم من فتنة الدجال)

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ، أَمْرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ "

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, আদম আলাইহিস সালামের সৃষ্টির পর থেকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত সবচেয়ে মারাত্মক বিষয় হচ্ছে দাজ্জালের ফিতনা।[১৯০]

৬৪. একের পর এক বড় ফিতনার উদ্ভব হওয়া (فتن يرقق بعضها بعضاً)

ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيٌّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَيُنْذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ، وَإِنَّ أُمَّتَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَافِيَتُهَا فِي أَوَّلِهَا، وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ، وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا، وَتَجِيءُ فِتْنَةٌ فَيُرَقِّقُ بَعْضُهَا بَعْضًا، وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي،

---

১৮৮. নজদ বলতে ইরাক।

১৮৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/১০৩৭।

১৯০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৪৬।

ثُمَّ تَنْكَشِفُ وَتَجِيءُ الْفِتْنَةُ، فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ: هَذِهِ هَذِهِ، فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُزَحْزَحَ عَنِ النَّارِ، وَيُدْخَلَ الْجَنَّةَ، فَلْتَأْتِهِ مَنِيَّتُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ، وَمَنْ بَايَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةَ يَدِهِ، وَثَمَرَةَ قَلْبِهِ، فَلْيُطِعْهُ إِنِ اسْتَطَاعَ، فَإِنْ جَاءَ آخَرُ يُنَازِعُهُ فَاضْرِبُوا عُنُقَ الْآخَرِ "

আমার পূর্বে এমন কোন নাবী অতিবাহিত হয়নি যার উপর এ দায়িত্ব বর্তায়নি যে, তিনি তার জাতির জন্য যে মঙ্গলজনক ব্যাপার জানতে পেরেছেন তা তাদেরকে নির্দেশনা দেননি এবং তিনি তাদের জন্য যে অনিষ্টকর ব্যাপার জানতে পেরেছেন, সে বিষয়ে তাদেরকে সাবধান করেননি। আর তার তোমাদের এ উম্মতের (উম্মতে মুহাম্মাদীর) প্রথম অংশে তার কল্যাণ নিহিত এবং এর শেষ অংশ অবশ্যই অচিরেই নানাবিধ পরীক্ষা ও বিপর্যয়ের এবং এমনসব ব্যাপারের সম্মুখীন হবে যা তোমাদের নিকট অপছন্দনীয় হবে। এমনসব বিপর্যয় একাদিক্রমে আসতে থাকবে, একটি অপরটিকে ছোট প্রতিপন্ন করবে। একটি বিপর্যয় আসবে তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, এটা আমার জন্য ধ্বংসাত্মক, তারপর যখন তা দূর হয়ে অপর বিপর্যয়টি আসবে, তখন মুমিন ব্যক্তি বলবে, আমিতো শেষ হয়ে যাচিছ ইত্যাদি। সুতরাং যে ব্যক্তি জাহান্নাম হতে দূরে থাকতে চায় এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে চায়, তার মৃত্যু যেন এমন অবস্থায় আসে যে, সে আল্লাহ ও আখিরাত দিবসের প্রতি ঈমান রাখে এবং সে যেন মানুষের সাথে এমন আচরণ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি কোন ইমাম বা নেতার হাতে বাই‘আত গ্রহণ করে বা আনুগত্যের শপথ গ্রহণ করে তার হাতে হাত দিয়ে। এবং অন্তরে সে ইচ্ছা পোষণ করে, তবে সে যেন সাধ্যানুসারে তার আনুগত্য করে যায়। তারপর যদি অপর কেউ তার সাথে (নেতৃত্ব লাভের অভিলাষে) ঝগড়ায় প্রবৃত্ত হয় তবে ঐ পরবর্তীজনের গর্দান উড়িয়ে দেবে।[১৯১]

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ النَّاسِ بِكُلِّ فِتْنَةٍ هِيَ كَائِنَةٌ، فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ السَّاعَةِ، وَمَا بِي إِلَّا أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَسَرَّ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ شَيْئًا، لَمْ يُحَدِّثْهُ غَيْرِي، وَلَكِنْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَهُوَ يُحَدِّثُ مَجْلِسًا أَنَا فِيهِ عَنِ الْفِتَنِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ

১৯১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৮৪৪।

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَهُوَ يَعُدُّ الْفِتَنَ: «مِنْهُنَّ ثَلَاثٌ لَا يَكَدْنَ يَذَرْنَ شَيْئًا، وَمِنْهُنَّ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ مِنْهَا صِغَارٌ وَمِنْهَا كِبَارٌ» قَالَ حُذَيْفَةُ: فَذَهَبَ أُولَئِكَ الرَّهْطُ كُلُّهُمْ غَيْرِي

আমার ও ক্বিয়ামতের মধ্যবর্তী সময়ের মাঝে ঘটমান বিপদাপদ সম্পর্কে আমি সর্বাধিক জ্ঞাত। বস্তুতঃ বিষয়টি এমন নয় যে, রসূল অন্যদের কাছে বর্ণনা না করে শুধুমাত্র আমার কাছেই বর্ণনা করেছেন। তবে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বৈঠকে আমি উপস্থিত ছিলাম। এতে তিনি ফিতনার ব্যাপারে ধারাবাহিকভাবে বর্ণনা করছিলেন। আর এগুলোর তিনটি এমন যা কোন কিছুকেই ছাড় দিবে না। এর কিছু সংখ্যক গ্রীষ্মের ঝাঞ্ঝা বায়ুর মতো। আবার কিছু সংখ্যক ছোট আবার কিছু সংখ্যক বড়। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, উক্ত বৈঠকে উপস্থিত লোকদের মধ্যে আমি ছাড়া প্রত্যেকেই এ দুনিয়া হতে চির বিদায় নিয়েছেন।[১৯২]

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَاللَّهِ لَا يَأْتِيهِمْ أَمْرٌ يَضِجُّونَ مِنْهُ إِلَّا أَرْدَفَهُمْ أَمْرٌ يُشْغِلُهُمْ عَنْهُ

আল্লাহর শপথ! শোরগোল করার মতো কোন বিষয় মানুষের সামনে আসবে না কিন্তু এমন সব বিষয়ের অনুসরণ তারা করবে, এতেই তারা মগ্ন থাকবে।[১৯৩]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَتَكُونُ فِتَنٌ كَرِيَاحِ الصَّيْفِ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي من استشرف لَهَا استشرفته

অচিরেই ঝাঞ্ঝা বায়ুর মতো ফিতনা ছড়িয়ে পড়বে, বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম এবং দণ্ডায়মান ব্যক্তি হেঁটে চলা ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। যে তাকে সম্মান করবে, সেও সম্মানকারীকে সম্মান দেখাবে।[১৯৪]

---

১৯২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৯১।

১৯৩. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৫৮)।

১৯৪. হাসান-ছ্বহীহ: ইবনু হিব্বান (১৩/২৯১)।

৬৫. ফিতনায় মানুষের বিবেক লোপ পাওয়া (ذهاب عقول الناس في الفتن)

আবূ মূসা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

" إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ الْهَرْجَ ". قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ؟ قَالَ: " الْقَتْلُ ". إِنَّهُ لَيْسَ بِقَتْلِكُمُ الْمُشْرِكِينَ، وَلَكِنْ قَتْلُ بَعْضِكُمْ بَعْضًا "حَتَّى يَقْتُلَ الرَّجُلُ جَارَهُ , وَيَقْتُلَ أَخَاهُ [وَأَبَاهُ] وَيَقْتُلَ عَمَّهُ , وَيَقْتُلَ ابْنَ عَمِّهِ ، قَالُوا: وَمَعَنَا عُقُولُنَا يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: إِنَّهُ لَتُنْزَعُ عُقُولُ أَهْلِ ذَلِكَ الزَّمَانِ، وَيُخَلَّفُ لَهُ هَبَاءٌ مِنَ النَّاسِ، يَحْسَبُ أَكْثَرُهُمْ أَنَّهُمْ عَلَى شَيْءٍ، وَلَيْسُوا عَلَى شَيْءٍ

ক্বিয়ামতের সম্মুখে হারজ (হত্যাকান্ড) ঘটবে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হারজ কি? তিনি বললেন, হত্যা। এটা মুশরিকদেকে হত্যা করার মতো বিষয় নয় বরং হত্যাকান্ড তোমাদের পরস্পরের মাঝে ঘটবে। এমনকি লোকজন তার প্রতিবেশিকে হত্যা করবে, তার ভাইকে হত্যা করবে, তার চাচা ও ভাতিজাকে হত্যা করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, সে সময় কি আমাদের বিবেক থাকবে না? ঐ যুগে বিবেক উঠিয়ে নেয়া হবে। নিম্ন শ্রেণীর মানুষকে নেতৃত্ব দেয়া হবে। তারা অধিকাংশই নিজেদেরকে বড় কিছু মনে করবে বস্তুতঃ তারা কিছুই না।[১৯৫]

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مَا الْخَمْرُ صَرْفًا بِأَذْهَبَ بِعُقُولِ الرِّجَالِ مِنَ الْفِتْنَةِ

মদপানের ফিতনায় পড়ে তা পানকারী লোকেদের বিবেক বিলোপ হবে।[১৯৬]

আলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

وَضَعَ اللَّهُ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ خَمْسَ فِتَنٍ: فِتْنَةً عَامَّةً ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَّةً ثُمَّ فِتْنَةً عَامَّةً ثُمَّ فِتْنَةً خَاصَّةً , ثُمَّ فِتْنَةً تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ , يُصْبِحُ النَّاسُ فِيهَا كَالْبَهَائِمِ

আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের মাঝে পাঁচটি ফিতনা রেখেছেন। ব্যাপক পরিসরে ফিতনা অতঃপর বিশেষ ফিতনা অতঃপর ব্যাপক ফিতনা অতঃপর বিশেষ ফিতনা।

---

১৯৫. মুসনাদ আহমদ (৪/৩৯১), ছ্বহীহাহ হা/১৬৮২।
১৯৬. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭৫)।

অতঃপর কালো অন্ধকারের ন্যায় ফিতনা সমুদ্রের ঢেউয়ের মত তরঙ্গায়িত হবে। তাতে মানুষ চতুষ্পদ জন্তুর মত সকাল অতিবাহিত করবে।[১৯৭]

৬৬. ফিতনার নিদর্শন (علامة الفتنة)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ الْفِتْنَةَ تُعْرَضُ عَلَى الْقُلُوبِ، فَأَيُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ، فَإِنْ أَنْكَرَهَا نُكِتَتْ فِيهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَعْلَمَ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ أَمْ لَا؟ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ كَانَ يَرَى حَرَامًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَلَالًا، أَوْ يَرَى حَلَالًا مَا كَانَ يَرَاهُ حَرَامًا، فَقَدْ أَصَابَتْهُ الْفِتْنَةُ

তোমাদের অন্তকরণে ফিতনা দেখা দেয়। অতঃপর যার অন্তর ফিতনাকে স্বীকার করে, তার অন্তরে কালো ছাপ এঁকে দেয়া হয়। আর যার অন্তর তা অস্বীকার করে, তাতে সাদা ছাপ দেয়া হয়। তাই তোমাদের মধ্যে যে জানতে পছন্দ করে যে, সে হালাল নাকি হারামে লিপ্ত আছে? তাহলে সে যেন এ বিষয়ে চিন্তা-গবেষণা করে। অতঃপর যদি সে হালালকে হারাম রূপে অথবা হারামকে হালাল হিসাবে দেখতে পায়, তাহলে অবশ্যই সে ফিতনায় নিমজ্জিত রয়েছে।[১৯৮]

৬৭. ফিতনার ধারাবাহিকতা যা দাজ্জাল পর্যন্ত টেনে নিয়ে যাবে

(توالي الفتن حتى تسوقهم إلى الدجال)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ثَلَاثُ فِتَنٍ وَالرَّابِعَةُ تَسُوقُهُمْ إِلَى الدَّجَّالِ: الَّتِي تَرْمِي بِالرَّضْفِ، وَالَّتِي تَرْمِي بِالنَّشَفِ، وَالسَّوْدَاءُ الْمُظْلِمَةُ الَّتِي تَمُوجُ كَمَوْجِ الْبَحْرِ، وَالرَّابِعَةُ تَسُوقُهُمْ إِلَى الدَّجَّالِ

১৯৭. অর্থাৎ তাদের কোন বিবেক থাকবে না। ইবনু আবি শাইবার বর্ণনা : আল-মুছান্নাফ (৭/৪৫২), আলী ইবনুল জা'আদ (৩১৩), আদ-দানী ফিল ফিতান (১/২৩০)। মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০৪)।

১৯৮. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭৪)।

তিনটি ফিতনা (প্রকাশ পাবে)। আর চতুর্থ আরেকটি ফিতনা মানুষকে দাজ্জাল পর্যন্ত এগিয়ে নিয়ে যাবে। যা তীব্রতার সাথে[১৯৯] ছড়িয়ে পড়বে। আর অন্ধকারাচ্ছন্ন কালো (ফিতনা) সমুদ্রের ঢেউয়ের ন্যায় তরঙ্গায়িত হবে আর চতুর্থ ফিতনা মানুষকে দাজ্জালের দিকে ধাবিত করবে।[২০০]

৬৮. ফিতনার বিরতিকাল থাকা (للفتنة وقفات)

হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ لِلْفِتْنَةِ وَقَفَاتٌ وَبَعَثَاتٌ، فَمَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوتَ فِي وَقَفَاتِهَا فَلْيَفْعَلْ

ফিতনার রয়েছে বিরতিকাল ও পুনরুত্থান। অতঃপর যে ফিতনার বিরতিকালে মৃত্যু বরণ করতে সক্ষম হবে, তার দ্বারা যেন তাই ঘটে।[২০১]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে, হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) কে জিজ্ঞেস করা হলো,

مَا وَقَفَاتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا غُمِدَ السَّيْفُ» ، قَالَ: مَا تَعَبَاتُهَا؟ قَالَ: «إِذَا سُلَّ السَّيْفُ»

ফিতনার বিরতিকাল কি? তিনি বললেন, যখন তরবারী কোষবদ্ধ হবে। তাকে আবার জিজ্ঞেস করা হলো, ফিতনার পুনরুত্থান কি? তিনি বললেন, যখন তরবারী কোষমুক্ত থাকবে।[২০২]

---

১৯৯. অর্থাৎ কালো পাথর যেন তা আগুনে পুড়ানো হয়েছে। এ জলন্ত পাথর যখন পানিতে ফেলে দেয়া হয় তখন তা ঠান্ডা হয়, তাতে কোন তাপ থাকে না। অর্থাৎ প্রথম পর্যায়ের ফিতনা মানুষের দীনে তেমন প্রভাব ফেলবে না ফিতনার গুরুত্বহীনতার কারণে। আর আগুনে পুড়ানো পাথর যেমন শরীরে ফোস্কা ফেলতে পারে তেমনি পরবর্তী পর্যায়ের ফিতনা মানুষের দীনের ক্ষতি সাধন করতে পারে।

২০০. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৪৮)।

২০১. ইবনু আবি শাইবা (১৫/১০, ১৯, ৮৮, ১৮৪)।

২০২. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৪৬)।

৬৯. এমন ফিতনার আবির্ভাব হওয়া, যার পরে তাওবাহ গ্রহণযোগ্য হবে না

(فتنة لا توبة بعدها)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَكُونُ فِتْنَةٌ ثُمَّ يَكُونُ بَعْدَهَا تَوْبَةٌ وَجَمَاعَةٌ، ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ، لَا تَكُونُ بَعْدَهَا تَوْبَةٌ وَلَا جَمَاعَةٌ

ফিতনা থাকবে, অতঃপর ফিতনার পরে তাওবার সুযোগ হবে ও দলও থাকবে। অতঃপর এমন ফিতনা আসবে, যে সময় তাওবার সুযোগ হবে না এবং কোন দলও থাকবে না।[২০৩]

৭০. উম্মতের মাঝে ব্যাপক ফিতনার বিস্তার (فتنة تعم الأمة)

تَكُونُ فِتْنَةٌ فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ , ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ , ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ , ثُمَّ تَكُونُ أُخْرَى فَيَقُومُ لَهَا رِجَالٌ فَيَضْرِبُونَ خَيْشُومَهَا حَتَّى تَذْهَبَ , ثُمَّ تَكُونُ الْخَامِسَةُ دَهْمَاءُ مُجَلَّلَةٌ تَنْبَثِقُ فِي الْأَرْضِ كَمَا يَنْبَثِقُ الْمَاءُ

ফিতনা সৃষ্টি হবে, লোকেরা সেই ফিতনার বিরুদ্ধে অবস্থান করবে। অতঃপর তারা ঐ ফিতনার (নাসারন্ধ্রে) মূলে আঘাত হানবে ফলে তা দূরভিত হবে। অতঃপর নতুন অন্য ফিতনা দেখা দিবে। অতঃপর লোকেরা ফিতনার বিরুদ্ধে লড়বে, তার মূলে আঘাত করবে, ফলে তা বিদূরিত হবে। অতঃপর আবার অন্য ফিতনা আসবে, এরূপই লোকেরা ফিতনার বিরুদ্ধে দাঁড়াবে, তার মূলে আঘাত করবে, ফলে ফিতনার অবসান ঘটবে। লোকজন ফিতনার বিরোধিতা করে তার তার মূলে আঘাত হানবে, ফলে ফিতনার মূলৎপাটন হবে। পঞ্চমবারে দ্রুতবেগে[২০৪] মর্যাদাসম্পন্ন জনতার[২০৫] আবির্ভাব ঘটবে, যেমন দ্রুতবেগে পানি[২০৬] প্রবাহিত হয়।[২০৭]

---

২০৩. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬২)।

২০৪. دهماء শব্দ দ্বারা অন্ধকারাচ্ছন্ন ফিতনা বুঝানো হয়েছে।

২০৫. مجللة শব্দ দ্বারা বুঝানো হয়েছে যে, ব্যাপকভাবে মানুষ ফিতনায় থাকবে।

২০৬. পানি বেগে নিগর্মন হওয়া ও প্রবাহিত হয়ে উথলে যাওয়া তথা ফিতনার বিস্তার লাভ বুঝানো হয়েছে।

২০৭. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬৩)।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَيُوشِكَنَّ أَنْ يُصَبَّ عَلَيْكُمُ الشَّرُّ مِنَ السَّمَاءِ حَتَّى يَبْلُغَ الْفَيَافِيَ , قَالَ: قِيلَ: وَمَا الْفَيَافِي يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ؟ قَالَ: الْأَرْضُ الْقَفْرُ

অবশ্যই আকাশ হতে তোমাদের উপর অকল্যাণ আসবে, এমনকি তা নির্জনতায় পৌঁছবে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, নির্জনতা কি? তিনি বললেন, জনশূন্য ভূমি।[২০৮]

৭১. ধন-সম্পদ উম্মতের ফিতনা (فتنة الأمة المال)

কা'ব ইবনে আইয়ায (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ فِتْنَةً، وَإِنَّ فِتْنَةَ أُمَّتِي الْمَالُ

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট শুনেছি, তিনি বলেন, প্রত্যেক উম্মতের রয়েছে ফিতনা। আর আমার উম্মতের ফিতনা হচ্ছে ধন-সম্পদ।[২০৯]

৭২. 'আদ দু-হাইমা' বা ভয়ানক ফিতনা (فتنة الدهيماء)

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا قُعُودًا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ، فَذَكَرَ الْفِتَنَ فَأَكْثَرَ فِي ذِكْرِهَا حَتَّى ذَكَرَ فِتْنَةَ الْأَحْلَاسِ، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا فِتْنَةُ الْأَحْلَاسِ؟ قَالَ: " هِيَ هَرَبٌ وَحَرْبٌ، ثُمَّ فِتْنَةُ السَّرَّاءِ، دَخَنُهَا مِنْ تَحْتِ قَدَمَيْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَزْعُمُ أَنَّهُ مِنِّي، وَلَيْسَ مِنِّي، وَإِنَّمَا أَوْلِيَائِي الْمُتَّقُونَ، ثُمَّ يَصْطَلِحُ النَّاسُ عَلَى رَجُلٍ كَوَرِكٍ عَلَى ضِلَعٍ، ثُمَّ فِتْنَةُ الدُّهَيْمَاءِ، لَا تَدَعُ أَحَدًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ إِلَّا لَطَمَتْهُ لَطْمَةً، فَإِذَا قِيلَ: انْقَضَتْ، تَمَادَتْ يُصْبِحُ الرَّجُلُ فِيهَا مُؤْمِنًا، وَيُمْسِي كَافِرًا، حَتَّى

---

২০৮. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৮২)।
২০৯. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৪/১৬০)।

يَصِيرَ النَّاسُ إِلَى فُسْطَاطَيْنِ، فُسْطَاط إِيمَان لَا نِفَاقَ فِيهِ ، وَفُسْطَاط نِفَاقٍ لَا إِيمَانَ فِيهِ، فَإِذَا كَانَ ذَاكُمْ فَانْتَظِرُوا الدَّجَّالَ، مِنْ يَوْمِهِ، أَوْ مِنْ غَدِهِ "

আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এ সময় তিনি ফিতনা-ফাসাদ সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা করেন। এমনকি তিনি ইহলাসের ফিতনার[২১০] কথাও উল্লেখ করেন। এসময় জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করে হে আল্লাহর রসূল! ইহলাসের ফিতনাটা কিরূপ? তিনি বলেন, তা হলো পলায়ন ও ধ্বংস। এরপর তিনি সাররা ফিতনার[২১১] কথা উল্লেখ করে বলেন, তা এমন এক ব্যক্তি দ্বারা সংঘটিত হবে,[২১২] যাকে লোকেরা আমার বংশের লোক বলে মনে করবে,[২১৩] কিন্তু সে আসলে আমার বংশের লোক হবে না। কেননা, আমার বন্ধু-বান্ধব কেবল মুত্তাকী লোকেরাই। এরপর লোকেরা এমন এক ব্যক্তির নেতৃত্বের উপর একমত হবে,[২১৪] যে দুর্বল চিত্ত ও লেংড়া হবে।[২১৫] (তার শাসনকাল দীর্ঘ হবে না।)। এরপর চরম ফিতনা প্রকাশ পাবে, যা এ উম্মতের কাউকে এক চড় না দিয়ে ছাড়বে না। এরপর লোকেরা যখন বলাবলি করতে থাকবে যে, ফিতনার সময় শেষ হয়ে গেছে, তখন তা আরো বৃদ্ধি পাবে। তখন এমন অবস্থার সৃষ্টি হবে যে, সকালে যে মুমিন থাকবে সন্ধ্যায় সে কাফের হয়ে যাবে। এ সময় লোকেরা বিভিন্ন দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে। আর মুসলিমরা যে দূর্গে আশ্রয় গ্রহণ করবে, সেখানে কোন মুমিন লোক থাকবে না। তোমরা যখন এ অবস্থায় পৌঁছবে, তখন দাজ্জাল বের হওয়ার অপেক্ষা করবে ঐ দিন থেকেই বা পরের দিন।[২১৬]

---

২১০. فتنة الأحلاس শব্দ দ্বারা উটের পিঠের উপর ব্যবহৃত বিছানো জিনপোশ বা মোটা কাপড়ের উদাহরণ দিয়ে ফিতনার দিকে সম্বন্ধ করা হয়েছে। তথা ফিতনা সর্বদা ঐ জিনপোশের মত স্থায়ীত্ব লাভ করবে।

২১১. فتنة السراء বলতে মানুষের সুস্থতা, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্য বুঝানো হয়েছে। এসব নি'আমতের আধিক্যের কারণে মানুষ পাপাচারিতায় লিপ্ত হয়।

২১২. دخنهاতথা ظهورها অর্থাৎ তা প্রকাশ পাবে।

২১৩. অর্থাৎ কর্মগতভাবে আমার বংশেরই মনে হবে।

২১৪ অর্থাৎ লোকেরা কোন এক লোকের বাই'আতের জন্য সমবেত হবে।

২১৫ তথা শাসন-কর্তৃত্বের অনুপযুক্ত ব্যক্তি যার সঠিকতা থাকবে না (তার কাছে বাই'আত গ্রহণ করা হবে)।

২১৬. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৪২।

৭৩. অন্ধ ও বধির ফিতনা (فتنة عمياء صماء)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবূ হুরাইরাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَد اقْتَرَبَ مِنْ فِتْنَةٍ عَمْيَاءَ صَمَّاءَ بَكْمَاءَ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْقَائِمِ وَالْقَائِمُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي ويل للساعي من الله يَوْمَ الْقِيَامَةِ

নিকটবর্তী অকল্যাণের কারণে আরবের জন্য দুর্ভোগ! অন্ধ, বধির ও বোবার ফিতনার কারণে দুর্ভোগ! ঐ ফিতনার সময় বসে থাকা ব্যক্তি দণ্ডায়মান ব্যক্তির চেয়ে উত্তম। আর হেঁটে চলা ব্যক্তির চেয়ে দণ্ডায়মান ব্যক্তি উত্তম এবং দ্রুতগামী ব্যক্তির চেয়ে হেঁটে চলা ব্যক্তি উত্তম। ক্বিয়ামতের দিন দ্রুতগামী ব্যক্তির জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে দুর্ভোগ।[২১৭]

৭৪. ফিতনাকালে একাকিত্ব বরণ (العزلة في الفتن)

আবূ বাকরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ: أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ الْقَاعِدُ فِيهَا خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا. أَلَا، فَإِذَا نَزَلَتْ أَوْ وَقَعَتْ، فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِلٌ فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِه، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِه، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِه " قَالَ فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: «يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِه فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّه بِحَجَرٍ، ثُمَّ لِيَنْجُ إِنِ اسْتَطَاعَ النَّجَاءَ، اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟ اللهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ؟» قَالَ: فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللهِ أَرَأَيْتَ إِنْ أُكْرِهْتُ حَتَّى يُنْطَلَقَ بِي إِلَى أَحَدِ الصَّفَّيْنِ، أَوْ

---

২১৭. হাসান-ছ্বহীহ : ইবনু হিব্বান (১৫/৯৮)।

إِحْدَى الْفِئَتَيْنِ، فَضَرَبَنِي رَجُلٌ بِسَيْفِهِ، أَوْ يَجِيءُ سَهْمٌ فَيَقْتُلُنِي؟ قَالَ: «يَبُوءُ بِإِثْمِهِ وَإِثْمِكَ، وَيَكُونُ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ»

অচিরেই দুর্যোগ দেখা দিবে। সাবধান, সেখানে ফিতনা দেখা দিবে। তখন বসে থাকা লোক চলমান লোক থেকে ভালো থাকবে। আর চলমান লোক দ্রুতগামী লোকের চেয়ে ভালো থাকবে। সাবধান, যখন ফিতনা আপতিত হবে বা সংঘটিত হবে এ অবস্থায় যে ব্যক্তি উটের মালিক সে তার উট নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার বকরি আছে সে তার বকরি নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। আর যার যমিন আছে সে তার যমিন নিয়ে ব্যস্ত থাকুক। এ কথা শুনে জনৈক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! যার উট, বকরি ও জমিন কিছুই নেই সে কি করবে? তিনি বললেন, সে তার তরবারী হাতে ধারণ করতঃ প্রস্তরাঘাতে সেটার ধারালো তীক্ষ্ণ অংশ চুর্ণ-বিচুর্ণ করে ফেলবে। অতঃপর নিরাপদে থাকা সম্ভব হলে সে নিরাপদে থাকুক। অতঃপর তিনি বললেন, হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? হে আল্লাহ! আমি কি পৌঁছিয়ে দিয়েছি? এ সময় জনৈক লোক বললো, হে আল্লাহর রসূল! যদি চাপ সৃষ্টি করে দু'সারির কোন একটিতে অথবা দু'দলের কোন এক দলে আমাকে নিয়ে যাওয়া হয়, আর কোন এক লোক তার তরবারী দিয়ে আমাকে আঘাত করে বা তীর এসে আমার গায়ে লাগে এবং আমাকে সে মেরে ফেলে, তবে অবস্থা কি হবে? উত্তরে তিনি বললেন, তবে সে তার ও তোমার পাপের বোঝা বহন করবে এবং চিরস্থায়ী জাহান্নামে থাকবে।[২১৮]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُوشِكُ أَنْ يَكُونَ خَيْرَ مَالِ الْمُسْلِمِ غَنَمٌ يَتْبَعُ بِهَا شَعَفَ الجِبَالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِ، يَفِرُّ بِدِينِهِ مِنَ الفِتَنِ

সে দিন বেশি দূরে নয়, যে দিন মুসলিমের উত্তম সম্পদ হবে কয়েকটি বকরী, যা নিয়ে সে পাহাড়ের চুড়ায়[২১৯] অথবা বৃষ্টিপাতের স্থানে চলে যাবে। ফিতনা হতে সে তার ধর্মসহ পলায়ন করবে।[২২০]

---

২১৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৭।
২১৯. অর্থাৎ পাহাড়ের শীর্ষ-চূড়া।
২২০. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৯, সুনানে ইবনে মাজাহ হা/৩৯৮০।

উসামা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَشْرَفَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أُطُمٍ، مِنْ آطَامِ المَدِينَةِ، فَقَالَ: «هَلْ تَرَوْنَ مَا أَرَى، إِنِّي لَأَرَى مَوَاقِعَ الفِتَنِ خِلَالَ بُيُوتِكُمْ كَمَوَاقِعِ القَطْرِ»

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মদিনার কোন একটি পাথর নির্মিত গৃহের[২২১] উপর আরোহণ করে বললেন, আমি যা দেখি তোমরা কি তা দেখতে পাচ্ছ? তিনি বললেন, বৃষ্টি বিন্দু পতিত হওয়ার স্থান সমূহের মত আমি তোমাদের গৃহসমূহের মাঝে ফিতনার স্থানসমূহ দেখতে পাচ্ছি।[২২২]

মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَقَدْ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنَ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنِ، إِنَّ السَّعِيدَ لَمَنْ جُنِّبَ الْفِتَنُ، وَلَمَنْ ابْتُلِيَ فَصَبَرَ فَوَاهًا»

অবশ্যই আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, যে ব্যক্তি ফিতনা হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিতনা হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান; যে লোক ফিতনা হতে দূরে থাকবে সেই সৌভাগ্যবান। আর যে ব্যক্তি ফিতনায় পড়ে ধৈর্য ধারণ করবে, তার জন্য কতই না মঙ্গল![২২৩]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَظَلَّتْكُمْ فِتَنٌ، كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ، أَنْجَى النَّاسِ مِنْهَا صَاحِبُ شَاهِقَةٍ يَأْكُلُ مِنْ رُسُلِ غَنَمِهِ، أَوْ رَجُلٌ مِنْ وَرَاءِ الدُّرُوبِ آخِذٌ بِعِنَانِ فَرَسِهِ يَأْكُلُ مِنْ فَيْءِ سَيْفِهِ

ফিতনা তোমাদেরকে অন্ধকার রাতের মত আচ্ছাদিত করবে। লোকদের মধ্যে এমন প্রাচুর্যের অধিকারী এ ফিতনা থেকে মুক্তি পাবে, যে তার ছাগলের দুধ[২২৪] পান করে (জীবন-যাপন করবে) অথবা যে গিরি পথের পার্শ্বে লুকিয়ে থেকে তার ঘোড়ার লাগাম টেনে ধরে তার তরবারীর কোষে খাবার খাবে।[২২৫]

---

২২১. অর্থাৎ কুটির বা দূর্গ।

২২২. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৭৮, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৫।

২২৩. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৬৩।

২২৪. رسل বলতে বকরির দুধ।

২২৫. মুসতাদরাক হাকিম (২/১০২)।

৭৫. ফিতনার সময় ইবাদতের মাহাত্ম্য (في فضل العبادة الفتن)

মা'কাল ইবনে ইয়াসার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الْعِبَادَةُ فِي الْهَرْجِ كَهِجْرَةٍ إِلَيَّ

কলহ ও বিপর্যয়কর পরিস্থিতি বিরাজমান কালে ইবাদতে লিপ্ত থাকা আমার কাছে হিজরত করার সমতুল্য।[২২৬]

৭৬. ফিতনার সময় একনিষ্ঠভাবে দু'আ করা (إخلاص الدعاء عند وقوع الفتن)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يَنْجُو فِيهِ إِلَّا مَنْ دَعَا بِدُعَاءٍ كَدُعَاءِ الْغَرِيقِ. والمعنى: إلا من أخلص الدعاء؛ لأن من أشفى على الهلاك أخلص في دعائه طلبَ النجاة.

অবশ্যই মানুষের উপর এমন যুগ আসবে, যে যুগে ডুবন্ত মানুষের দু'আর মত যে দু'আ করবে সে ছাড়া কেউ মুক্তি পাবে না।[২২৭] এ হাদীছের সারকথা হচ্ছে, মানুষ একনিষ্ঠভাবে দু'আ করবে। কেননা, তারা ঐ সময় ধ্বংসের নিকটবর্তী হবে। তার দু'আর মাঝে ফিতনা হতে মুক্তির আবেদন থাকবে।

---

২২৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৪৮, ইবনে মাজাহ হা/৩৯৮৫।
২২৭. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৫১)।

৭৭. ফিতনা সংঘটিত হওয়ার সময় সিরিয়ায় হিজরত করা।

(الهجرة إلى الشام عند وقوع الفتن)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنِّي رَأَيْتُ عَمُودَ الْكِتَابِ انْتُزِعَ مِنْ تَحْتِ وِسَادَتِي، فَنَظَرْتُ فَإِذَا هُوَ نُورٌ سَاطِعٌ عُمِدَ بِهِ إِلَى الشَّامِ، أَلَا وَإِنَّ الْإِيمَانَ إِذَا وَقَعَتِ الْفِتَنُ بِالشَّامِ

আমি দেখলাম, কিতাবের আলো আমার বালিশের নিচ থেকে ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে, হঠাৎ খেয়াল করলাম, তা উজ্জলময় আলো যা সিরিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ঈমানের ব্যাপারে সাবধান, যখন সিরিয়ায় ফিতনা সংঘটিত হবে।[২২৮]

কুর্‌রা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

যখন সিরিয়াবাসীরা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে, তখন তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকবে না। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই সাহায্যে প্রাপ্ত হতে থাকবে। যারা তাদের ধ্বংস সাধন করতে চাইবে, ক্বিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।[২২৯]

সালমা ইবনে নুফাইল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন,

إِنِّي أَسَمْتُ الْخَيْلَ، وَأَلْقَيْتُ السِّلَاحَ، وَوَضَعَتِ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، قُلْتُ: لَا قِتَالَ. فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْآنَ جَاءَ الْقِتَالُ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ، يَزِيغُ اللَّهُ قُلُوبَ أَقْوَامٍ، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، وَيَرْزُقُهُمُ اللَّهُ مِنْهُمْ، حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَهُمْ

---

২২৮. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০৯)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ ছ্বহীহ। ফাযায়িলুশ শাম (হা/১৫)।

২২৯. আবূ দাউদ ত্বয়ালিছি হা/১০৭৬। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ ছ্বহীহ, তিরমিযী হা/২১৯২। ফাযায়িলুশ শাম (হা/১৯)।

عَلَى ذَلِكَ، أَلَا إِنَّ عُقْرَ دَارِ الْمُؤْمِنِينَ الشَّامُ، وَالْخَيْلُ مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

আমি ঘোড়াকে স্বাধীনভাবে ছেড়ে দিয়েছি, অস্ত্র ফেলে দিয়েছি এবং যুদ্ধের দায়িত্ব ছেড়ে দিয়েছি। (কথা প্রসঙ্গে) আমি বললাম, এখন আর যুদ্ধ নেই। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন, এখনই যুদ্ধের সময় হয়েছে। আমার উম্মতের একটি দল সর্বদাই মানুষের উপর বিজয় লাভ করবে। আল্লাহ তা'আলা এমন সম্প্রদায়ের অন্তর উঠিয়ে নিবেন যাদের বিরুদ্ধে তারা যুদ্ধ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের মধ্যে থেকে তাদেরকে রিযিক দান করবেন। তাদের এ অবস্থার উপরই আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ জারি হবে। হায়! এসময় মুমিনদের উত্তম এলাকা হলো সিরিয়া। আর চুক্তি বদ্ধ ঘোড়ার কেশগুচ্ছ ক্বিয়ামত পর্যন্ত উত্তম।[২৩০]

৭৮. নিফাকী (মুনাফিকী) প্রকাশ পাওয়া (ظهور النفاق)

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবূ হুরাইরাহ বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا، وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، يَظْهَرُ النِّفَاقُ، وَتُرْفَعُ الْأَمَانَةُ، وَتُقْبَضُ الرَّحْمَةُ، وَيُتَّهَمُ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنُ غَيْرُ الْأَمِينِ، أَنَاخَ بِكُمُ الشُّرْفُ الْجُونُ"، قَالُوا: وَمَا الشُّرْفُ الْجُونُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "فِتَنٌ كقطع الليل المظلم

যদি তোমরা জানতে যা আমি জানি। তাহলে অবশ্যই হাসতে কম কাঁদতে বেশি। নেফাকী (কপটতা) প্রকাশ পাবে, আমানত উঠে যাবে, রহমত ছিনিয়ে নেয়া হবে, বিশ্বস্ত ব্যক্তিকে সন্দেহ করা হবে এবং খিয়ানতকারীকে আমানতদার নিয়োগ করা হবে। শুরফ[২৩১] ও জূন তোমাদেরকে আচ্ছাদিত করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো তা কি হে আল্লাহর রসূল? তিনি বললেন, অন্ধকারাচ্ছন্ন রাত্রির মত ফিতনার বিস্তার।[২৩২]

---

২৩০. মুসনাদ আহমদ (২৮/১৬৪)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ ছ্বহীহ। ফাযায়িলুশ শাম (হা/৮৬)।

২৩১. নেহায়া গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, ফিতনার সময় বৃদ্ধি পাওয়ার উপমা পেশ করা হয়েছে কম বয়সী উটনীর সাথে।

২৩২. হাসান: ইবনু হিব্বান (১৫/৯৯) হা/৬৭০৬, ছ্বহীহাহ হা/৩১৯৪।

৭৯. বিনা কারণে হত্যা করা (القتل دونما سبب)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِه لَا تَذْهَبُ الدُّنْيَا، حَتَّى يَأْتِيَ عَلَى النَّاسِ يَوْمٌ لَا يَدْرِي الْقَاتِلُ فِيمَ قَتَلَ، وَلَا الْمَقْتُولُ فِيمَ قُتِلَ " فَقِيلَ: كَيْفَ يَكُونُ ذَلِكَ؟ قَالَ: الْهَرْجُ، الْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

সেই সত্তার কসম যার হাতে আমার প্রাণ, পৃথিবী ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না মানুষ এমন যুগে উপনিত হবে যে যুগে হত্যাকারী জানবে না কি কারণে সে হত্যা করছে আর নিহত ব্যক্তিও বুঝবে না কি জন্য তাকে হত্যা করা হচ্ছে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো এ অবস্থায় কি হবে? তিনি বললেন, হত্যা কান্ড ঘটবে। হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী।[২৩৩]

৮০. পর্যায়ক্রমে অপেক্ষাকৃত খারাপ বছরের আগমন

(لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه)

যুবাইর ইবনে আদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَتَيْنَا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ، فَشَكَوْنَا إِلَيْهِ مَا نَلْقَى مِنَ الحَجَّاجِ، فَقَالَ:اصْبِرُوا، فَإِنَّهُ لاَ يَأْتِي عَلَيْكُمْ زَمَانٌ إِلَّا الَّذِي بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ، حَتَّى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ» سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

আমরা আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট গেলাম এবং হাজ্জাজের নিকট থেকে মানুষ যে জ্বালাতন ভোগ করছে সে সম্পর্কে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বললেন, ধৈর্য ধর। কেননা, মহান প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবার পূর্ব পর্যন্ত (অর্থাৎ মৃত্যুর পূর্বে) তোমাদের উপর এমন কোন যুগ অতীত হবে না, যার পরের যুগ তার চেয়েও খারাপ নয়। তিনি বলেন, একথাটি আমি তোমাদের নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে শুনেছি।[২৩৪]

---

২৩৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০৮।
২৩৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭০৬৮।

৮১. অহঙ্কারের সময় উম্মতের প্রতিদান (جزاء الأمة إذا بطرت)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا مَشَتْ أُمَّتِي بِالْمُطَيْطِيَاءِ، وَخَدَمَهَا أَبْنَاءُ الْمُلُوكِ أَبْنَاءُ فَارِسَ وَالرُّومِ، سُلِّطَ شِرَارُهَا عَلَى خِيَارِهَا

যখন আমার উম্মত দাম্ভিকতার[২৩৫] সাথে চলবে এবং পারস্য ও রোমের রাজ বংশের লোকেরা তাদের দাসানুদাস হবে তখন এ উম্মতের উত্তম ব্যক্তিদের উপর দুষ্ট ব্যক্তিদের কর্তৃত্ব চাপিয়ে দেয়া হবে।[২৩৬]

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَيَكُونُ رِجَالٌ مِنْ أُمَّتِي يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ , وَيَشْرَبُونَ أَلْوَانَ الشَّرَابِ , وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ , وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الْكَلَامِ , فَأُولَئِكَ شِرَارُ أُمَّتِي

অচিরেই আমার উম্মতের কিছু লোক বিভিন্ন রঙ্গের খাবার ও পানীয় গ্রহণ করবে, বিভিন্ন রঙ্গের পোশাক পরিধান করবে আর তারা বড় বড় কথা বলবে। তারাই মূলতঃ উম্মতের নিকৃষ্ট প্রকৃতির লোক।[২৩৭]

৮২. সমাজে সৎলোকদের উঠিয়ে নেয়া (মৃত্যুর মাধ্যমে) হবে (ذهاب الصالحين)

মিরদাস আসলামী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يُقْبَضُ الصَّالِحُونَ، الأَوَّلُ فَالأَوَّلُ، وَتَبْقَى حُفَالَةٌ كَحُفَالَةِ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، لاَ يَعْبَأُ اللَّهُ بِهِمْ شَيْئًا

---

২৩৫. অর্থাৎ উম্মতের লোকেদের মাঝে অহংকার প্রদর্শন করে চলার আকাঙ্খা থাকবে এবং পারস্য ও রোমের রাজ পরিবারের লোক তাদের অনুসরণ করবে।

২৩৬. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২২৬১।

২৩৭. তবারানীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৮/১০৭)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান লি-গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছ্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (২/৪৭৯)।

নেকলোকদেরকে একের পর এক উঠিয়ে নেয়া হবে। এরপর বাকী থাকবে খেজুর ও যবের খোসাগুলোর মত খোসাগুলো; আল্লাহ যাদের প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবেন না।[২৩৮]

৮৩. মুসলিমদের পাপাচারিতার কারণে তাদের উপর মুশরিকদের কর্তৃত্ব লাভ করা (تسلط المشركين على المسلمين بذنوبهم)

সামুরা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تُوشِكُونَ أَنْ يَمْلَأَ اللَّهُ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْعَجَمِ، ثُمَّ يَكُونُوا أُسْدًا لَا يَفِرُّونَ، فَيَقْتُلُونَ مُقَاتِلَتَكُمْ، وَيَأْكُلُونَ فَيْئَكُمْ

অচিরেই আল্লাহ তা'আলা অনারবীয়দের দ্বারা তোমাদের হাতের ক্ষমতা পূর্ণ করবেন। অতঃপর তারা হবে সিংহের ন্যায় যারা পলায়ন করবে না। অতঃপর তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে এবং তোমাদের যুদ্ধ সম্পদ তারা ভক্ষণ করবে।[২৩৯]

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا لَمْ تَجْتَبُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا؟ فَقِيلَ لَهُ: وَهَلْ تَرَى ذَلِكَ كَائِنًا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ فَقَالَ: إِي وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، عَنْ قَوْلِ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، قَالُوا: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: «تُنْتَهَكُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَيَشُدُّ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ قُلُوبَ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فَيَمْنَعُونَ مَا بِأَيْدِيهِمْ» وَالَّذِي نَفْسُ أَبِي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ، لَيَكُونَنَّ مَرَّتَيْنِ "

তোমরা অমুসলিমদের নিকট হতে (জিযইয়াহ স্বরূপ) একটি দীনার বা দিরহামও তোমরা পাবে না, তখন তোমাদের কী অবস্থা হবে? তাকে বলা হলো, হে আবূ হুরাইরাহ আপনি কিভাবে মনে করেন যে, এমন অবস্থা দেখা দিবে, তিনি বললেন, হ্যাঁ, শপথ সে সত্তার যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ, যিনি সত্যবাদী ও সত্যবাদী বলে স্বীকৃত তার উক্তি থেকে আমি বলছি। লোকেরা বললো, কী কারণে এমন হবে? তিনি বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলের দেয়া নিরাপত্তা ক্ষুন্ন করা হবে। ফলে আল্লাহ তা'আলা জিম্মীদের হৃদয়কে কঠিন করে দিবেন; তারা তাদের হাতে সম্পদ দিবে না। শপথ সে সত্তার যার হাতে আবূ হুরাইরার প্রাণ অবশ্যই এরূপ দু'বার

---

২৩৮. ছুহীহ বুখারী হা/৪১৫৬।

২৩৯. মুসনাদ আহমদ (৩৩/৩৮৮), রুইয়ানী তার মুসনাদে হাদীছটি বর্ণনা করেন (১/৩৫১)।

হবে।[২৪০] ইবনে উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُوشِكُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يُحَاصَرُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، حَتَّى يَكُونَ أَبْعَدَ مَسَالِحِهِمْ سَلَاحِ

অচিরেই মুসলিমদেরকে মদীনা হতে অবোরোধ করা হবে, এমনকি তাদের দূরতম যুদ্ধক্ষেত্র[২৪১] হবে 'সালাহ'।[২৪২]

ইবনে ছাওবান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«يُوشِكُ الْأُمَمُ أَنْ تَدَاعَى عَلَيْكُمْ كَمَا تَدَاعَى الْأَكَلَةُ إِلَى قَصْعَتِهَا»، فَقَالَ قَائِلٌ: وَمِنْ قِلَّةٍ نَحْنُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: «بَلْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ كَثِيرٌ، وَلَكِنَّكُمْ غُثَاءٌ كَغُثَاءِ السَّيْلِ، وَلَيَنْزَعَنَّ اللَّهُ مِنْ صُدُورِ عَدُوِّكُمُ الْمَهَابَةَ مِنْكُمْ، وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ»، فَقَالَ قَائِلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا الْوَهْنُ؟ قَالَ: «حُبُّ الدُّنْيَا، وَكَرَاهِيَةُ الْمَوْتِ»

খাদ্য গ্রহণকারীরা যেভাবে খাবারের পাত্রের চারদিকে একত্র হয়, অচিরেই বিজাতিরা তোমাদের বিরুদ্ধে সেভাবেই একত্রিত হবে। এক ব্যক্তি বললো, সে দিন আমাদের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে কি এরূপ হবে? তিনি বললেন, তোমরা বরং সে দিন সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে; কিন্তু তোমরা হবে প্লাবনের স্রোতে ভেসে যাওয়া আবর্জনার মত। আল্লাহ তোমাদের শত্রুদের অন্তর হতে তোমাদের পক্ষ হতে আতঙ্ক দূর করে দিবেন, তিনি তোমাদের অন্তরে ভীরুতা ভরে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রসূল! 'আল-ওয়া্হন' কি? তিনি বললেন, দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসা এবং মৃত্যুকে অপছন্দ করা।[২৪৩] হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا انْفَرَجْتُمْ عَنْ دِينِكُمْ، كَمَا تَنْفَرِجُ الْمَرْأَةُ عَنْ قُبُلِهَا، لَا تَمْنَعُ مَنْ يَأْتِيهَا؟ قَالُوا: لَا نَدْرِي , قَالَ: " لَكِنِّي وَاللَّهِ أَدْرِي , أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ بَيْنَ عَاجِزٍ وَفَاجِرٍ , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ:

---

২৪০. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (১৪/১১৭), ইমাম বুখারী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি মু'আল্লাক সূত্রে বর্ণনা করেন। ছ্বহীহ বুখারী হা/৩১৮০।

২৪১. অর্থাৎ সীমান্ত শহর।

২৪২. তথা খাইবারের নিকটবর্তী এলাকা। ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৫০।

২৪৩. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৯৭।

قُبِّحَ الْعَاجِزُ عَنْ ذَاكَ , قَالَ: فَضَرَبَ ظَهْرَهُ حُذَيْفَةُ مِرَارًا , ثُمَّ قَالَ: قُبِّحْتَ أَنْتَ , قُبِّحْتَ أَنْتَ

তোমাদের দীন সম্পর্কে যখন তোমরা আনন্দিত হবে তখন কি অবস্থা হবে যেমন কোন মহিলার সামনে কেউ আসলে সে তাকে বাধা দেয় না। লোকেরা বললো, আমরা এ বিষয়ে জানি না। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ আমি তা জানি। সে সময় তোমরা অপারগতা ও পাপাচারিতার মাঝামাঝি অবস্থায় থাকবে। লোকদের মধ্যে হতে একজন বললো, দীন হতে বিচ্ছিন্ন অক্ষম ব্যক্তি নিকৃষ্ট সাব্যস্ত হবে। হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) তার পিঠে কয়েকবার আঘাত করলেন। অতঃপর বললেন, তুমি ঐ সময় নিকৃষ্ট হবে, তুমি নিকৃষ্ট হবে।[২৪৪]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَنَعَتِ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا، وَمَنَعَتِ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا، وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ

ইরাক তার রৌপ্য মুদ্রা এবং কাফীয[২৪৫] দিতে বাধ্য করবে। সিরিয়াও তার মুদ[২৪৬] এবং স্বর্ণ মুদ্রা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে। অনুরূপভাবে মিসরও তাদের আরবাদ[২৪৭] এবং স্বর্ণমুদ্রা প্রদান করতে অস্বীকৃতি জানাবে। পরিশেষে তোমরা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে, তোমরা পূর্বাবস্থায় প্রত্যাবর্তন করবে। এ কথার প্রতি আবূ হুরাইরাহ এর রক্ত-গোশত সাক্ষ্য দিচ্ছে।[২৪৮]

---

২৪৪. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৫০), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৪৫৯), নাঈম (১/৪৩,৪৫)। হাদীছটির সনদ দ্বঈফ; তবে ইমাম আবূ হাতিম ও ইমাম বুখারী দু'জনে হাদীছটি উল্লেখ করলেও তারা সনদের জারাহ এবং তা'দীলের বিষয়টি উল্লেখ করেননি। তবে হাকিম মনে করেন, হাদীছটির সনদ শক্তিশালী। মুসতাদরাক হাকিম (৪/৪৫৮)।

২৪৫. منعت العراق درهمها وقفيزه হাদীছের এ কথার ব্যাখ্যায় মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থে ইমাম নভবী রহিমাহুল্লাহ বলেন, এখানে দু'টি কথা প্রসিদ্ধ রয়েছে। প্রথমটি হচ্ছে ইরাকবাসীর ইসলাম গ্রহণের কারণে তাদের জিযইয়া মাওকুফ হবে। দ্বিতীয়ত অর্থ হচ্ছে শেষ যুগে অনারবী ও রোমকরা দেশের শাসন-কর্তৃত্ব গ্রহণ করবে, অতঃপর তারা মুসলিমদেরকে এসব থেকে বাধা দিবে। এ শেষ ব্যাখ্যাটিই প্রসিদ্ধ। শারহু মুসলিম (১৮/২০)।

২৪৬. مديها শব্দ দ্বারা সিরিয়ায় প্রচলিত পরিমাপ বুঝানো হয়েছে।

২৪৭. إردها শব্দ দ্বারা মিশরের প্রচলিত পরিমাপ উদ্দেশ্যে।

২৪৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৯৬।

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يُوشِكُ أَهْلُ الْعِرَاقِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ قَفِيزٌ وَلَا دِرْهَمٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الْعَجَمِ، يَمْنَعُونَ ذَاكَ، ثُمَّ قَالَ: يُوشِكُ أَهْلُ الشَّأْمِ أَنْ لَا يُجْبَى إِلَيْهِمْ دِينَارٌ وَلَا مُدْيٌ، قُلْنَا: مِنْ أَيْنَ ذَاكَ؟ قَالَ: مِنْ قِبَلِ الرُّومِ،

শীঘ্রই ইরাকবাসীরা না খাদ্যশস্য পাবে না দিরহাম পাবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে এ বিপদ সংঘটিত হবে। তিনি বললেন, অনারবদের কারণে। তারা তা (খাদ্যশস্য) দেয়া বন্ধ করে দিবে। তিনি পুনরায় বললেন, অচিরেই সিরিয়াবাসীর নিকট কোন দীনার আসবে না এবং কোন খাদ্যশস্যও আসবে না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, এ বিপদ কোন দিক থেকে আবির্ভাব হবে? তিনি বললেন, রোমের দিক হতে।[২৪৯]

৮৪. পশমি জুতা পরিধানকারী সম্প্রদায়ের যুদ্ধ সাথে করা[২৫০] (محاربة قوم نعالهم الشعر)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا صِغَارَ الْأَعْيُنِ، عِرَاضَ الْوُجُوهِ، كَأَنَّ أَعْيُنَهُمْ حَدَقُ الْجَرَادِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ، يَنْتَعِلُونَ الشَّعَرَ، وَيَتَّخِذُونَ الدَّرَقَ، يَرْبُطُونَ خَيْلَهُمْ بِالنَّخْلِ

---

২৪৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯১৩।

২৫০. ইমাম নভবী বলেন, হাদীছে বর্ণিত নিদর্শন সমূহ আমাদের বর্তমান যুগেও বিদ্যমান। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, حمر الوجوه রক্তিম বর্ণের চেহারা। অর্থাৎ লাল রং মিশ্রিত ফর্সা চেহারার লোক। এ রেওয়ায়েতে ছোট ছোট চোখের কথা উল্লেখ আছে। এসব নিদর্শন বলা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর মু'জিযার অন্তর্ভুক্ত। ঐ তুর্কী জাতির এসব নিদর্শন তথা ছোট চোখ, চেহারা লাল, চেপ্টা মুখমণ্ডল ইত্যাদি ছিফাত বিশিষ্ট লোক আমাদের যুগেও রয়েছে। এসব নিদর্শনধারী লোকেদের সাথে মুসলিমরা কয়েকবার যুদ্ধ করেছে। বর্তমানেও যুদ্ধ চলছে। আমরা আল্লাহর কাছে কামনা করি, যেন মুসলিমদের কার্যাবলি সফল হয়। তিনি যেন তাদেরকে নানা অবস্থায় বিভিন্ন ভালো কর্মকান্ডের মাধ্যমে তার দয়ার উপর অটল রাখেন এবং তাদেরকে সংরক্ষণ করেন। আর দরূদ বর্ষিত হোক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উপর যিনি অহী ব্যতীত কিছুই বলেননি।

ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে যাদের ক্ষুদ্র চোখ ও চেপ্টা মুখমণ্ডলবিশিষ্ট হবে। যাদের চোখ হবে ফড়িং এর চোখের মত। তাদের চেহারাগুলো হবে রক্তিমাভ। তারা পশমী জুতা ব্যবহার করবে এবং আত্মরক্ষার্থে চামড়ার ঢাল ব্যবহার করবে। তারা তাদের ঘোড়াগুলো খেজুর গাছের সাথে বেঁধে রাখবে।[২৫১]

৮৫. তুর্কীজাতির সাথে যুদ্ধ (قتال الترك)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا التُّرْكَ، صِغَارَ الأَعْيُنِ، حُمْرَ الوُجُوهِ، ذُلْفَ الأُنُوفِ، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ المَجَانُّ المُطْرَقَةُ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تُقَاتِلُوا قَوْمًا نِعَالُهُمُ الشَّعَرُ

ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন তোমরা এমন তুর্ক জাতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, যাদের চোখ ছোট, চেহারা লাল, নাক চেপটা এবং মুখমণ্ডল পেটানো চামড়ার ঢালের মত। আর ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতদিন না তোমরা এমন এক জাতির বিপক্ষে যুদ্ধ করবে, যাদের জুতা হবে পশমের।[২৫২]

আবূ বাকরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَنْزِلُ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي بِغَائِطٍ يُسَمُّونَهُ الْبَصْرَةَ، عِنْدَ نَهْرٍ يُقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ، يَكُونُ عَلَيْهِ جِسْرٌ، يَكْثُرُ أَهْلُهَا، وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُهَاجِرِينَ - قَالَ ابْنُ يَحْيَى: قَالَ أَبُو مَعْمَرٍ: وَتَكُونُ مِنْ أَمْصَارِ الْمُسْلِمِينَ - فَإِذَا كَانَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ جَاءَ بَنُو قَنْطُورَاءَ عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْأَعْيُنِ، حَتَّى يَنْزِلُوا عَلَى شَطِّ النَّهْرِ

দাজলা (তাইগ্রিস) নদীর তীরবর্তী নিচু এলাকায় 'বাসরাহ' নামক স্থানে আমার উম্মতের কিছু লোক বসতি স্থাপন করবে। সেই নদীর উপরে সেতু থাকবে আর নাগরিকের সংখ্যা হবে প্রচুর। আর এটা হবে মুহাজির দের শহরসমূহের একটি। শেষ যামানায় চওড়া চেহারা ও ছোট চোখ বিশিষ্ট 'কানতুরা' গোত্র সেই নদীর অববাহিকায় ঘাঁটি স্থাপন করবে। এবং উক্ত শহরের বাসিন্দারা তিন দলে বিভক্ত

---

২৫১. হাসান-ছ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৯৯, মুসনাদ আহমদ (৩/৩১)।
২৫২. ছ্বহীহ বুখারী হা/২৯২৮, ছ্বহীহ মুসলিম (৪/২২৩৩)।

হয়ে যাবে। একদল গরুর লেজ ধরে মরুভূমিতে যাবে এবং ধ্বংস হবে। দ্বিতীয় দল নিজেদের জন্য নিরাপদ স্থান খুজবে এবং কাফির হয়ে যাবে। তৃতীয় দল তাদের পিছনে পরিবার-পরিজন ও সন্তানাদি রেখে দুশমনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হবে এবং শহীদ হবে।[২৫৩]

বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَسَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ أُمَّتِي يَسُوقُهَا قَوْمٌ عِرَاضُ الْوُجُوهِ، صِغَارُ الْأَعْيُنِ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْحَجَفُ ثَلَاثَ مِرَارٍ حَتَّى يُلْحِقُوهُمْ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، أَمَّا السَّائِقَةُ الْأُولَى فَيَنْجُو مَنْ هَرَبَ مِنْهُمْ. وَأَمَّا الثَّانِيَةُ فَيَهْلِكُ بَعْضٌ، وَيَنْجُو بَعْضٌ. وَأَمَّا الثَّالِثَةُ فَيُصْطَلَمُونَ كُلُّهُمْ مَنْ بَقِيَ مِنْهُمْ» . قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ، مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ التُّرْكُ . قَالَ: «أَمَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَيَرْبِطُنَّ خُيُولَهُمْ إِلَى سَوَارِي مَسَاجِدِ الْمُسْلِمِينَ» قَالَ: وَكَانَ بُرَيْدَةُ لَا يُفَارِقُهُ بَعِيرَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ، وَمَتَاعُ السَّفَرِ وَالْأَسْقِيَةُ يُعِدُّ ذَلِكَ لِلْهَرَبِ مِمَّا سَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْبَلَاءِ مِنْ أَمْرِ التُّرْكِ

আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট বসা ছিলাম। আমি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে শুনেছি, তিনি বলেন, চওড়া চেহারা, ছোট চোখ, তাদের চেহারা দেখতে খাজ-কাটা।[২৫৪] কথাটি তিনি তিনবার বললেন, তারা তাদেরকে (আরবীয়দেরকে) আরব উপদ্বীপে একত্রিত করবে। প্রথমে যারা তাদের থেকে পলায়ন করবে, তারা মুক্তি পাবে। দ্বিতীয়ত কতিপয় ধ্বংস হবে এবং কতেক মুক্তি পাবে। তৃতীয় পর্যায়ে যারা সেখানে থেকে যাবে তাদেরকে তারা আগুনের ছ্যাঁকা দিবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, তারা কে? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তারা হচ্ছে তুর্কী। তিনি বললেন, আল্লাহর শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! অবশ্যই তারা তাদের ঘোড়া মুসলিমদের মসজিদের খুঁটির সাথে বেধে রাখবে। রাবী বলেন, বুরাইদাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) দু'টি অথবা তিনটি উটের সংখ্যার পার্থক্য করতেন না, এরপর সফরের আসবাব পত্র ও পানীয় নিয়ে তারা পলায়নের প্রস্তুতি নিবে, যা তিনি তুর্কী শাসকদের নিপীড়নের ব্যাপারে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে থেকে শুনেছেন।[২৫৫]

---

২৫৩. হাসান: আবূ দাউদ হা/৪৩০৬।
২৫৪. অর্থাৎ ঢাল-চাকতী।
২৫৫. যঈফ: মুসনাদ আহমদ (৫/৩৪৮), আবূ দাউদ (৪/১১৩) হা/৪৩০৫।

৮৬. হাবশীদের সাথে যুদ্ধ (قتال الحبشة)

আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

اتْرُكُوا الْحَبَشَةَ مَا تَرَكُوكُمْ، فَإِنَّهُ لَا يَسْتَخْرِجُ كَنْزَ الْكَعْبَةِ إِلَّا ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ

যতদিন পর্যন্ত ইথিওপীয়রা তোমাদের ত্যাগ করবে, তোমরাও তাদের ত্যাগ করো। কেননা, ইথিওপিয় ছোট গোছাধারী এক ব্যক্তি ব্যতীত কেউ কা'বার ভান্ডার লুণ্ঠন করবে না।[২৫৬]

৮৭. (আরবের প্রাচীন গোত্র) 'মুযার' কর্তৃক ফাসাদ সৃষ্টি[২৫৭] (فساد مُضَر)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – يقول: إن هذا الحي من مضر لَا تَدَعُ لله في الْأَرْضِ عَبْدًا صَالِحًا إِلَّا فَتَنَتْهُ وَأَهْلَكَتْهُ , حَتَّى يُدْرِكَهَا اللهُ بِجُنُودٍ مِنْ عِبَادِهِ , فَيُذِلَّهَا حَتَّى لَا تَمْنَعَ ذَنَبَ تَلْعَةٍ

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, তিনি বলেন, মুদ্বিরদের (আরবের প্রাচীন গোত্রের) কাউকে জমিনে আল্লাহর নেক বান্দা বলে ডেকো না; এরূপ হলে তারা ফিতনায় ফেলে দিবে এবং ধ্বংস সাধন করবে। আল্লাহ তা'আলার বান্দার মধ্য হতে কতিপয় সৈন্যবাহিনী তাদেরকে আক্রমন করে অপমান করবে।[২৫৮]

---

২৫৬. হাসান: আবূ দাউদ হা/৪৩০৯, মুসনাদ আহমদ (৫/৩৭১)।

২৫৭. আরবীয় একটি গোত্র।

২৫৮. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৫/৩৯০), ছ্বহীহাহ হা/২৭৫২।

৮৮. 'আদন' গোত্র হতে সৈন্য বের হওয়া (جيش من عدن)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَخْرُجُ مِنْ عَدَنِ أَبْيَنَ اثْنَا عَشَرَ أَلْفًا، يَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، هُمْ خَيْرُ مَنْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ

আদান আবইয়ান গোত্র হতে বার হাজার সৈন্য বের হবে যারা আল্লাহ ও তার রসূলকে সাহায্যে করবে, তারা আমার ও তাদের সময়ে উত্তম।[২৫৯]

৮৯. বাসরা শহরে ভূমি ধ্বস হওয়া (خسف بالبصرة)

আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বলেন,

يَا أَنَسُ إِنَّ النَّاسَ يُمَصِّرُونَ أَمْصَارًا وَإِنَّ مِصْرًا مِنْهَا يُقَالُ لَهُ: الْبَصْرَةُ، فَإِنْ أَنْتَ مَرَرْتَ بِهَا , أَوْ دَخَلْتَهَا , فَإِيَّاكَ وَسِبَاخَهَا وَكَلَّاءَهَا وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَا وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَا فَإِنَّهُ يَكُونُ بِهَا خَسْفٌ , وَقَذْفٌ وَرَجْفٌ وَقَوْمٌ يَبِيتُونَ , يُصْبِحُونَ قِرَدَةً وَخَنَازِيرَ

হে আনাস! নিশ্চয়ই লোকেরা বিভিন্ন শহরের পত্তন করবে। জেনে রাখো, তার মধ্যে বাসরাহ নামক একটি শহরও হবে। তুমি যদি এর পাশ দিয়ে যাও বা এতে প্রবেশ করো তাহলে সাবধান থাকবে এর লবনাক্ত[২৬০] যমিন হতে, এর 'কাল্লা'[২৬১] নামক স্থান হতে এবং বাজার ও নেতাদের দরজা হতে এবং আশপাশ থেকে। কেননা, এটা ধ্বসে যাবে, নিক্ষিপ্ত হবে আর ভূমিকম্পে প্রকম্পিত হবে। আর একদল লোক রাতের বেলা ঘুমিয়ে থাকবে; কিন্তু প্রত্যুষে তারা বানর ও শূকরে পরিণত হবে।[২৬২]

---

২৫৯. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (১/৩৩৩)।
২৬০. লবনাক্ত এলাকা।
২৬১. অর্থাৎ বসরার একটি অঞ্চল।
২৬২. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৩০৭। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ মিশকাতের তাহকিকে বলেন, হাদীছটির সনদ ছ্বহীহ, মিশকাত হা/৫৪৩৩।

جَاءَ رَجُلٌ إِلَى حُذَيْفَةَ فَقَالَ: إِنِّي أُرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى الْبَصْرَةِ , فَقَالَ: «إِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ لَكَ مِنَ الْخُرُوجِ فَانْزِلْ عَزَوَاتِهَا وَلَا تَنْزِلْ سُرَّتَهَا»

হুযাইফাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) এর নিকট এক লোক এসে জিজ্ঞেস করলো, আমি বসরার দিকে যেতে ইচ্ছা করছি, অতঃপর তিনি বললেন, যদি তোমার ভ্রমণ করার দরকার হয় তাহলে (লবনহীন) পবিত্র এলাকায় ভ্রমণ করবে আর মধ্যেবর্তী অঞ্চল ভ্রমণ করবে না।[২৬৩]

৯০. কুরআনের অপব্যাখ্যা করা (تأول القرآن على غير وجهه)

উকবা ইবনে আমের আল-জুহানী (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " هَلَاكُ أُمَّتِي فِي الْكِتَابِ وَاللَّبَنِ ". قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا الْكِتَابُ وَاللَّبَنُ؟ قَالَ: " يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ فَيَتَأَوَّلُونَهُ عَلَى غَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللهُ، وَيُحِبُّونَ اللَّبَنَ فَيَدَعُونَ الْجَمَاعَاتِ وَالْجُمَعَ وَيَبْدُونَ "

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের ধ্বংস কিতাব ও দুধের ব্যাপারে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, কিতাব ও দুধ বলতে কি? তিনি বললেন, লোকজন কুরআন শিক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যে উদ্দেশ্যে কুরআন নাযিল করেছেন সে উদ্দেশ্যে ব্যতীরেকে কুরআনের অপব্যাখ্যা করবে। তারা দুধ পছন্দ করবে (খাবার গ্রহণে ব্যস্ত হয়ে) ছ্বলাতের জামা'আত ত্যাগ করবে। মুমিনদের সাথে তর্কে লিপ্ত হবে।[২৬৪]

---

২৬৩. عذواتها দ্বারা উদ্দেশ্যে এমন এলাকা যা লবনাক্ত ও জলাভূমি নয় আর وسطها শব্দ দিয়ে বুঝানো হয়েছে যে, বসরার আশে পাশে ভ্রমণ করো কিন্তু মধ্যেবর্তী অঞ্চলে ভ্রমন করো না। ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৮৩), সনদ ছ্বহীহ।

২৬৪. হাসান: মুসনাদ আহমদ (২৮/৬৩২)।

৯১. সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ ছেড়ে দেয়া।

(ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر)

হুযাইফাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

«لَيَأْتِيَنَّ عَلَيْكُمْ زَمَانٌ خَيْرُكُمْ فِيهِ مَنْ لَا يَأْمُرُ بِمَعْرُوفٍ وَلَا يَنْهَى عَنْ مُنْكَرٍ» , فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ: أَيَأْتِي عَلَيْنَا زَمَانٌ نَرَى الْمُنْكَرَ فِيهِ فَلَا نُغَيِّرُهُ , قَالَ: «وَاللَّهِ لَتَفْعَلُنَّ» , قَالَ: فَجَعَلَ حُذَيْفَةُ يَقُولُ بِأُصْبُعِهِ فِي عَيْنِهِ: «كَذَبْتَ وَاللَّهِ ثَلَاثًا» , قَالَ الرَّجُلُ: فَكَذَبْتُ وَصَدَقَ

অবশ্যই তোমাদের উপর এমন এক যুগ আসবে, ঐ সময় যে সৎকাজের আদেশ দিবে না এবং অসৎকাজ থেকে বিরত রাখবে না তাকে উত্তম মনে করা হবে। দলের একজন লোক জিজ্ঞেস করলো, আমাদের উপর কি এমন যুগ আসবে যে সময় আমরা অন্যায় দেখতে পাবো কিন্তু বাধা দিবো না? তিনি বললেন, অবশ্যই তোমরা এটা করবে। হুযাইফা (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) তার চোখে আঙ্গুল দিয়ে বললেন, আল্লাহর শপথ! তুমি মিথ্যা বলেছ, এ কথা তিনি তিনবার বললেন। লোকটি বললো, আমি মিথ্যা বলেছি, তিনি সত্য বলেছেন।[২৬৫]

৯২. গাড়ির প্রচলন হওয়া (ظهور السيارات)

আব্দুলাহ ইবনে আমর (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «سَيَكُونُ فِي آخِرِ أُمَّتِي رِجَالٌ يَرْكَبُونَ عَلَى سُرُوجٍ، كَأَشْبَاهِ الرِّحَالِ، يَنْزِلُونَ عَلَى أَبْوَابِ الْمَسْجِدِ، نِسَاؤُهُمْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ، عَلَى رُءُوسِهِمْ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْعِجَافِ، الْعَنُوهُنَّ، فَإِنَّهُنَّ مَلْعُونَاتٌ، لَوْ كَانَتْ وَرَاءَكُمْ أُمَّةٌ مِنَ الْأُمَمِ لَخَدَمْنَ نِسَاؤُكُمْ نِسَاءَهُمْ، كَمَا يَخْدِمْنَكُمْ نِسَاءُ الْأُمَمِ قَبْلَكُمْ»

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, শেষ যুগে আমার উম্মতের মাঝে অচিরেই এমন কতিপয় লোক থাকবে যারা আরোহণ করবে চামড়ার তৈরি অশ্ব-জিনের (গদি) সাথে অধিক সামঞ্জস্যপূর্ণ যান বাহনে।[২৬৬] তারা

---

২৬৫. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭৫)।
২৬৬. الرحل হচ্ছে উটে আরহণ করা

মসজিদের দরজার সামনে নামবে। তাদের স্ত্রী লোকেরা কাপড় পড়েও উলঙ্গ হবে। তাদের মাথায় থাকবে ছিপছিপে পাতলা কাপড়। তোমরা তাদেরকে অভিশাপ করো কেননা, তারা অভিশপ্ত। তোমাদের পরবর্তী জাতি যদি থাকতো অবশ্যই তোমাদের স্ত্রী লোকদের খেদমত করতো তাদের স্ত্রী লোকেরা। যেমন তোমাদের পূর্ববর্তী জাতির স্ত্রী লোকেরা তোমাদের খেদমত করতো।[২৬৭]

৯৩. ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টানদের রীতি-নীতি অনুসরণ করা।

(اتباع سنن اليهود والنصارى)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي مَا أَتَى عَلَى بَنِي إِسرائيل حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، حَتَّى إِنْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ أَتَى أُمَّهُ عَلَانِيَةً لَكَانَ فِي أُمَّتِي مَنْ يَصْنَعُ ذَلِكَ

বনী ইসরাঈল যে অবস্থায় পতিত হয়েছিল, নিঃসন্দেহে আমার উম্মতও সেই অবস্থার সম্মুখীন হবে, যেমন একজোড়া জুতার একটি আরেকটির মত হয়ে থাকে। এমনকি তাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্যে তার মায়ের সাথে ব্যভিচার করে থাকে, তবে আমার উম্মতের মধ্যেও কেউ তাই করবে।[২৬৮]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, তিনি বলেন,

«لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا فِي جُحْرِ ضَبٍّ لَاتَّبَعْتُمُوهُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى؟ قَالَ: "فَمَنْ؟! ".

---

২৬৭. শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটিতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জ্ঞানগত অদৃশ্য মু'জিযার কথা উল্লেখ আছে। তিনি দাম্ভিকপূর্ণ যানবাহনের প্রতি ইশারা করেছেন, জানাযার উদ্দেশ্যে ঐ যানবাহনে আরোহণ করে এমন লোক মসজিদে আসবে, ছ্বলাতের সময়ে যারা ঐ যানবাহনেই অবস্থান করে মসজিদের পার্শ্বে অপেক্ষামান থাকবে। এটাই পূর্ণ ব্যাখ্যা। আছ-ছ্বহীহাহ হা/২৬৮৩, ছ্বহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/২০৪৩, মুসনাদ আহমদ (১১/৬৫৪)।

২৬৮. হাসান: তিরমিযী হা/২৬৪১।

অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে, বিঘতে বিঘত, বাহুতে বাহু, এমনকি তারা যদি গুইসাপের গর্তে প্রবেশ করে তোমরাও তাই করবে। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! তারা কি ইয়াহুদী ও খ্রিষ্টান? তিনি বললেন, তারা ব্যতীরেকে আবার কে![২৬৯]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَأْخُذَ أُمَّتِي بِأَخْذِ القُرُونِ قَبْلَهَا، شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ» فَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، كَفَارِسَ وَالرُّومِ؟ فَقَالَ: «وَمَنِ النَّاسُ إِلَّا أُولَئِكَ»

ততদিন ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতদিন না আমার উম্মত পূর্ববর্তীদের রীতি-নীতি বিঘতে বিঘত, বাহুতে বাহু (পুঙ্খানুরূপে) গ্রহণ না করেছে। অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! তারা কি পারস্য ও রোমের অধিবাসী? তিনি বললেন, তারা ব্যতীত আবার কে।[২৭০]

হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَتَرْكَبُنَّ سُنَّةَ بَنِي إِسْرَائِيلَ حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ وَالْقُذَّةِ بِالْقُذَّةِ غَيْرَ أَنِّي لَا أَدْرِي تَعْبُدُونَ الْعِجْلَ أَمْ لَا؟

অবশ্যই তোমরা বনী ইসরাঈলের রীতি-নীতি অনুসরণ করবে জুতার মত,[২৭১] তীরের পালকের মতো। তবে তোমরা গো-বৎস পুজা করবে কিনা তা আমি জানি না।[২৭২]

---

২৬৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩২০।
২৭০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩১৯।
২৭১. القذة হচ্ছে তীরের পালক আর এটার উদাহরণ পেশ করার করার কারণ হলো তীরের পালকগুলো একই রকম হয়ে থাকে। (উম্মতের রীতি-নীতিও তাদের রীতি-নীতির মতই হবে)।
২৭২. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৮১)।

৯৪. সমকামিতা প্রকাশ পাওয়া (ظهور اللواط)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا اسْتَحَلَّتْ أُمَّتِي خَمْسًا فَعَلَيْهِمُ الدَّمَارُ: إِذَا ظَهَرَ التَّلَاعُنُ، وَشَرِبُوا الْخُمُورَ، وَلَبِسُوا الْحَرِيرَ، وَاتَّخَذُوا الْقِيَانَ وَاكْتَفَى الرِّجَالُ بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءُ بِالنِّسَاءِ

যখন আমার উম্মত পাঁচটি জিনিসকে হালাল মনে করবে, তখন তাদের উপর ধ্বংস নেমে আসবেঃ যখন পরস্পরে অভিশাপ[২৭৩] করা, মদ পান করা, রেশমি পোশাক পরিধান করা, গায়িকাদের[২৭৪] পছন্দ করা, আর যখন তারা পুরুষে পুরুষে[২৭৫] ও নারীতে নারীতে তুষ্ট হওয়া।[২৭৬]

৯৫. কালো রং (খেযাব) ব্যবহার করা (الصبغ بالسواد)

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَكُونُ قَوْمٌ يَخْضِبُونَ فِي آخِرِ الزَّمَانِ بِالسَّوَادِ، كَحَوَاصِلِ الْحَمَامِ، لَا يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ

শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের গলার থলের[২৭৭] ন্যায় কালো রংয়ের খেযাব লাগাবে, তারা জান্নাতের ঘ্রাণও পাবে না।[২৭৮]

---

২৭৩. লা'নত হতে উদ্দেশ্যে হচ্ছে পরস্পর পরস্পরকে অভিশাপ করা। যেমন আজকাল ফাসেকদের সকাল অতিবাহিত হয় তাদের অভিবাদন অভিশাপের মধ্যে দিয়ে। অথবা এটা হতে পারে, প্রথমেই এ উম্মতের মাঝে অভিশাপ চালু থাকবে।
২৭৪. অর্থাৎ গায়িকা।
২৭৫. সমকামিতা, নারীতে নারীতে ও পুরুষে পুরুষে বিয়ের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।
২৭৬. বায়হাক্বী শু'আবুল ঈমান (৭/৩২৯)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে হাসান লি-গাইরিহী বলে আখ্যা দিয়েছেন। ছহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব (২০৫৪,২৩৮৬)।
২৭৭. অর্থাৎ বুক।
২৭৮. তথা তারা গন্ধও পাবে না। ছ্বহীহঃ আবূ দাউদ হা/৪২১২।

৯৬. গর্ভপাত ঘটানো (الإجهاض)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَتُؤْخَذَنَّ الْمَرْأَةُ فَلَيُبْقَرَنَّ بَطْنُهَا ثُمَّ لَيُؤْخَذَنَّ مَا فِي الرَّحِمِ فَلَيُنْبَذَنَّ مَخَافَةَ الْوَلَدِ

অবশ্যই মহিলাদেরকে ধরা হবে তাদের পেট কাটা হবে। অতঃপর পেটে যা আছে বের করে নেয়া হবে। সন্তান ধারণের ভয়ে তা (ভ্রূণ) নষ্ট করবে।[২৭৯]

৯৭. নির্বোধদের শাসন বহাল থাকা (إمارة السفهاء)

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কা'ব ইবনে উজরাহকে বলেন,

«أَعَاذَكَ اللَّهُ مِنْ إِمَارَةِ السُّفَهَاءِ» ، قَالَ: وَمَا إِمَارَةُ السُّفَهَاءِ؟، قَالَ: " أُمَرَاءُ يَكُونُونَ بَعْدِي، لَا يَقْتَدُونَ بِهَدْيِي، وَلَا يَسْتَنُّونَ بِسُنَّتِي، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ لَيْسُوا مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُمْ، وَلَا يَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَأُولَئِكَ مِنِّي وَأَنَا مِنْهُمْ، وَسَيَرِدُوا عَلَيَّ حَوْضِي. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، الصَّوْمُ جُنَّةٌ، وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ، وَالصَّلَاةُ قُرْبَانٌ – أَوْ قَالَ: بُرْهَانٌ – يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ لَحْمٌ نَبَتَ مِنْ سُحْتٍ النَّارُ، أَوْلَى بِهِ. يَا كَعْبُ بْنَ عُجْرَةَ، النَّاسُ غَادِيَانِ: فَمُبْتَاعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا، وَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُوبِقُهَا "

নির্বোধদের শাসন-কর্তৃত্ব হতে আল্লাহ তা'আলা তোমাকে আশ্রয় দিন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, নির্বোধদের শাসন-কর্তৃত্ব কি? তিনি বললেন, আমার পরে এমন শাসকদের আবির্ভাব হবে যারা আমার পথ নির্দেশনা ও সুন্নাত অনুসরণ করবে না। তাদের মিথ্যাকে যারা সত্য মনে করবে আর তাদের যুলুম-অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে, তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আমার হাউযে কাওছারের কাছে আসতে পারবে না। আর পক্ষান্তরে, যারা তাদের মিথ্যাকে সত্য

২৭৯. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬৯)।

মনে করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে না তারা আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত এবং আমিও তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারা আমার হাউযে কাওছারের কাছে আসবে। হে কা'ব ইবনে উজরাহ সিয়াম হচ্ছে ঢাল স্বরূপ আর ছাদাক্বাহ বা দান পাপকে মিটিয়ে দেয়। আর ছ্বলাত হচ্ছে প্রভুর নিকটবর্তীকারী ইবাদত। অথবা তিনি বলেছেন, তা প্রমাণ স্বরূপ। হে কা'ব ইবনে উজরাহ অবৈধ উপায়ে গঠিত শরীর জান্নাতে যাবে না। এ শরীর জাহান্নামের উপযুক্ত। হে কা'ব ইবনে উজরাহ প্রত্যুষে আগমনকারী মানুষ দু' শ্রেণীর। ক. নিজের কু-প্রবৃত্তিকে দমন করে অতঃপর সে একারণে মুক্তি লাভ করবে। খ. কু-প্রবৃত্তির পূজা করে, একারণে সে ধ্বংস হবে।[২৮০]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سَيَلِي أُمُورَكُمْ بَعْدِي، رِجَالٌ يُطْفِئُونَ السُّنَّةَ، وَيَعْمَلُونَ بِالْبِدْعَةِ، وَيُؤَخِّرُونَ الصَّلَاةَ عَنْ مَوَاقِيتِهَا» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَكْتُهُمْ، كَيْفَ أَفْعَلُ؟ قَالَ: «تَسْأَلُنِي يَا ابْنَ أُمِّ عَبْدٍ كَيْفَ تَفْعَلُ؟ لَا طَاعَةَ، لِمَنْ عَصَى اللَّهَ

অচিরেই আমার পরে এমনসব লোক তোমাদের নেতা হবে যারা সুন্নাতকে বিলুপ্ত করবে, বিদ'আতের অনুসরণ করবে এবং নির্দিষ্ট ওয়াক্ত থেকে বিলম্বে ছ্বলাত আদায় করবে। আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমি যদি তাদের যুগ পাই, তবে কি করবো? তিনি বললেন, হে উম্মে আবদ-এর পুত্র! তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করছো যে, তুমি কি করবে? যে আল্লাহর অবাধ্যচরণ করে, তার আনুগত্য করবে না।[২৮১]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ: «أَلَا إِنِّي أُوشِكُ أَنْ أُدْعَى فَأُجِيبَ، فَيَلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِي، يَعْمَلُونَ مَا تَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ مَا تَعْرِفُونَ، وَطَاعَةُ أُولَئِكَ طَاعَةٌ، فَتَلْبَثُونَ كَذَلِكَ زَمَانًا، ثُمَّ يَلِيكُمْ عُمَّالٌ مِنْ بَعْدِهِمْ، يَعْمَلُونَ بِمَا لَا يَعْلَمُونَ، وَيَعْمَلُونَ بِمَا لَا تَعْرِفُونَ، فَمَنْ فادَهُمْ وناصَحَهُمْ فَأُولَئِكَ قَدْ هَلَكُوا وَأَهْلَكُوا، وخَالِطُوهُمْ بِأَجْسَادِكُمْ، وَزَايِلُوهُمْ بِأَعْمَالِكُمْ، واشْهَدُوا عَلَى الْمُحْسِنِ أَنَّهُ مُحْسِنٌ، وَعَلَى الْمُسِيءِ أَنَّهُ مُسِيءٌ»

---

২৮০. মুসনাদ আহমদ (৩/৩২১)।
২৮১. ছ্বহীহঃ ইবনু মাজাহ হা/২৮৬৫।

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের সামনে ভাষণ দান করলেন, অতঃপর তিনি তার ভাষণে বলেন, অচিরেই আমি বিদায় নিব। আমার পরে শ্রমিক লোক তোমাদের নেতৃত্ব দিবে, তোমরা যা জান তারা তাই বলবে, তারা সে কাজই করবে যা তোমরা জান। তখন তাদেরই আনুগত্য থাকবে। তোমরা এমন যুগের অপেক্ষা করো। অতঃপর শ্রমিক লোক তোমাদের নেতৃত্ব দিবে, তোমরা যা জান তারা তাই বলবে, তারা সে কাজই করবে যা তোমরা জান। যারা তাদের প্রতি আসক্ত হবে এবং তাদের শুভাকাঙ্খী হবে, তারা ধ্বংস হবে ও ধ্বংস করবে। তোমরা তাদের সাথে মিশবে এবং তোমরা তোমাদের কর্মের মাধ্যমে তাদের থেকে আলাদা হবে। ভালোকে ভালো ও মন্দকে মন্দ বলেই সাক্ষ্য দিবে।[২৮২]

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«إِنَّهَا سَتَكُونُ أُمَرَاءُ يَكْذِبُونَ وَيَظْلِمُونَ، فَمَنْ صَدَّقَهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَأَعَانَهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ، فَلَيْسَ مِنِّي، وَلَسْتُ مِنْهُ، وَلَا يَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ، وَمَنْ لَمْ يُصَدِّقْهُمْ بِكَذِبِهِمْ، وَلَمْ يُعِنْهُمْ عَلَى ظُلْمِهِمْ فَهُوَ مِنِّي، وَأَنَا مِنْهُ، وَسَيَرِدُ عَلَيَّ الْحَوْضَ»

অচিরেই এমন শাসক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটবে, যারা হবে মিথ্যুক ও অন্যায়কারী। যে তাদের মিথ্যাকে সত্য মনে করবে এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে, সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়, আমিও তার দলে নই। সে হাউযে কাওছারের কাছে আসতে পারবে না। আর যে তাদের মিথ্যাকে সত্য মনে করবে না এবং তাদের অন্যায় কাজে সহযোগিতা করবে না। সে আমার দলভুক্ত, আমিও তার দলভুক্ত। সে আমার হাউযে কাওছারের কাছে আসবে।[২৮৩]

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَكُونُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ يُعَذِّبُونَكُمْ وَيُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ

তোমাদের উপর এমন শাসকগোষ্ঠির আবির্ভাব হবে যারা তোমাদেরকে শাস্তি দিবে, আল্লাহ তা'আলাও তাদেরকে শাস্তি দিবেন।[২৮৪]

---

২৮২. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (৭/১০৫), ছ্বহীহাহ হা/৪৫৭।

২৮৩. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৩৮/২৯৬), ছ্বহীহ ইবনে হিব্বান, সুনানে নাসাঈ হা/৪২০৭।

২৮৪. ছ্বহীহ: ইবনুল জা'আদ (৩৩৮), মুসতাদরাক হাকিম হা/ ৮৫৩৯, (৪/৫৫০)।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَا تَزَالُوا بِخَيْرٍ مَا لَمْ يَكُنْ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ لَا يَرَوْنَ لَكُمْ حَقًّا إِلَّا إِذَا شَاءُوا

তোমরা কল্যাণের সাথেই থাকবে যতদিন না তোমাদের উপর এমন শাসক না আসে যারা তোমাদের জন্য কোন হক্ব পছন্দ করে না তারা যা চায় তা ব্যতীরেকে।[২৮৫]

কাইস ইবনে আবূ হাযেম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, হুযাইফা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন,

«كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا ضَيَّعَ اللَّهُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ» فَقَالَ رَجُلٌ: مَا تَزَالُ تَأْتِينَا بِمُنْكَرَةٍ , يُضَيِّعُ اللَّهُ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ؟ قَالَ: " أَرَأَيْتُمْ إِذَا وَلِيَهَا مَنْ لَا يَزِنُ عِنْدَ اللَّهِ جَنَاحَ بَعُوضَةٍ: أَفَتَرَوْنَ أَمْرَ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ضَاعَ يَوْمَئِذٍ "

তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন আল্লাহ তা'আলা মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিবেন? এক ব্যক্তি বলল, মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের নেতৃত্ব কোন অপরাধে ছিনিয়ে নিবেন? তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো না যখন এমন লোক তোমাদের উপর নেতৃত্ব দিবে, আল্লাহর নিকট মশার ডানা পরিমাণ যার মূল্য থাকবে না। তোমরা মনে করবে, তখন আল্লাহ মুহাম্মাদ ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর উম্মতের নেতৃত্ব ছিনিয়ে নিবেন।[২৮৬]

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ক্বিয়ামত পর্যন্ত ঘটমান সমুদয় ফিতনা সম্পর্কে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন। ফিতনা সম্পর্কীয় কতক বিষয় সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করেছি। তবে মদীনাবাসীকে কোন কারণে মদীনা হতে বের করা হবে সে সম্পর্কে আমি তাকে জিজ্ঞেস করিনি। ইবনে হাজার আসক্বালানী (রহিমাহুল্লাহ) আন-নুকাতুয যুর্‌রাফ গ্রন্থে (৩/৪৭) বলেন, আমি বললাম, এ বিষয়ে আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) জানেন, উমার ইবনু শিব্বাহ তারিখুল মাদিনাহ গ্রন্থে (১/২৭৭-২৭৮) উল্লেখ করেছেন, তিনি বলেন, আবু দাউদ আমাদের নিকট বর্ণনা করেছেন: দু'জনেই ইয়াহিয়া হতে বর্ণনা করেছেন, আবূ জা'ফর বর্ণনা করেন: আবূ হুরাইরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন,

২৮৫. ছ্বহীহ: মুসতাদরাক হাকিম হা/৮৩৪৩, (৪/৪৩৫)।

২৮৬. হাসান: মুহাম্মদ ইবনে আছিম আছ-ছাক্বাফী (১২১), ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৫৭), আবূ নাঈম (১/২৮০)।

" لَيَخْرُجَنَّ أَهْلُ الْمَدِينَةِ مِنَ الْمَدِينَةِ خَيْرَ مَا كَانَتْ. قِيلَ: مَنْ يُخْرِجُهُمْ مِنْهَا يَا أَبَا هُرَيْرَةَ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ السُّوءِ "

অবশ্যই মদীনাবাসীদেরকে তাদের কল্যাণকর বিষয় হতে বের করে দেয়া হবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আবূ হুরাইরা! কারা তাদেরকে বের করে দিবে? তিনি বললেন, নিকৃষ্ট শ্রেণীর শাসক।[২৮৭]

মুয়াবিয়া (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَكُونُ أُمَرَاءُ , فَلَا يُرَدُّ عَلَيْهِمْ , يَتَهَافَتُونَ فِي النَّارِ يَتْبَعُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا

এমন শাসক শ্রেণীর আবির্ভাব হবে যাদের বিরোধীতা করা যাবে না।[২৮৮] তারা পরস্পর আগুনে ঝাপ দিলেও কতিপয় তাদের অনুসরণ করবে।[২৮৯]

৯৮. উম্মতের একে অপরের বিরোধী হওয়া (خروج الأمة بعضها على بعض)

ওয়াছিলা ইবনে আসক্বা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: " أَتَزْعُمُونَ أَنِّي آخِرِكُمْ وَفَاةً، أَلَا إِنِّي مِنْ أَوَّلِكُمْ وَفَاةً، وَتَتْبَعُونِي أَفْنَادًا، يُهْلِكُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا "

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন, অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি মনে করো যে, আমি তোমাদের শেষে মৃত্যু বরণ করবো! জেনে রাখো, আমিই তোমাদের আগে মৃত্যু বরণ করবো। তোমাদের দলবদ্ধ[২৯০] কিছু মানুষ আমার অনুসরণ করবে। যাদের কতিপয় কতেককে ধ্বংস করবে।[২৯১]

---

২৮৭. তারিখে মদীনা, ইবনে শাইবা (১/২৭৭)।

২৮৮. অর্থাৎ যারা বাতিল-অন্যায় কথা বলবে, তাদের জঘন্য অন্যায় ও পাপাচারিতার বিরুদ্ধে কেউ কথার বলার সাহস পাবে না।

২৮৯. আবূ ইয়া'লার বর্ণনা: মুসনাদ: (১৩/৩৬৭), তাবারানীর বর্ণনা: আল- আওসাত্ব (৫৪৪৪)। আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি তার ছ্বহীহাহ গ্রন্থে উল্লেখ করেন। আছ-ছ্বহীহাহ হা/১৭৯০।

২৯০. অর্থাৎ বিভিন্ন দল।

২৯১. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (২৮/১৮৬)।

ইবনে উমার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

আমার পরে তোমরা পরস্পরের মাঝে যুদ্ধ করে কাফির হয়ে দীন হতে মুখ ফিরিয়ে নিও না।[২৯২]

হুযাইফাহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ مَا أَتَخَوَّفُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ، وَكَانَ رِدْئًا لِلْإِسْلَامِ، غَيَّرَهُ إِلَى مَا شَاءَ اللَّهُ، فَانْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ، وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ

আমি এমন লোকের ব্যাপারে আশঙ্কাবোধ করি যে, কুরআন পড়েছে, এমনকি তাকে হাস্যেজ্জল দেখা গেছে এবং সে ইসলামের সহায়কও ছিল। যে দিকে ইচ্ছা আল্লাহ তাকে পরিবর্তন করে দিবেন। তার থেকে খুলে যাবে ইসলামের খোলস। তার পূর্বের আমল সে ত্যাগ করবে। সে তার প্রতিবেশির উপর অস্ত্র ধারণ করবে এবং সে তাকে শিরকে লিপ্ত করবে। রাবী বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম হে আল্লাহর রসূল! শিরকের লিপ্ত হওয়ার ক্ষেত্রে কে বেশি মারাত্মক শিরকে লিপ্তকারী নাকি যাকে শিরকে লিপ্ত করা হয়েছে?[২৯৩]

৯৯. বাইতুল মুকাদ্দাসের উপর কাফিরদের কর্তৃত্বলাভ।

(استيلاء الكفار على بيت المقدس)

আবূ যার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَذَاكَرْنَا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّمَا أَفْضَلُ: مَسْجِدُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، أَوْ مَسْجِدُ بَيْتِ الْمَقْدِسِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «صَلَاةٌ فِي

---

২৯২. ছ্বহীহ বুখারী হা/১২১।

২৯৩. ছ্বহীহ ইবনু হিব্বান (১/২৮১), তাফসীর ইবনে কাছীরে আবূ ই'য়ালার বর্ণনাঃ (২/২২৬), বায্যার এর বর্ণনা, (৭/২২০), ইমাম বুখারীর তারীখ গ্রন্থঃ (৪/৩০১), ইবনু কাছীর বলেন, সনদটি উত্তম, ছ্বহীহাহ হা/৩২০১।

مَسْجِدِي أَفْضَلُ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ فِيهِ، وَلَنِعْمَ الْمُصَلَّى، وَلَيُوشِكَنَّ أَنْ يَكُونَ لِلرَّجُلِ مِثْلُ سِيَةِ قَوْسِهِ مِنَ الْأَرْضِ حَيْثُ يَرَى بَيْتَ الْمَقْدِسِ خَيْرًا لَهُ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»

তিনি আমাদের মাঝে আলোচনা করেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট ছিলাম। (আলোচনা হয় এ বিষয়ে যে,) কোন মসজিদ উত্তম নাবীর মসজিদ নাকি বাইতুল মুকাদ্দাস? অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আমার মসজিদে এক ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায় করা বাইতুল মুকাদ্দাসে চার ওয়াক্ত ছ্বলাত আদায়ের চেয়ে উত্তম। আমার মসজিদে ছ্বলাত আদায়ের জায়গা কতই না উত্তম। অচিরেই লোকের জন্য জায়গা থাকবে ধনুকের উভয় পার্শ্বের বাঁকানো প্রান্তের মত।[২৯৪] এমনকি দুনিয়া এবং তাতে যা কিছু আছে তার চেয়ে সে বাইতুল মুকাদ্দাসকে তার জন্য উত্তম মনে করবে।[২৯৫]

১০০. উম্মতের কর্তৃত্ব পূর্ণতা পাবে যেমন রাত-দিন পূর্ণ হয়।

(بلوغ ملك الأمة ما بلغ الليل والنهار)

ছাওবান (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللهَ زَوَى لِي الْأَرْضَ، فَرَأَيْتُ مَشَارِقَهَا وَمَغَارِبَهَا، وَإِنَّ أُمَّتِي سَيَبْلُغُ مُلْكُهَا مَا زُوِيَ لِي مِنْهَا، وَأُعْطِيتُ الْكَنْزَيْنِ الْأَحْمَرَ وَالْأَبْيَضَ، وَإِنِّي سَأَلْتُ رَبِّي لِأُمَّتِي أَنْ لَا يُهْلِكَهَا بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا يُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، فَيَسْتَبِيحَ بَيْضَتَهُمْ، وَإِنَّ رَبِّي قَالَ: يَا مُحَمَّدُ إِنِّي إِذَا قَضَيْتُ قَضَاءً فَإِنَّهُ لَا يُرَدُّ، وَإِنِّي أَعْطَيْتُكَ لِأُمَّتِكَ أَنْ لَا أُهْلِكَهُمْ بِسَنَةٍ عَامَّةٍ، وَأَنْ لَا أُسَلِّطَ عَلَيْهِمْ عَدُوًّا مِنْ سِوَى أَنْفُسِهِمْ، يَسْتَبِيحُ بَيْضَتَهُمْ، وَلَوِ اجْتَمَعَ عَلَيْهِمْ مَنْ بِأَقْطَارِهَا – أَوْ قَالَ مَنْ بَيْنَ أَقْطَارِهَا – حَتَّى يَكُونَ بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضًا، وَيَسْبِي بَعْضُهُمْ بَعْضًا

২৯৪. سية القوس অর্থাৎ ধনুকের উভয় পার্শ্বের বাঁকানো প্রান্ত ।

২৯৫. মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০৯), যিয়ার বর্ণনাঃ ফাযাইলু বাইতিল মুকাদ্দাস (১/৫২), মুজামুল আওসাত্ব, তাবারানী (৮/১৪৮)।

আমার জন্য দুনিয়াকে আল্লাহ তা'আলা সংকুচিত করেন।[২৯৬] ফলে আমি এর পূর্ব পশ্চিম সকল দিক দর্শন করি। আমার জন্য দুনিয়ার যেটুকু পরিমাণ সংকুচিত করা হয়েছে, আমার উম্মতের রাজত্ব শীঘ্রই ততদূর পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করবে। আর আমাকে লাল-সাদা (সোনা-রুপা) দু'টি খনিজ ভান্ডারই প্রদান করা হয়েছে। অধিকন্তু আমি আমার উম্মতের জন্য আমার প্রভূর নিকট আবেদন করেছি যে, তিনি যেন তাদেরকে মারাত্মক দুর্ভিক্ষে ফেলে ধ্বংস না করে দেন এবং তাদের ব্যতীত বিজাতি দুশমনদেরকে যেন তাদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে না দেন যাতে তারা তাদেরকে সমূলে ধ্বংস না করার সুযোগ পেতে পারে।[২৯৭] আমার প্রভু বলেন, হে মুহাম্মাদ! আমি কোন ফায়ছালা করলে তা কোন ক্রমেই পরিবর্তিত হওয়ার নয়। আমি তোমার উম্মতের জন্য কবুল করলাম যে, প্রচন্ড দুর্ভিক্ষের মাধ্যমে তাদের ধ্বংস করবো না, তাদের নিজেদের ব্যতীত অন্য কোন দুশমনদেরকে তাদের উপর আধিপত্যশালী করব না যাতে তারা তোমার উম্মতকে বিনাশ করতে সুযোগ পায়, এমনকি দুনিয়ার সকল অঞ্চল হতে তারা একজোট হয়ে এলেও। তবে তারা পরস্পর পরস্পরকে ধ্বংস করবে এবং কতক কতককে বন্দী করবে।[২৯৮]

১০১. সিরিয়াবাসীদের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া (إذا فسد أهل الشام)

কুররা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِذَا فَسَدَ أَهْلُ الشَّامِ فَلَا خَيْرَ فِيكُمْ، لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي مَنْصُورِينَ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَذَلَهُمْ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

সিরিয়াবাসীরা যখন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে তখন তোমাদের মাঝে কোন কল্যাণ থাকবে না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল সদা সাহায্যে প্রাপ্ত হতে থাকবে যারা তাদের ধ্বংস করতে চাইবে তারা তাদের কোন ক্ষতিই করতে পারবে না।[২৯৯]

---

২৯৬. অর্থাৎ একত্রিত ও মিলিত এমন অবস্থা।
২৯৭. লোকেদের শাসকের রাজত্বের জায়গা।
২৯৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৯।
২৯৯. ছ্বহীহ: তিরমিযী হা/২১৯২।

১০২. খিয়ানতকারী ও মিথ্যা সাক্ষীর প্রকাশ (ظهور الخلوف)

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

«خَيْرُكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ» – قَالَ عِمْرَانُ: لاَ أَدْرِي أَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدُ قَرْنَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةً – قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ بَعْدَكُمْ قَوْمًا يَخُونُونَ وَلاَ يُؤْتَمَنُونَ، وَيَشْهَدُونَ وَلاَ يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلاَ يَفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمُ السِّمَنُ»

তোমাদের জন্য আমার যুগ হচ্ছে উত্তম। অতঃপর পরবর্তীদের যুগ, অতঃপর তার পরের যুগ। ইমরান বলেন, আমি জানি না, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার যুগের পরের দু'যুগ নাকি তিন যুগের কথা উল্লেখ করেছেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তোমাদের পরে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে যারা আমানতের খিয়ানত করবে, তাদেরকে আমানত দেয়া হবে না। তারা সাক্ষ্য দিতে চাইবে, তাদেরকে সাক্ষী করা হবে না। তারা মানত করবে কিন্তু তা পূরণ করবে না। তাদের মাঝে গুরুগম্ভীর কথা প্রকাশ পাবে।[৩০০]

১০৩. ফাসাদ (বিশৃঙ্খলা) সৃষ্টির সময় দীনের উপর টিকে থাকা ব্যক্তির অবস্থা (حال المتمسك بدينه عند وقوع الفساد)

আনাস ইবনে মালিক (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ الصَّابِرُ فِيهِمْ عَلَى دِينِهِ كَالقَابِضِ عَلَى الجَمْرِ

মানুষের উপর এমন যুগ আসবে যখন তার পক্ষে দীনের উপর ধৈর্য ধারণ করে থাকাটা জ্বলন্ত অঙ্গার মুষ্টিবদ্ধ করে রাখা ব্যক্তির মতো কঠিন হবে।[৩০১]

---

৩০০. অর্থাৎ অধিক হৃষ্টপুষ্ট, ছ্বহীহ বুখারী হা/২৬৫১, ছ্বহীহ মুসলিম (৪/১৯৬৪)।
৩০১. ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/২২৬০।

১০৪. ফিতনাসমূহের ধারাবাহিকতা (تتابع الآيات إذا وقعت)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الآيَاتُ خَرَزَاتٌ مَنْظُومَاتٌ فِى سِلْكٍ فَإِنْ يُقْطَعِ السِّلْكُ يَتْبَعْ بَعْضُهَا بَعْضاً

নিদর্শনসমূহ সূতায় বাধা পুতির মত। অতঃপর যদি সূতা ছিড়ে যায় তাহলে পর্যায়ক্রমে তা (পুতি) পড়তে থাকে।[৩০২]

১০৫. মদীনা ত্যাগ করা (هجر المدينة المنورة)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ يَدْعُو الرَّجُلُ ابْنَ عَمِّهِ وَقَرِيبَهُ: هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، هَلُمَّ إِلَى الرَّخَاءِ، وَالْمَدِينَةُ خَيْرٌ لَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَا يَخْرُجُ مِنْهُمْ أَحَدٌ رَغْبَةً عَنْهَا إِلَّا أَخْلَفَ اللهُ فِيهَا خَيْراً مِنْهُ، أَلَا إِنَّ الْمَدِينَةَ كَالْكِيرِ، تُخْرِجُ الْخَبِيثَ، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَنْفِيَ الْمَدِينَةُ شِرَارَهَا، كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ خَبَثَ الْحَدِيدِ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, লোকদের উপর এমন এক সময় আসবে যখন কোন ব্যক্তি তার চাচাতো ভাইকে এবং নিকট আত্মীয়কে ডেকে বলবে, এসো, কোন উর্বর এলাকায় গিয়ে বসতি স্থাপন করি, এসো, কোন শস্য-শ্যামল এলাকায় গিয়ে বাস করি। কিন্তু মদিনাই তাদের জন্য উত্তম যদি তারা জানতো! সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! যদি কোন ব্যক্তি মদিনার উপর বিরক্ত হয়ে চলে যায় তবে আল্লাহ তা'আলা তার চাইতে উত্তম ব্যক্তি তার স্থলবর্তী করবেন। সাবধান! মদিনা হচ্ছে হাপর তুল্য, যা নিজের মধ্যে থেকে নিকৃষ্ট জিনিস (ময়লা) বের করে দেয়। ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ মদিনা তার বুক থেকে নিকৃষ্ট লোকদের বের করে না দিবে যেমন হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়।[৩০৩]

---

৩০২. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (২/২১৯), ছ্বহীহাহ হা/১৭৬২।
৩০৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৮১।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

يَتْرُكُونَ الْمَدِينَةَ عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتْ، لاَ يَغْشَاهَا إِلَّا الْعَوَافِ – يُرِيدُ عَوَافِيَ السِّبَاعِ وَالطَّيْرِ – وَآخِرُ مَنْ يُحْشَرُ رَاعِيَانِ مِنْ مُزَيْنَةَ، يُرِيدَانِ الْمَدِينَةَ، يَنْعِقَانِ بِغَنَمِهِمَا فَيَجِدَانِهَا وَحْشًا، حَتَّى إِذَا بَلَغَا ثَنِيَّةَ الْوَدَاعِ، خَرَّا عَلَى وُجُوهِهِمَا

তোমরা উত্তম অবস্থায় মদিনাকে রেখে যাবে।[৩০৪] আর জীবিকা অন্বেষণে বিচরণকারী[৩০৫] অর্থাৎ পশু-পাখি ছাড়া আর কেউ একে আচ্ছন্ন করে নিতে পারবে না। সবশেষে যাদের মদিনাতে একত্রিত করা হবে তারা হলো মুযায়না গোত্রের দু'জন রাখাল। তারা তাদের বকরীগুলোকে হাঁক-ডাক[৩০৬] দিয়ে নিয়ে যাওয়ার উদ্দেশ্যেই মদিনাতে আসবে। এসে দেখবে মদিনা বন্য পশুতে[৩০৭] ছেয়ে আছে। এরপর তারা ছানিয়াতুল-বিদা নামক স্থানে পৌঁছতেই মুখ থুবড়ে পড়ে যাবে।[৩০৮]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَتُتْرَكَنَّ الْمَدِينَةُ عَلَى أَحْسَنِ مَا كَانَتْ، حَتَّى يَدْخُلَ الْكَلْبُ أَوِ الذِّئْبُ فَيُغَذِّي عَلَى بَعْضِ سَوَارِي الْمَسْجِدِ أَوْ عَلَى الْمِنْبَرِ»، فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَلِمَنْ تَكُونُ الثِّمَارُ ذَلِكَ الزَّمَانَ، قَالَ: «لِلْعَوَافِي الطَّيْرِ وَالسِّبَاعِ

অবশ্যই মদিনাকে উত্তম অবস্থায় ছেড়ে যাওয়া হবে। এমনকি তাতে প্রবেশ করবে কুকুর অথবা বাঘ।[৩০৯] অতঃপর মসজিদ অথবা মিম্বরের কতিপয় খুঁটিতে[৩১০] এ প্রাণীগুলো পেশাব করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল! ঐ যুগে

---

৩০৪. অর্থাৎ পূর্ব হতেই উত্তম অবস্থায় থাকা।

৩০৫. العوافي শব্দটি عافية এর বহুবচন, যা জীবিকা অন্বেষণ করে এমন।

৩০৬. অর্থাৎ চিৎকার করে তারা ডাকবে।

৩০৭. অর্থাৎ এমন জায়গা যেখানে কেউ নেই।

৩০৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/ ১৮৭৪, ফতহুল বারী), ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৩৮৯।

৩০৯. অর্থাৎ পশু পেশাব করবে।

৩১০. আব্দুল বার বলেন, অর্থাৎ বাঘ মসজিদের খুঁটি অথবা কাঠগড়ায় পেশাব করবে। ঐ সময় মদীনা হবে জনশূন্য। মানুষ মদীনা হতে বের হয়ে যাবে। ইসলামের পরিবর্তন ঘটবে। এমনকি মসজিদ সংরক্ষনে কোন প্রহরীও থাকবে না।

কাদের জন্য উপকারিতা থাকবে? তিনি বললেন, জীবিকা অন্বেষণকারী পাখি ও হিংস্র জন্তুর জন্য।[৩১১]

১০৬. গানের সুরে কুরআন পাঠ করা/কুরআনকে গান বানিয়ে নেয়া।

(اتخاذ القرآن أغاني)

উলাইম (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنَّا جُلُوسًا عَلَى سَطْحٍ مَعَنَا رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ يَزِيدُ: لَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَبْسًا الْغِفَارِيَّ، وَالنَّاسُ يَخْرُجُونَ فِي الطَّاعُونِ، فَقَالَ عَبَسٌ: يَا طَاعُونُ خُذْنِي، ثَلَاثًا يَقُولُهَا، فَقَالَ لَهُ عُلَيْمٌ: لِمَ تَقُولُ هَذَا؟ أَلَمْ يَقُلْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَتَمَنَّى أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ فَإِنَّهُ عِنْدَ انْقِطَاعِ عَمَلِهِ، وَلَا يُرَدُّ فَيُسْتَعْتَبَ» فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " بَادِرُوا بِالْمَوْتِ سِتًّا: إِمْرَةَ السُّفَهَاءِ، وَكَثْرَةَ الشُّرَطِ، وَبَيْعَ الْحُكْمِ، وَاسْتِخْفَافًا بِالدَّمِ، وَقَطِيعَةَ الرَّحِمِ، وَنَشْوًا يَتَّخِذُونَ الْقُرْآنَ مَزَامِيرَ يُقَدِّمُونَهُ يُغَنِّيهِمْ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْهُمْ فِقْهًا "

আমরা ছাদের উপর বসা ছিলাম। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন ছাহাবী আমাদের সাথে ছিলেন। ইয়াযিদ বলেন, আমি আবাস আল-গিফারী ছাড়া তাকে চিনি না। লোকেরা ত্বাউনের ব্যাপারে সমালোচনা করতে লাগলো। অতঃপর আবাস বললো, হে ত্বাউন তুমি আমাকে গ্রহণ করো; কথাটি তিনি তিনবার বললেন। অতঃপর উলাইম তাকে বললেন, তুমি এভাবে বলছো কেন? রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি, তোমাদের কেউ যেন মৃত্যু কামনা না করে, (মৃত্যুর কারণে) আমল বন্ধ হয়ে গেলে তা রদ করা যাবে না, তাই মানুষ (মৃত্যুর সময়) অনুগ্রহ পেতে চাইবে। তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কাছে শুনেছি, ছয়টি বিষয়ে তোমরা মৃত্যুর জন্য তাড়াহুড়া করবে। নির্বোধদের নেতৃত্ব, অধিক শর্তারোপ, বিচার ফায়ছালার পরিবর্তন,[৩১২] হত্যা কান্ডকে গুরুত্বহীন মনে করা, আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হওয়া, লোকেরা কুরআনকে

---

৩১১. মুয়াত্তা মালেক (২/৮৮৮)।

৩১২. ঘুষের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে, যার দ্বারা দীন পরিবর্তন হবে।

বাঁশি স্বরূপ গ্রহণ করবে এবং লোকের সামনে গানের সুরে তা উপস্থাপন করবে যদিও তাদের জ্ঞান-বুদ্ধি কম।[৩১৩]

১০৭. পার্থিব উদ্দেশ্যে মসজিদে গোলাকার হয়ে বসা (حلقات للدنيا في المساجد)

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَجْلِسُونَ فِي الْمَسَاجِدِ حِلَقًا حِلَقًا، إِمَامُهُمُ الدُّنْيَا، فَلَا تُجَالِسُوهُمْ؛ فَإِنَّهُ لَيْسَ لِلَّهِ فِيهِمْ حَاجَةٌ

অচিরেই শেষ যুগে এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব ঘটবে যারা মসজিদে বসবে গোলাকার হয়ে। তাদের নেতা হবে দুনিয়ামুখী। তোমরা তাদের মজলিশে বসবে না। তাদের ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলার কোন প্রয়োজনীয়তা নেই।[৩১৪]

১০৮. বক্তার সংখ্যা বৃদ্ধি হওয়া এবং আলিমদের সংখ্যা কমে যাওয়া।

(كثرة الخطباء وقلة العلماء)

আবূ যার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّكُمُ الْيَوْمَ فِي زَمَانٍ كَثِيرٍ عُلَمَاؤُهُ، قَلِيلٍ خُطَبَاؤُهُ، مَنْ تَرَكَ عُشْرَ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ هَوَى، وَيَأْتِي مِنْ بَعْدُ زَمَانٌ كَثِيرٌ خُطَبَاؤُهُ، قَلِيلٌ عُلَمَاؤُهُ، مَنِ اسْتَمْسَكَ بِعُشْرِ مَا يَعْرِفُ فَقَدْ نَجَا

তোমাদের আজকের এ যুগে আলিমের সংখ্যা বেশি এবং বক্তার সংখ্যা কম। যে যা কিছু জানে তার এক দশমাংশ পরিত্যাগ করলে সে নিচে নেমে যাবে। আর এ যুগের পরে এমন যুগ আসবে তাতে বক্তার সংখ্যা হবে বেশি আলিমের সংখ্যা হবে কম। যে যা কিছু জানে তার এক দশমাংশ আঁকড়ে ধরে সে মুক্তি পাবে।[৩১৫]

---

৩১৩. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৩/৪৯৪)।
৩১৪. তাবরানীর বর্ণনা: আল-কাবির (১০/১৯৮)।
৩১৫. ইমাম বুখারী তার তারিখ গ্রন্থে (২/৩৭৪) বর্ণনা করেন, সিলসিলাহ ছ্বহীহাহ হা/২৫১০।

১০৯. ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদ সৃষ্টি হওয়া (اختلاف الإخوان)

মাইমুনাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا مَرِجَ الدِّينُ وَظَهَرَتْ الرَّغْبَةُ، وَسُفِكَ الدَّمُ، وَظَهَرَتِ الزِّينَةُ وَشَرُفَ الْبُنْيَانُ وَاخْتَلَفَ الْإِخْوَانُ , وَحُرِّقَ الْبَيْتُ الْعَتِيقُ؟

তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন দীন হবে বিশৃঙ্খলাপূর্ণ,[৩১৬] কু-প্রবৃত্তি (মন্দ) প্রকাশ পাবে,[৩১৭] রক্তপাত ঘটবে, চাকচিক্য প্রকাশ পাবে, অট্টালিকা হবে মর্যাদার কারণ, ভাইয়ে ভাইয়ে হবে বিরোধ এবং কা'বা ঘর পুড়িয়ে দেয়া হবে!?[৩১৮]

১১০. যা ইচ্ছা তাই বলে মুমিনের সাথে মুশরিকের তর্কবিতর্ক করা।

(مجادلة المشرك للمؤمن بمثل ما يقول)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَيَأْتِي عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ تَكْثُرُ فِيهِ الْقُرَّاءُ، وَتَقِلُّ الْفُقَهَاءُ وَيُقْبَضُ الْعِلْمُ، وَيَكْثُرُ الْهَرْجُ» قَالُوا: وَمَا الْهَرْجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «الْقَتْلُ بَيْنَكُمْ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ زَمَانٌ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ رِجَالٌ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ، ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ زَمَانٌ يُجَادِلُ الْمُنَافِقُ الْكَافِرُ الْمُشْرِكُ بِاللَّهِ الْمُؤْمِنَ بِمِثْلِ مَا يَقُولُ

অচিরেই আমার উম্মতের উপর এমন যুগ আসবে যখন ক্বারীদের (হাফেয) সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে, ফক্বীহদের সংখ্যা কমে যাবে, জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে, (হারজ) হত্যা

---

৩১৬. দীনের ভিতর মিশ্রণ ঘটবে এবং বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

৩১৭. দুনিয়ার প্রতিমোহ সৃষ্টি হবে।

৩১৮. البيت العتيق বলতে কা'বা ঘর বুঝানো হয়েছে। ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬০), ছ্বহীহাহ হা/২৭৪৪।

কান্ড বেড়ে যাবে, লোকেরা জিজ্ঞেস করলো হারজ কি? হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, তোমাদের পরস্পরের মাঝে হত্যাকান্ড। অতঃপর এরপরে এমন যুগ আসবে তাতে লোকেরা কুরআন তিলাওয়াত করবে কিন্তু কুরআন তাদের কণ্ঠনালী পর্যন্ত পৌঁছবে না। এরপরে এমন যুগ আসবে যখন মুনাফিক, কাফির ও মুশরিক আল্লাহ সম্পর্কে যা-তা বলে মুমিনের সাথে তর্ক করবে।[৩১৯]

১১১. কুরআনের মুতাশাবিহ (অস্পষ্ট) আয়াতের অনুসরণকারী সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হওয়া (قوم يتبعون المتشابه من القرآن)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَلاَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ هَذه الآيَةَ: {هُوَ الَّذي أَنزَلَ عَلَيْكَ الكتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الكتَاب وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذينَ في قُلُوبهمْ زَيْغٌ فَيَتَّبعُونَ مَا تَشَابَهَ منْهُ ابْتغَاءَ الفتْنَة وَابْتغَاءَ تَأْويله وَمَا يَعْلَمُ تَأْويلَهُ إِلاَّ اللَّهُ وَالرَّاسخُونَ في العلْم يَقُولُونَ آمَنَّا به كُلٌّ مِّنْ عند رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلاَّ أُوْلُوا الأَلْبَاب} [آل عمران:٧] قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ: «فَإِذَا رَأَيْت الَّذينَ يَتَّبعُونَ مَا تَشَابَهَ منْهُ فَأُولَئك الَّذينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ»

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, তিনিই তোমার উপর কিতাব নাযিল করেছেন, এর মধ্যে আছে মুহকাম আয়াতসমূহ। এগুলো কিতাবের মূল, আর অন্যগুলো মুতাশাবিহ্। ফলে যাদের অন্তরে রয়েছে সত্যবিমূখ প্রবণতা, তারা ফিতনার উদ্দেশ্যে ও ভুল ব্যাখ্যার অনুসন্ধানে মুতাশাবিহ্ আয়াতগুলোর পেছনে লেগে থাকে। অথচ আল্লাহ ব্যতীত কেউ এর ব্যাখ্যা জানে না। আর যারা জ্ঞানে পরিপক্ক, তারা বলে, আমরা এগুলোর প্রতি ঈমান আনলাম, সবগুলো আমাদের রবের পক্ষ থেকে। আর বিবেক সম্পন্নরাই উপদেশ গ্রহণ করে (আলে ইমরান ৩:৭)। তিনি (আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা দেখবে যে, যারা কুরআনের মুতাশাবিহ

৩১৯. ছ্বহীহ মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫০৪)। তাবরানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (৩/৩১৯)। দার্‌রাজ ব্যতীত হাদীছের সকল রাবীই বিশস্ত। আবুল হাইছাম ছাড়া তার বর্ণনায় হাদীছটি হাসান। এব্যাপারে শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহর স্বীকৃতি রয়েছে।

আয়াতের অনুসরণ করছে, তাদেরকেই আল্লাহ তা'আলা (গোমরাহী) অভিহিত করেছেন, তোমরা তাদেরকে বর্জন করো।[৩২০]

১১২. রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর প্রতি মিথ্যারোপ প্রকাশ পাওয়া (ظهور الكذب عليه صلى الله عليه وسلم)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ دَجَّالُونَ كَذَّابُونَ، يَأْتُونَكُمْ مِنَ الْأَحَادِيثِ بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا أَنْتُمْ، وَلَا آبَاؤُكُمْ، فَإِيَّاكُمْ وَإِيَّاهُمْ، لَا يُضِلُّونَكُمْ، وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ

শেষ যুগে মিথ্যুক দাজ্জালের আবির্ভাব ঘটবে যারা তোমাদের কাছে এমন কতিপয় হাদীছ নিয়ে আসবে যা তোমরা শুনোনি এবং তোমাদের পূর্ব পুরুষরাও কখনো শুনেনি। তোমরা তাদের থেকে নিজেরা সতর্ক থাকবে। যাতে তারা তোমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে না পারে এবং ফিতনায় না ফেলে।[৩২১]

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ فِي الْبَحْرِ شَيَاطِينَ مَسْجُونَةً، أَوْثَقَهَا سُلَيْمَانُ، يُوشِكُ أَنْ تَخْرُجَ، فَتَقْرَأَ عَلَى النَّاسِ قُرْآنًا

সমুদ্রের মধ্যে বহু শয়তান বন্দী হয়ে আছে। সুলাইমান আলাইহিস সালাম এগুলোকে বন্দী করেছিলেন। শীঘ্রই এগুলো সেখান থেকে বের হয়ে পড়বে এবং লোকদেরকে কুরআন পাঠ করে শুনাবে।[৩২২]

---

৩২০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৪৫৪৭। বায়হাক্বী রহি. বলেন, অচিরেই এমন বিদ'আতী দেখা যাবে, যারা মুহকাম (বিধান সম্বলিত) আয়াত পরিত্যাগ করে মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট) আয়াতের অপব্যাখ্যা নিয়ে ফিতনা সৃষ্টি করবে এবং তাদের অনুসারীরাও তাই করবে। আমরা আল্লাহ তা'আলার নিকট সুন্নাতের উপর আমলের তাওফীক কামনা করি আর বক্রপথ অবলম্বনকারী বিদ'আতীদের অনুসরণ থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। দালাইলুন নবুওয়াহ (৬/৫৪৫)। অতঃপর তিনি আইয়ুব থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি প্রবৃত্তি পূজারী (বিদ'আতী) সম্পর্কে এতটুকুই জানি যে, তারা কেবল মুতাশাবিহ আয়াত নিয়েই অনর্থক তর্কে লিপ্ত হয়।

৩২১. ছ্বহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ ছ্বহীহাহ (১/১২)।

৩২২. ছ্বহীহ মুসলিম, মুকাদ্দামাহ ছ্বহীহাহ (১/১২)।

১১৩. আগুন বের হওয়া, যা মানুষকে একত্রিত করবে (خروج النار التي تحشر الناس)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَتَخْرُجُ نَارٌ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مِنْ بَحْرِ حَضْرَمَوْتَ، أَوْ مِنْ حَضْرَمَوْتَ تَحْشُرُ النَّاسَ» . قَالُوا: فَبِمَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «عَلَيْكُمْ بِالشَّامِ»

অচিরেই ক্বিয়ামতের পূর্বে হাযরা মাউতের সমুদ্র হতে আগুন বের হবে, যা মানুষকে একত্রিত করবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আল্লাহর রসূল ঐ অবস্থায় আপনি আমাদেরকে কি নির্দেশ দিবেন? তিনি বললেন, তোমাদের উচিত সিরিয়ার দিকে গমন করা।[৩২৩]

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أَوَّلُ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ نَارٌ تَحْشُرُ النَّاسَ مِنَ الْمَشْرِقِ إِلَى الْمَغْرِبِ

ক্বিয়ামতের শর্তসমূহের প্রথম হচ্ছে আগুন বের হয়ে তা মানুষকে পূর্ব দিগন্ত হতে পশ্চিম দিগন্তে তাড়িয়ে একত্রিত করবে।[৩২৪]

১১৪. আমলবিহীন বক্তব্য পেশ (قوم يقولون ما لا يعملون)

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مِنَ اقْتِرَابِ السَّاعَةِ أَنْ تُرْفَعَ الْأَشْرَارُ وَتُوضَعَ الْأَخْيَارُ، وَيُفْتَحَ الْقَوْلُ وَيُخْزَنَ الْعَمَلُ، وَيُقْرَأَ بِالْقَوْمِ الْمُثَنَّاةُ لَيْسَ فِيهِمْ أَحَدٌ يُنْكِرُهَا» قِيلَ: وَمَا الْمُثَنَّاةُ؟ قَالَ: «مَا اكْتُتِبَتْ سِوَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ»

---

৩২৩. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৯/১৪৫), ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৭১)।

৩২৪. ছ্বহীহ বুখারী (৯/৭৩) মু'আল্লাক হিসেবে বর্ণিত।

ক্বিয়ামতের নিকটবর্তী বিষয় হচ্ছে খারাপ লোকদের সম্মান করা, ভালো লোকদের অসম্মান করা, কথার ছড়াছড়ি ও আমল বর্জন করা।[৩২৫] তিনি মুছান্নাত সম্প্রদায়ের কথা উল্লেখ করলেন, যাদের কেউ তা অপছন্দ করবে না। রসূল কে জিজ্ঞেস করা হলো মুছান্নাত কি? তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলার কিতাব ব্যতীরেকেই যারা কোন কিছু লিপিবদ্ধ করে।[৩২৬]

১১৫. অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রকাশ পাওয়া (ظهور الفحش والتفحش)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনে আস (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ اللهَ يُبْغِضُ الْفُحْشَ وَالتَّفَحُّشَ، وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّد بِيَده، لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُخَوَّنَ الْأَمِينُ، وَيُؤْتَمَنَ الْخَائِنُ، حَتَّى يَظْهَرَ الْفُحْشُ وَالتَّفَحُّشُ، وَقَطِيعَةُ الْأَرْحَامِ، وَسُوءُ الْجِوَارِ

আল্লাহ তা'আলা রাগান্বিত হন অশ্লীলতা[৩২৭] ও বেহায়াপনার কারণে। সেই সত্তার কসম যার হাতে মুহাম্মদের প্রাণ! ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না আমানতদার খিয়ানত করবে এবং খিয়ানতকারীকে আমানতদার নিয়োগ করা হবে, যতক্ষণ না অশ্লীলতা-বেহায়াপনা প্রকাশ পাবে,[৩২৮] আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন হবে এবং মন্দ প্রতিবেশি থাকবে।[৩২৯]

---

৩২৫. অর্থাৎ তারা এমন কথা বলবে, যা তারা নিজেরাই করে না। তারা উত্তম কথা বলবে কিন্তু আমল করবে খারাপ।

৩২৬. ছ্বহীহ মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৯৭)।

৩২৭. অর্থাৎ প্রত্যেক এমন অশ্লীল যা কথা ও কর্মের মাধ্যমে ঘটে।

৩২৮. অশ্লীলতায় লিপ্ত থাকা।

৩২৯. ছ্বহীহঃ মুসনাদ আহমদ (৬/৩৫০)।

১১৬. খারাপ চরিত্র প্রকাশ পাওয়া (سوء الأخلاق)

আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَةِ أَنْ يَظْهَرَ الْفُحْشُ، وَالتَّفَحُّشُ، وَسُوءُ الْخُلُقِ، وَسُوءُ الْجِوَارِ

ক্বিয়ামতের শর্তসমূহের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে অশ্লীলতা-বেহায়াপনা, খারাপ চরিত্র ও খারাপ প্রতিবেশি প্রকাশ পাওয়া।[৩৩০]

১১৭. গোলাম অধিপতি হবে يملك الناس رجل من الموالي

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى يَمْلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوَالِي يُقَالُ لَهُ: جَهْجَاهُ

'জাহজাহ' নামক কোন এক মুক্তদাস অধিপতি না হওয়া পর্যন্ত দিন-রাতের অবসান (ক্বিয়ামত) হবে না।[৩৩১]

১১৮. পানি পান করার মত কুরআনকে (না বুঝেই) মুখস্থ করা।

(قوم يشربون القرآن كشرب الماء)

উক্ববা ইবনে আমের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَيَخْرُجُ أَقْوَامٌ مِنْ أُمَّتِي يَشْرَبُونَ الْقُرْآنَ كَشُرْبِهِمُ الْمَاءَ

অচিরেই আমার উম্মতের মধ্যে হতে এমন একটি সম্প্রদায় বের হবে যারা পানি পান করার মত কুরআনকে গলাধঃকরণ করবে।[৩৩২]

---

৩৩০. ইবনু আবি শাইবা (৭/৫০১)।
৩৩১. ছ্বহীহঃ তিরমিযী হা/২২২৮।
৩৩২. ফাযায়িলুল কুরআন (২০৯), ফিরইয়াবি।

১১৯. শাসক শ্রেণীর অত্যাচার (حيف الأئمة)

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَتَخَوَّفُهُ عَلَى أُمَّتِي فِي آخِرِ الزَّمَانِ ثَلَاثًا: إِيمَانًا بِالنُّجُومِ , وَتَكْذِيبًا بِالْقَدَرِ , وَحَيْفَ السُّلْطَانِ

শেষ যুগে আমি আমার উম্মতের উপর তিনটি জিনিসের আশঙ্কা করছি যে, তারকার মাধ্যমে ভাগ্য গণনায় বিশ্বাস, ভাগ্যকে মিথ্যা মনে করা, শাসকের অত্যাচার।[৩৩৩]

১২০. পূর্ববর্তী জাতির ব্যাধি প্রকাশ পাওয়া

(ظهور أدواء الأمم السابقة)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«سَيُصِيبُ أُمَّتِي دَاءُ الْأُمَمِ» فَقَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَمَا دَاءُ الْأُمَمِ؟ قَالَ: «الْأَشَرُ وَالْبَطَرُ وَالتَّكَاثُرُ وَالتَّنَاجُشُ فِي الدُّنْيَا وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ حَتَّى يَكُونَ الْبَغْيُ»

আমার উম্মত দা'উল উমামে (জাতিগত ব্যধিতে) নিপতিত হবে। লোকেরা বললো, দা'উল উমাম কি? তিনি বললেন, অহমিকা,[৩৩৪] দাম্ভিকতা, সম্পদের প্রতিযোগিতা, দুনিয়ার মোহ, শত্রুতা ও বিদ্বেষ এমনকি তাদের মাঝে বিদ্রোহ সৃষ্টি হবে।[৩৩৫]

---

৩৩৩. অর্থাৎ যুলুম-অত্যাচার। ইবনু আবি আছিমের বর্ণনাঃ আস-সুন্নাহ (১/১৪১)। আবূ ই'আলা (১৩/৪৫৫)। রুয়াইনি (২/৩০০)। আদ-দানী ফি সুনানিল ওয়ারেদা ফিল ফিতান (৩/৬১৯)। আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি ছ্বহীহ লি-গাইরিহী। আছ-ছ্বহীহাহ হা/১১২৭, ছ্বহীহ জামে হা/১৫৫৩।

৩৩৪. অর্থাৎ দম্ভ, একগুয়ে-জেদী এবং অধিক অহংকার।

৩৩৫. ছ্বহীহঃ মুসতাদরাক হাকিম (৪/১৮৫)।

১২১. একের পর এক দীন (বিধানাবলী) বিনষ্ট হওয়া।

(نقض عرى الدين عروة عروة)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْخُشُوعُ، وَآخِرُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ

প্রথমেই তোমরা দীনের একাগ্রতা বিনষ্ট করবে আর সবশেষে নষ্ট করবে ছ্বলাত।[৩৩৬]

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ أَوَّلَ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الْأَمَانَةَ، وَآخَرَ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِكُمُ الصَّلَاةُ، وَلَيُصَلِّيَنَّ قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمْ

তোমরা প্রথমেই তোমাদের দীনের আমানত নষ্ট করবে আর সবশেষে অবশিষ্ট থাকবে ছ্বলাত। এমন সম্প্রদায় অবশ্যই ছ্বলাত আদায় করবে কিন্তু দীনই থাকবে না।[৩৩৭]

১২২. ভূগর্ভে পানি শোষিত হওয়া (غور الماء)

আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন,

يُوشِكُ أَنْ تَطْلُبُوا فِي قُرَاكُمْ هَذِهِ طَسْتًا مِنْ مَاءٍ فَلَا تَجِدُونَهُ , يَنْزَوِي كُلُّ مَاءٍ إِلَى عُنْصُرِهِ، فَيَكُونُ فِي الشَّامِ بَقِيَّةُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاءُ

অচিরেই তোমরা পানির উৎস অনুসন্ধান করবে কিন্তু তা পাবে না। সব পানিই এক জায়গায় মিলিত হবে। সিরিয়ায় অবশিষ্ট থাকবে মুমিন এবং পানি।[৩৩৮]

---

৩৩৬. ছ্বহীহ: আবূ নাঈম (১/২৮১), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫১৬)।
৩৩৭. তাবারানী: আল-কাবির (১/১৪১)।
৩৩৮. ইবনু আবি শাইবা (৬/৪০৯), মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৪৯), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ ছ্বহীহ বলেছেন, ছ্বহীহাহ হা/৩০৭৮।

১২৩. এ উম্মতের শেষের লোকেরা কিভাবে ধ্বংস হবে

(بما يكون هلاك آخر الأمة)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

صَلَاحُ أَوَّلِ هَذِهِ الْأُمَّةِ بِالزُّهْدِ وَالْيَقِينِ، وَهَلَاكُ آخِرِهَا بِالْبُخْلِ وَالْأَمَلِ

এ উম্মাত প্রথমে সংশোধন হবে ত্যাগ ও দৃঢ় বিশ্বাসের মাধ্যমে। আর শেষে উম্মতের ধ্বংস হবে কৃপণতা ও কামনা-বাসনার মধ্যে দিয়ে।[৩৩৯]

১২৪. কাহতান গোত্রের এক ব্যক্তির জবরদস্তি (القحطاني)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَخْرُجَ رَجُلٌ مِنْ قَحْطَانَ يَسُوقُ النَّاسَ بِعَصَاهُ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না কাহতান গোত্র থেকে এমন এক লোক বের হবে, যে মানুষকে লাঠি দিয়ে তাড়িয়ে দেবে।[৩৪০]

১২৫. ইসলাম অপরিচিত হওয়া (غربة الإسلام)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

بَدَأَ الْإِسْلَامُ غَرِيبًا، وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ غَرِيبًا، فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ

ইসলামের সূচনা হয়েছে অপরিচিত অবস্থায় এবং তা অপরিচিত অবস্থায়ই ফিরে যাবে। সুতরাং অপরিচিতদের জন্য সুসংবাদ।[৩৪১]

---

৩৩৯. তাবারানীঃ আল-আওসাত্ব (৭/৩৩২), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটি হাসান লি-গাইরিহী। ছহীহ আত তারগীব ওয়াত তারহীব হা/৩২১৫, ছ্বহীহাহ হা/৩৪২৭।
৩৪০. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১১৭, মুসলিম হা/২৯১০।
৩৪১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৫।

উতবা ইবনে গাযওয়ান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ لِلْمُتَمَسِّكِ فِيهِنَّ يَوْمَئِذٍ بِمَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ أَجْرُ خَمْسِينَ مِنْكُمْ» ، قَالُوا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ أَوَ مِنْهُمْ؟ قَالَ: «بَلْ مِنْكُمْ»

তোমাদের পরবর্তীদের জন্য (কঠিন অবস্থায়) ধৈর্যধারণের যুগ আসবে। যারা তোমাদের রীতিকে আঁকড়ে ধরে বহাল থাকবে তাদের প্রতিদান হবে তোমাদের চেয়ে পঞ্চাশ গুণ বেশি। লোকেরা বললো, হে আল্লাহর নাবী তারা কি তাদের (পরবর্তীদের) মধ্যে থেকেই হবে? তিনি বললেন, বরং তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে।[৩৪২]

১২৬. মদীনার দিকে ইসলামের প্রত্যাবর্তন।

(عودة الإسلام إلى المدينة)

আবূ হুরাইরাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ الْإِيمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِينَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا

ঈমান মদিনায় ফিরে আসবে যেমন সাপ তার গর্তে ফিরে আসে।[৩৪৩]

উমার ইবনে খাত্তাব (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَيَكُونُ فِيكُمْ قَوْمٌ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ يُكَذِّبُونَ بِالرَّجْمِ , وَيُكَذِّبُونَ بِالدَّجَّالِ , وَيُكَذِّبُونَ بِطُلُوعِ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا , وَيُكَذِّبُونَ بِعَذَابِ الْقَبْرِ , وَيُكَذِّبُونَ بِالشَّفَاعَةِ , وَيُكَذِّبُونَ بِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ مِنْ بَعْدِ مَا امْتُحِشُوا , فَلَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ وَثَمُودَ

অচিরেই তোমাদের এ উম্মতের মধ্যে থেকে এমন দল বের হবে যারা রজম-পাথর নিক্ষেপে হত্যাকে মিথ্যা রীতি মনে করবে, দাজ্জালের আবির্ভাবকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করবে, পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদয়, কবরের শাস্তি ও ক্বিয়ামতের দিন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু

৩৪২. ইবনু নছরের বর্ণনাঃ আস-সুন্নাহ (পৃষ্ঠা-৯)। তাবারানীর বর্ণনাঃ আল-কাবীর (১৭/১১৭,২৮৯), আছ-ছ্বহীহাহ হা/৪৯৪।

৩৪৩. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৮৭৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৭, ইবনে মাজাহ হা/৩১১১।

আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশকে মিথ্যা মনে করবে। তারা এমন সম্প্রদায়কে মিথ্যা মনে করবে যারা দগ্ধিভূত[৩৪৪] হওয়ার পর বের হবে আগুন হতে। অতঃপর যদি আমি তাদেরকে পাই তাহলে আদ ও ছামুদ জাতির মতো করে অবশ্যই তাদেরকে হত্যা করবো।[৩৪৫]

১২৭. সংস্কারকগণের আবির্ভাব (المجددون)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ عَلَى رَأْسِ كُلِّ مِائَةِ سَنَةٍ مَنْ يُجَدِّدُ لَهَا دِينَهَا

আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতের জন্য প্রতি একশত বছরের শিরোভাগে এমন লোকের আবির্ভাব ঘটাবেন, যিনি এ উম্মতের দীনকে তাদের জন্য সঞ্জীবিত করবেন।[৩৪৬]

১২৮. খিলাফত ব্যবস্থার প্রত্যাবর্তন (عودة الخلافة)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةٌ عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاضًّا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ

---

৩৪৪. অর্থাৎ তাদেরকে পুড়ানো হবে।

৩৪৫. আব্দুর রাজ্জাক (৩/৫৮৮), আদ-দানী ফিল ফিতান (৩/৬২০), আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটির সনদ হাসান বলেছেন, কিছ্ছাতু মাসিহীদ দাজ্জাল (৩০)।

৩৪৬. ছুহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৯১।

তোমাদের মাঝে নবুওয়াত থাকবে আল্লাহ যতদিন চান। অতঃপর তিনি যখন চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতির উপর খিলাফত বহাল থাকবে। আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা যখন চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর মানুষ রাজতন্ত্রকে আঁকড়ে থাকবে।[৩৪৭] আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর যখন তিনি চাইবেন তা উঠিয়ে নিবেন। অতঃপর জবরদস্তি মূলক রাজত্ব বহাল থাকবে।[৩৪৮] আল্লাহ যতদিন চাইবেন তা থাকবে। অতঃপর নবুওয়াতের পদ্ধতির উপর খিলাফত বহাল থাকবে।[৩৪৯]

১২৯. একটি সৈন্য বাহিনীকে যমীনে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে

الجيش الذي يخسف به

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَنْتَهِي الْبُعُوثُ عَنْ غَزْوِ هَذَا الْبَيْتِ، حَتَّى يُخْسَفَ بِجَيْشٍ مِنْهُمْ

সেনাবাহিনী এ কা'বা ঘরের যুদ্ধ থেকে বিরত থাকবে না; যতক্ষণ না তাদের একদলকে জমিনে ধসিয়ে দেয়া হবে।[৩৫০]

হাফছা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন,

لَيَؤُمَّنَّ هَذَا الْبَيْتَ جَيْشٌ يَغْزُونَهُ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ، يُخْسَفُ بِأَوْسَطِهِمْ وَيُنَادِي أَوَّلُهُمْ آخِرَهُمْ، ثُمَّ يُخْسَفُ بِهِمْ، فَلَا يَبْقَى إِلَّا الشَّرِيدُ الَّذِي يُخْبِرُ عَنْهُمْ

এ কা'বা ঘর ভূপাতিত করতে একটি একটি সামরিক বাহিনী উদ্যেগী হবে। তারা 'বাইদা' নামক স্থানে পৌঁছলে তাদের মধ্যেবর্তী দলকে ভূ-তলে ধসিয়ে দেয়া হবে। তখন অগ্রবর্তী দল পশ্চাতবর্তী দলকে ডাক দিবে। কিন্তু তারা সকলে ধ্বংস হয়ে

---

৩৪৭. অর্থাৎ প্রজা সাধারণ যুলুম-অত্যাচারে নিপতিত হবে।
৩৪৮. অর্থাৎ তাতে থাকবে ধৃষ্টতা ও নির্যাতন।
৩৪৯. মুসনাদ আহমদ (৪/২৭৩)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ হাসান। মিশকাত হা/৫৩৭৮, আছ ছহীহাহ হা/৫।
৩৫০. ছ্বহীহ: নাসাঈ হা/২৮৭৮।

যাবে এবং এক দূত ব্যতীত তাদের আর কেউ থাকবে না। সে গিয়ে জনপদকে খবর দিবে।[৩৫১]

উম্মে সালমা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

يَعُوذُ عَائِذٌ بِالْبَيْتِ، فَيُبْعَثُ إِلَيْهِ بَعْثٌ، فَإِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ فَكَيْفَ بِمَنْ كَانَ كَارِهًا؟ قَالَ: «يُخْسَفُ بِهِ مَعَهُمْ، وَلَكِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى نِيَّتِهِ

কা'বা ঘরের দায়িত্ব গ্রহণকারী দায়িত্ব গ্রহণ করবে। অতঃপর সেখানে সৈন্য পাঠানো হবে। যখন তারা বাইদা নামক স্থানে পৌঁছবে তাদেরকে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! কা'বা ঘরের ধ্বংস যে অপছন্দ করে তার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হবে? তিনি বললেন, তার সাথে তাকেও ধ্বসিয়ে দেয়া হবে কিন্তু ক্বিয়ামতের দিন তাকে তার নিয়তের উপর উঠানো হবে।[৩৫২]

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

سَيَعُوذُ بِهَذَا الْبَيْتِ – يَعْنِي الْكَعْبَةَ – قَوْمٌ لَيْسَتْ لَهُمْ مَنَعَةٌ، وَلَا عَدَدٌ وَلَا عُدَّةٌ، يُبْعَثُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْأَرْضِ خُسِفَ بِهِمْ

অচিরেই এমন সম্প্রদায় এ ঘর তথা কা'বা ঘরের দায়িত্ব গ্রহণ করবে, যাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা থাকবে না, থাকবে না তার উল্লেখ যোগ্য সৈন্য সংখ্যা এবং থাকবে না তাদের কোন প্রস্তুতি। তাদের বিপক্ষে একটি সৈন্যদল পাঠানো হবে। তারা উদ্ভিদ শূন্য এক ময়দানে আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে।[৩৫৩]

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْعَجَبُ إِنَّ نَاسًا مِنْ أُمَّتِي يَؤُمُّونَ بِالْبَيْتِ بِرَجُلٍ مِنْ قُرَيْشٍ، قَدْ لَجَأَ بِالْبَيْتِ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالْبَيْدَاءِ خُسِفَ بِهِمْ»، فَقُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ الطَّرِيقَ قَدْ يَجْمَعُ النَّاسَ، قَالَ: «نَعَمْ، فِيهِمُ الْمُسْتَبْصِرُ وَالْمَجْبُورُ وَابْنُ السَّبِيلِ، يَهْلِكُونَ مَهْلَكًا وَاحِدًا، وَيَصْدُرُونَ مَصَادِرَ شَتَّى، يَبْعَثُهُمُ اللهُ عَلَى نِيَّاتِهِمْ

---

৩৫১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৩।
৩৫২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮২।
৩৫৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৩।

আর্শ্চযের বিষয় এই যে, কুরাইশ বংশীয় জনৈক লোক বাইতুল্লাহ শরীফে[৩৫৪] আশ্রয় গ্রহণ করবে। তার কারণে আমার উম্মতের একদল লোক বাইতুল্লাহর উপর আক্রমণের ইচ্ছা করবে। তারা ময়দানে আসতেই তাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দেয়া হবে। এ কথা শুনে আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল! বিভিন্ন ধরনের মানুষইতো রাস্তা দিয়ে চলে। উত্তরে তিনি বললেন, হ্যা, তাদের মাঝে কেউতো সেচ্ছায় আগমন কারী, কেউ অপারগ, আবার কেউ পথিক মুসাফির। তারা সবাই একই সঙ্গে ধ্বংস হয়ে যাবে। তবে বিভিন্ন মিল্লাতের অনুসারী হিসাবে তাদেরকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে তাদের নিয়তের ভিত্তিতে পুনরুত্থিত করবেন।[৩৫৫]

১৩০. ইমাম মাহদীর আবির্ভাব (ظهور المهدي)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مِنَّا الَّذِي يُصَلِّي عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ خَلْفَهُ

আমাদের মধ্যে হতে যিনি তার (ইমাম মাহদী) এর পিছনে ছ্বলাত আদায় করবেন, তিনি হলেন, ঈসা ইবনে মারইয়াম।[৩৫৬]

জাবের (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসুল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

ينزل عِيسَى ابْن مَرْيَم فَيَقُول: أَمِيرهمْ الْمهْدي: تعال صَلِّ بِنَا، فَيَقُول: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ أَمِيرٌ، تكرمة الله هَذِه الْأُمَّةَ

ঈসা ইবনু মারইয়াম আসবেন, অতঃপর তাদের আমীর (শাসক) ইমাম মাহদী বলবেন, আসুন, আমাদের নিয়ে ছ্বলাত আদায় করুন। অতঃপর তিনি বলবেন,

---

৩৫৪. বাহ্যিকভাবে এ লোকটিই ইমাম মাহদী বলে জানা যায়, আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন।
৩৫৫. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৮৪।
৩৫৬. আছ-ছ্বহীহাহ হা/২২৯৩।

না। লোকদের কতিপয় কতিপয়ের শাসক (নির্ধারিত) হয়; যাতে আল্লাহ তা'আলা এ উম্মতকে সম্মানিত করতে পারেন।[৩৫৭]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَخْرُجُ فِي آخرِ أُمَّتي الْمَهْدِيُّ؛ يَسْقِيه اللَّهُ الْغَيْثَ، وَتُخْرِجُ الْأَرْضُ نَبَاتَهَا، وَيُعْطِي الْمَالَ صِحَاحًا، وَتَكْثُرُ الْمَاشِيَةُ؛ وَتَعْظُمُ الْأُمَّةُ، يَعِيشُ سَبْعًا أَوْ ثَمَانِيًا

আমার শেষ উম্মতের মাঝে ইমাম মাহদীর আগমন ঘটবে। আল্লাহ তা'আলা বৃষ্টি বর্ষণ করবেন, ফলে জমিন হবে শস্য-শ্যামলপূর্ণ। তিনি মানুষের মাঝে সমভাবে ধন-সম্পদ দান করবেন, বিচরণশীল পশু বৃদ্ধি পাবে এবং লোকজন হবে সম্মানিত। তিনি সাত কিংবা আট বছর দুনিয়াতে জীবন যাপন করবেন।[৩৫৮]

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আব্দুল্লাহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন।

لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ، لَطَوَّلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ، حَتَّى يَبْعَثَ فِيه رَجُلًا مِنِّي – أَوْ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، – يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي، وَاسْمُ أَبِيه اسْمُ أَبِي، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا، وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا ،لَا تَذْهَبُ، أَوْ لَا تَنْقَضِي، الدُّنْيَا حَتَّى يَمْلِكَ الْعَرَبَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي، يُوَاطِئُ اسْمُهُ اسْمِي.

যদি পৃথিবী ধ্বংসের মাত্র একদিনও অবশিষ্ট থাকে, তাহলে তার রাজত্বের জন্য আল্লাহ তা'আলা সে দিনটিকেই দীর্ঘায়িত করে দিবেন। যতক্ষণ না ঐ দিনে আমার উম্মত অথবা আমার আহলে বাইতের মধ্যে হতে একজন লোককে প্রেরণ করা হয়। তার নাম হবে আমার অথবা আমার পিতার নামের মতো। তিনি পৃথিবীতে ন্যায়-সুবিচার পূর্ণভাবে বাস্তবায়ন করবেন, কারণ যুলুম-অন্যায় ও পাপাচারিতায় পৃথিবী পূর্ণ ছিল। দুনিয়া ধ্বংস হবে না যতক্ষণ না আমার আহলে বাইতের কোন আরবীয় লোক রাজত্ব করবে; তার নাম আমার নামের মতই হবে।[৩৫৯]

---

৩৫৭. হারেছ ইবনে আবি উসামা তার مسند -এ এটা বর্ণনা করেন, সাক্ব ইবনুল ক্বাইয়ুম المنار المنيف - গ্রন্থে সনদটি উল্লেখ করেন, হাদীছটির মূল ইবারত মুসলিমে আছে, দেখুন, আছ-ছ্বহীহাহ (২২৩৬)।

৩৫৮. ছ্বহীহ মুসতাদরাক হাকিম (৪/৬০১)।

৩৫৯. হাসান-ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৮২।

উম্মে সালমা (রাদিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

الْمَهْدِيُّ مِنْ عِتْرَتِي، مِنْ وَلَدِ فَاطِمَةَ

আমার পরিজন ফাতিমার সন্তানদের বংশ হতে ইমাম মাহদী আবির্ভূত হবে।[৩৬০]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمَهْدِيُّ مِنِّي، أَجْلَى الْجَبْهَةِ، أَقْنَى الْأَنْفِ، يَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا، كَمَا مُلِئَتْ جَوْرًا وَظُلْمًا، يَمْلِكُ سَبْعَ سِنِينَ

ইমাম মাহদী আমারই বংশধর, তার কপাল প্রশস্ত,[৩৬১] নাক বাঁকা।[৩৬২] তিনি পৃথিবীতে পূর্ণভাবে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করবেন, যেমনভাবে পৃথিবী পাপাচারিতা ও অত্যাচারে পূর্ণ ছিল। সাত বছর তার রাজত্ব বহাল থাকবে।[৩৬৩]

আবূ সাইদ ও জাবের (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) হতে বর্ণিত, তারা দু'জন বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ خَلِيفَةٌ يَقْسِمُ الْمَالَ وَلَا يَعُدُّهُ

শেষ যুগে এমন খলীফার আবির্ভাব হবে যিনি মাল বন্টন করবেন কিন্তু গণনা করবেন না।[৩৬৪] আলী (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الْمَهْدِيُّ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ، يُصْلِحُهُ اللهُ فِي لَيْلَةٍ

ইমাম মাহদী আমার পরিবার বর্গের অন্তর্ভুক্ত। কোন এক রাতে আল্লাহ তা'আলা তাকে যর্থাথতা দান করবেন (কার্যাবলীর পূর্ণতা দান করবেন)।[৩৬৫]

---

৩৬০. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৮৪।

৩৬১. অর্থাৎ মাথার অগ্রভাগের চুল বাঁকানো এবং কপাল প্রশস্ত।

৩৬২. তার নাকের ডগা লম্বা আর পিঠের মাঝে কুঁজো। الأرنبة বলতে নাকের পার্শ্ব বুঝানো হয়েছে।

৩৬৩. হাসান: আবূ দাউদ হা/৪২৮৫।

৩৬৪. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯১৪, মুসনাদে আহমাদ।

৩৬৫. তার নির্দেশ বাস্তবায়ন করে দিবেন। মুসনাদ আহমদ (১/৮৪), ইবনু মাজাহ (৪০৭৫)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটি ছ্বহীহ বলেছেন, আছ-ছ্বহীহাহ (২৩৭১)।

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يَكُونُ فِي أُمَّتِي الْمَهْدِيُّ إِنْ قُصِرَ فَسَبْعٌ، وَإِلَّا فَتِسْعٌ، فَتَنْعَمُ فِيهِ أُمَّتِي نِعْمَةً، لَمْ يَنْعَمُوا مِثْلَهَا قَطُّ، تُؤْتَى أُكُلَهَا وَلَا تَدَّخِرُ مِنْهُمْ شَيْئًا، وَالْمَالُ يَوْمَئِذٍ كُدُوسٌ، فَيَقُومُ الرَّجُلُ، فَيَقُولُ: يَا مَهْدِيُّ أَعْطِنِي، فَيَقُولُ خُذْ

ইমাম মাহদী আমার উম্মত হতেই আবির্ভূত হবে। তিনি কমপক্ষে সাত বছর অথবা নয় বছর দুনিয়াতে অবস্থান করবেন। তার যুগে আমার উম্মত প্রচুর সম্পদের অধিকারী হবে যা আগে কখনো এরূপ হয়নি। পৃথিবী তার সর্বপ্রকার খাদ্যসম্ভার পর্যাপ্ত উৎপন্ন করবে এবং কিছুই প্রতিরোধ করে রাখবে না। সম্পদের স্তূপ গড়ে উঠবে। লোকে দাঁড়িয়ে বলবে, হে ইমাম মাহদী আমাকে দান করুন। তিনি বলবেন, তোমার যত প্রয়োজন নিয়ে নাও।[৩৬৬]

ইবনে আব্বাস হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَا تَمْضِي الْأَيَّامُ وَاللَّيَالِي حَتَّى يَلِيَ مِنَّا أَهْلَ الْبَيْتِ فَتًى لَمْ تَلْبَسْهُ الْفِتَنُ وَلَمْ يَلْبَسْهَا , قَالَ: قُلْنَا يَا أَبَا الْعَبَّاسِ تَعْجَزُ عَنْهَا مَشْيَخَتُكُمْ وَيَنَالُهَا شَبَابُكُمْ , قَالَ: هُوَ أَمْرُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ

দিন-রাত অতিবাহিত হবে না যতক্ষণ না আহলে বাইতের যুবকরা নেতৃত্ব না দিবে, যাদেরকে ফিতনা আকৃষ্ট করতে পারবে না। তিনি বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম, হে আবুল আব্বাস! তোমাদের প্রবীণরা কি নেতৃত্ব দিতে অক্ষম হবে আর যুবকরাই কি তা গ্রহণ করবে? তিনি বললেন, সেটা আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছাধীন বিষয়, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করবেন।[৩৬৭]

---

৩৬৬. হাসান: ইবনু মাজাহ হা/৪০৮৩।
৩৬৭. ইবনু আবি শাইবা (৭/৫১৩)।

১৩১. বাইতুল মুকাদ্দাসে খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হওয়া।

(إذا نزلت الخلافة الأرض المقدسة)

আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

وَضَعَ رَسُولُ اللَّه – صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ – يَدَهُ عَلَى رَأْسِي، ثُمَّ قَالَ: يَا ابْنَ حَوَالَةَ، إِذَا رَأَيْتَ الْخلَافَةَ قَدْ نَزَلَتْ أَرْضَ الْمُقَدَّسَة فَقَدْ دَنَت الزَّلَازِلُ وَالْبَلَابِلُ وَالْأُمُورُ الْعظَامُ، وَالسَّاعَةُ يَوْمَئذ أَقْرَبُ منَ النَّاسِ منْ يَدِي هَذه منْ رَأْسكَ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত আমার মাথার উপর রাখলেন, অতঃপর বললেন, হে ইবনে হাওয়ালা! যখন তুমি দেখবে যে, বাইতুল মুকাদ্দাসে খিলাফাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তখন অবশ্যই ভূমিকম্প, বিপদাপদ এবং ক্বিয়ামতের বড় বড় লক্ষণগুলো ঘনিভূত হবে। আর ঐ সময় ক্বিয়ামত মানুষের নিকটবর্তী হবে আমার হাত হতে তোমার মাথা পর্যন্ত এ পরিমাণ দুরত্বে।[৩৬৮]

১৩২. শেষ যুগে (বিভিন্ন এলাকায়) সৈন্যদলের আবির্ভাব।

(أجناد في آخر الزمان)

আব্দুল্লাহ ইবনে হাওয়ালা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَتُجَنَّدُونَ أَجْنَادًا جُنْدًا، بالشَّام، وَجُنْدًا بالْعرَاق، وَجُنْدًا باليَمَن. قَالَ عَبْدُ اللَّه: فَقُمْتُ فقلت: فَخرْ لي يَا رَسُولَ الله فَقَالَ: عَلَيْكُمْ بالشَّامِ ، فَمَنْ أَبَى فَلْيَلْحَقْ بِيَمَنه، وَلْيَسْقِ منْ غُدُرِه، فَإِنَّ اللهَ قَدْ تَكَفَّلَ لي بالشَّامِ وَأَهْله

অচিরেই তোমরা সিরিয়া, ইরাক এবং ইয়ামানের সৈন্যবাহিনীকে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করবে। আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য পছন্দ করুন কার সাথে থাকবো। তিনি বললেন, সিরিয়ার সৈন্যর সাথে থাকবে। যে তাদের সাথে থাকতে চাইবে না সে ইয়ামানের সৈন্যের সাথে থাকবে এবং তার চৌবাচ্চা

---

৩৬৮. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৫/২৮৮), আবূ দাউদ হা/২৫৩৫।

থেকে সে পানি পান করাবে। আল্লাহ তা'আলা সিরিয়ার অধিবাসীর জন্য আমার জামিনদার হবেন।[৩৬৯]

১৩৩. রোমক এবং তাদের সাথে অঙ্গীকারাবদ্ধদের সন্ধি হওয়া

(هدنة مع الروم ومحالفه)

যু-মিখবার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

سَتُصَالِحُونَ الرُّومَ صُلْحًا آمنًا، فَتَغْزُونَ أَنْتُمْ وَهُمْ عَدُوًّا مِنْ وَرَائِكُمْ، فَتُنْصَرُونَ، وَتَغْنَمُونَ، وَتَسْلَمُونَ، ثُمَّ تَرْجِعُونَ حَتَّى تَنْزِلُوا بِمَرْجٍ ذِي تُلُولٍ، فَيَرْفَعُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ النَّصْرَانِيَّةِ الصَّلِيبَ، فَيَقُولُ: غَلَبَ الصَّلِيبُ، فَيَغْضَبُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، فَيَدُقُّهُ، فَعِنْدَ ذَلِكَ تَغْدِرُ الرُّومُ، وَتَجْمَعُ لِلْمَلْحَمَةِ " وَفِي رِوَايَةٍ: وَيَثُورُ الْمُسْلِمُونَ إِلَى أَسْلِحَتِهِمْ، فَيَقْتَتِلُونَ، فَيُكْرِمُ اللَّهُ تِلْكَ الْعِصَابَةَ بِالشَّهَادَةِ

অচিরেই তোমরা রোমকদের সাথে সন্ধি করবে। অতঃপর তোমরা ও তারা একত্র হয়ে তোমরা একদল পশ্চাৎবর্তী শত্রুর মোকাবেলা করবে। তোমরা বিজয়ী হবে, গনীমত অর্জন করবে এবং নিরাপদে ফিরে আসবে। শেষে তোমরা টিলাযুক্ত[৩৭০] একটি মাঠে যাত্রাবিরতি করবে।[৩৭১] অতঃপর খৃষ্টানদের মধ্যে হতে এক ব্যক্তি ক্রুশ উপরে উত্তোলন করে বলবে, ক্রুশ বিজয়ী হয়েছে। এতে মুসলিমদের এক ব্যক্তি উত্তেজিত হয়ে তাকে হত্যা করবে। তখন রোমানরা চুক্তি ভঙ্গ করবে এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিবে।[৩৭২] অন্য রেওয়ায়েতে আছে, মুসলিমরা রাগের সাথে তাদের যুদ্ধাস্ত্রের দিকে ধাবিত হবে এবং যুদ্ধে লিপ্ত হবে। আল্লাহ তাদেরকে শহিদী মৃত্যু দিয়ে সম্মানিত করবেন।[৩৭৩]

---

৩৬৯. মুসনাদ আহমদ (৪/১১০, ৫/৫৩৩), আবূ দাউদ (১/৩৮৮)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ ছ্বহীহ। ফাযাইলুস শাম (১৩-১৪)।

৩৭০. উদ্ভিদপূর্ণ প্রশস্ত ভূমি।

৩৭১. تُلول শব্দটি تل এর বহুবচন।

৩৭২. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৯২।

৩৭৩. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৯৩।

১৩৪. বিশ্বযুদ্ধ সংঘটিত হওয়া (الملحمة الكبرى)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَنْزِلَ الرُّومُ بِالْأَعْمَاقِ أَوْ بِدَابِقٍ، فَيَخْرُجُ إِلَيْهِمْ جَيْشٌ مِنَ الْمَدِينَةِ، مِنْ خِيَارِ أَهْلِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ، فَإِذَا تَصَافُّوا، قَالَتِ الرُّومُ: خَلُّوا بَيْنَنَا وَبَيْنَ الَّذِينَ سَبَوْا مِنَّا نُقَاتِلْهُمْ، فَيَقُولُ الْمُسْلِمُونَ: لَا، وَاللهِ لَا نُخَلِّي بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ إِخْوَانِنَا، فَيُقَاتِلُونَهُمْ، فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ، أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ، لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا فَيَفْتَتِحُونَ قُسْطَنْطِينِيَّةَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يَقْتَسِمُونَ الْغَنَائِمَ، قَدْ عَلَّقُوا سُيُوفَهُمْ بِالزَّيْتُونِ، إِذْ صَاحَ فِيهِمِ الشَّيْطَانُ: إِنَّ الْمَسِيحَ قَدْ خَلَفَكُمْ فِي أَهْلِيكُمْ، فَيَخْرُجُونَ، وَذَلِكَ بَاطِلٌ، فَإِذَا جَاءُوا الشَّأْمَ خَرَجَ، فَبَيْنَمَا هُمْ يُعِدُّونَ لِلْقِتَالِ، يُسَوُّونَ الصُّفُوفَ، إِذْ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَمَّهُمْ، فَإِذَا رَآهُ عَدُوُّ اللهِ، ذَابَ كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، فَلَوْ تَرَكَهُ لَانْذَابَ حَتَّى يَهْلِكَ، وَلَكِنْ يَقْتُلُهُ اللهُ بِيَدِهِ، فَيُرِيهِمْ دَمَهُ فِي حَرْبَتِهِ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত না রোমীয় (সিরিয়ার অর্ন্তগত) সেনাবাহিনী আ'মাক অথবা দাবিক নহরের কাছে অবতীর্ণ হবে।[৩৭৪] তখন তাদের মুকাবিলায় মদীনাহ হতে এ দুনিয়ার সর্বোত্তম মানুষের একদল সৈন্য বের হবে। তারপর উভয় দল সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হবার পর রোমীয়গণ বলবে, তোমরা ঐ সমস্ত লোকদের থেকে পৃথক হয়ে যাও, যারা আমাদের লোকদেরকে বন্দি করেছে। আমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবো। তখন মুসলিমগণ বলবে, আল্লাহর শপথ! আমরা আমাদের ভাইদের থেকে কখনো সম্পর্কচ্ছেদ করবো না। পরিশেষে তাদের সাথে যুদ্ধ হবে। এ যুদ্ধে মুসলিমদের এক তৃতীয়াংশ সৈন্য পলায়ন করবে। আল্লাহ তা'আলা কক্ষনো তাদের তাওবাহ গ্রহণ করবেন না। সৈন্যদের এক তৃতীয়াংশ বিজয়ী হবে। জীবনে আর কখনো তারা ফিতনায় আক্রান্ত হবে না। তারাই কুস্তনত্বীনিয়্যাহ বিজয় করবে। তারা নিজেদের তলোয়ার যায়তুন বৃক্ষে লটকিয়ে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ভাগ করতে থাকবে। এমতবস্থায় শয়তান তাদের মাঝে উচ্চস্বরে বলতে থাকবে, দাজ্জাল তোমাদের পেছনে ও তোমাদের পরিজনের মধ্যে চলে এসেছে। একথা শুনে মুসলিমরা সেখান হতে বের হবে। অথচ এ ছিল মিথ্যা সংবাদ। তারা যখন সিরিয়া

---

৩৭৪. অর্থাৎ আলেপ্পো নগরীর নিকটবর্তী অঞ্চল।

পৌঁছবে তখন দাজ্জালের আগমন ঘটবে। যখন মুসলিম বাহিনী যুদ্ধের প্রস্তুতি এবং সারিবদ্ধভাবে দণ্ডায়মান হতে শুরু করা মাত্র ছলাতের সময় হবে। অতঃপর ঈসা আ. অবতরণ করবেন এবং ছলাতের ইমামতি করবেন। আল্লাহর শত্রু তাকে দেখা মাত্রই বিচলিত হবে যেমন লবন পানিতে মিশে যায়। যদি ঈসা আ. তাকে এমনিই ছেড়ে দেন তবে সেও নিজে নিজেই বিগলিত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশ্য আল্লাহ তাআলা তাকে ঈসা আ. এর হাতে তাকে হত্যা করবেন এবং তার রক্ত ঈসা এর বর্শাতে তিনি তাদেরকে দেখিয়ে দিবেন।[৩৭৫]

ইয়াসির ইবনে জাবির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

هَاجَتْ رِيحٌ حَمْرَاءُ بِالْكُوفَةِ، فَجَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ لَهُ هِجِّيرَى إِلَّا: يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُود جَاءَت السَّاعَةُ، قَالَ: فَقَعَدَ وَكَانَ مُتَّكِئًا، فَقَالَ: إِنَّ السَّاعَةَ لَا تَقُومُ، حَتَّى لَا يُقْسَمَ مِيرَاثٌ، وَلَا يُفْرَحَ بِغَنِيمَةٍ، ثُمَّ قَالَ: بِيَدِهِ هَكَذَا – وَنَحَّاهَا نَحْوَ الشَّأْمِ – فَقَالَ: عَدُوٌّ يَجْمَعُونَ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، وَيَجْمَعُ لَهُمْ أَهْلُ الْإِسْلَامِ، قُلْتُ: الرُّومَ تَعْنِي؟ قَالَ: نَعَمْ، وَتَكُونُ عِنْدَ ذَاكُمُ الْقِتَالِ رَدَّةٌ شَدِيدَةٌ، فَيَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يَحْجُزَ بَيْنَهُمُ اللَّيْلُ، فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، ثُمَّ يَشْتَرِطُ الْمُسْلِمُونَ شُرْطَةً لِلْمَوْتِ، لَا تَرْجِعُ إِلَّا غَالِبَةً، فَيَقْتَتِلُونَ حَتَّى يُمْسُوا، فَيَفِيءُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ، كُلٌّ غَيْرُ غَالِبٍ، وَتَفْنَى الشُّرْطَةُ، فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الرَّابِعِ، نَهَدَ إِلَيْهِمْ بَقِيَّةُ أَهْلِ الْإِسْلَامِ، فَيَجْعَلُ اللهُ الدَّبْرَةَ عَلَيْهِمْ، فَيَقْتُلُونَ مَقْتَلَةً – إِمَّا قَالَ لَا يُرَى مِثْلُهَا، وَإِمَّا قَالَ لَمْ يُرَ مِثْلُهَا – حَتَّى إِنَّ الطَّائِرَ لَيَمُرُّ بِجَنَبَاتِهِمْ، فَمَا يُخَلِّفُهُمْ حَتَّى يَخِرَّ مَيْتًا، فَيَتَعَادُّ بَنُو الْأَبِ، كَانُوا مِائَةً، فَلَا يَجِدُونَهُ بَقِيَ مِنْهُمْ إِلَّا الرَّجُلُ الْوَاحِدُ، فَبِأَيِّ غَنِيمَةٍ يُفْرَحُ؟ أَوْ أَيُّ مِيرَاثٍ يُقَاسَمُ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ سَمِعُوا بِبَأْسٍ، هُوَ أَكْبَرُ مِنْ ذَلِكَ، فَجَاءَهُمُ الصَّرِيخُ، إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَلَفَهُمْ فِي ذَرَارِيِّهِمْ، فَيَرْفُضُونَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، وَيُقْبِلُونَ، فَيَبْعَثُونَ عَشَرَةَ فَوَارِسَ طَلِيعَةً، قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي لَأَعْرِفُ أَسْمَاءَهُمْ وَأَسْمَاءَ آبَائِهِمْ، وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، هُمْ خَيْرُ فَوَارِسَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ يَوْمَئِذٍ

---

৩৭৫. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৯৭।

একবার কুফা নগরীতে লাল ঝাঞ্ঝা বিশিষ্ট বায়ু প্রবাহিত হলো। এমন সময় জনৈক লোক কুফায় এসে বললো,[৩৭৬] হে আব্দুল্লাহ ইবনু মাসউদ সতর্ক হও, ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ না উত্তরাধিকারী সম্পদ অবন্টিত থাকবে এবং যতক্ষণ মানুষ গনীমতের বিষয়ে আনন্দ প্রকাশ না করবে। তারপর তিনি নিজ হাত দ্বারা সিরিয়ার দিকে ইশারা করে বললেন, আল্লাহর শত্রুরা একত্রিত হবে মুসলিমদের জন্য যুদ্ধ করার জন্য এবং মুসলিমগণও তাদের সাথে যুদ্ধ করার জন্য একত্রিত হবে। একথা শ্রবণে আমি বললাম, আল্লাহর শত্রু বলে আপনাদের উদ্দেশ্য হলো রোমীয় (খৃষ্টান) সম্প্রদায়। তিনি বললেন, হ্যাঁ, তখন ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হবে। ঐ সময় মুসলিম জাতি একটি দল অগ্রে প্রেরণ করবে, তারা মৃত্যুর জন্য সম্মুখে এগিয়ে যাবে।[৩৭৭] বিজয় অর্জন করা ছাড়া তারা প্রত্যাবর্তন করবে না। এরপর পরস্পর তাদের মধ্যে যুদ্ধ হবে। যুদ্ধ করতে করতে রাত্রি অতিবাহিত হয়ে যাবে। তারপর দু' পক্ষের সৈন্য জয়লাভ করা ছাড়াই ফিরে চলে যাবে। যুদ্ধের জন্য মুসলিমদের যে দলটি এগিয়ে গিয়েছিল তারা প্রত্যেকেই মৃত্যু বরণ করবে। অতঃপর পরবর্তী দিন মুসলিমগণ মৃত্যুর জন্য অপর একটি দল সামনে পাঠাবে। তারা বিজয়ী না হয়ে ফিরবে না। এদিনও পরস্পরের মধ্যে মারাত্মক যুদ্ধ হবে। পরিশেষে সন্ধা হয়ে যাবে। উভয়বাহিনী বিজয় লাভ করা ছাড়াই স্বীয় শিবিরে প্রত্যাবর্তন করবে। যে দলটি সামনে ছিল তারা সরে যাবে। অতঃপর তৃতীয় দিন আবার মুসলিমগণ বিজয়ের উদ্দেশ্যে অপর একটি বাহিনী পাঠাবে। এ যুদ্ধ সন্ধ্যা পর্যন্ত চলতে থাকবে। পরিশেষে বিজয় লাভ করা ছাড়াই উভয় বাহিনী প্রত্যাবর্তন করবে। তবে মুসলিম বাহিনীর সামনের সেনা দলটি শহীদ হয়ে যাবে। তারপর চতুর্থ দিনে অবশিষ্ট মুসলিমগণ সকলেই যুদ্ধের জন্য সামনে এগিয়ে যাবে। সে দিন কাফিরদের উপর আল্লাহ তা'আলা অকল্যাণ চক্র চাপিয়ে দিবেন।[৩৭৮] তারপর এমন যুদ্ধ হবে যা জীবনে কেউ দেখবে না অথবা যা জীবনে কেউ দেখেনি। পরিশেষে তাদের শরীরের উপর পাখি উড়তে থাকবে।[৩৭৯] পাখি তাদেরকে অতিক্রম করবে না, এমতাবস্থায় তা মাটিতে পড়ে নিহত হবে। একশ' মানুষ বিশিষ্ট একটি গোত্রে মাত্র একজন লোক বেঁচে থাকবে। এমন সময় কেমন করে গনীমতের সম্পদ নিয়ে লোকেরা আনন্দোৎসব করবে এবং কেমন করে উত্তরাধিকার সম্পদ ভাগ করা হবে। এমতবস্থায় মুসলিমগণ আরেকটি ভয়ানক বিপদের খবর শুনতে পাবে এবং এমর্মে সংবাদ শুনতেই তারা হাতের সমস্ত কিছু ফেলে দিয়ে রওয়া হয়ে যাবে এবং দশজন অশ্বারোহী ব্যক্তিকে সংবাদ সংগ্রাহক দল হিসাবে প্রেরণ করবে। রসূল ছুল্লাল্লাহু

---

৩৭৬. অর্থাৎ মর্যাদা, আচরণ।
৩৭৭. অর্থাৎ যুদ্ধের জন্য অগ্রগামী একটি দল।
৩৭৮. অর্থাৎ পরাজয়।
৩৭৯. অর্থাৎ পার্শ্ব বা পার্শ্ববর্তী স্থান এমন।

আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জালের খবর সংগ্রাহক দলের প্রতিটি লোকের নাম, তাদের বাপদাদার নাম এবং তাদের ঘোড়ার রং সম্পর্কেও আমি জ্ঞাত আছি। এ পৃথিবীর সর্বোত্তম অশ্বারোহী দল সে দিন তারাই হবে।[৩৮০]

আবূ দারদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ فُسْطَاطَ الْمُسْلِمِينَ يَوْمَ الْمَلْحَمَةِ بِالْغُوطَةِ، إِلَى جَانِبِ مَدِينَةٍ يُقَالُ لَهَا: دِمَشْقُ، مِنْ خَيْرِ مَدَائِنِ الشَّامِ

যুদ্ধের দিন মুসলিমদের শিবির স্থাপন করা হবে 'গূতা' নামক শহরে, যা সিরিয়ার সর্বোত্তম শহর দামিশকের পাশে অবস্থিত।[৩৮১]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

إِذَا وَقَعَتِ الْمَلَاحِمُ، بَعَثَ اللَّهُ بَعْثًا مِنَ الْمَوَالِي، هُمْ أَكْرَمُ الْعَرَبِ فَرَسًا، وَأَجْوَدُهُ سِلَاحًا، يُؤَيِّدُ اللَّهُ بِهِمُ الدِّينَ

যখন বড় বড় যুদ্ধ সংঘটিত, তখন আল্লাহ তা'আলা মাওয়ালী দের সমন্বয়ে গঠিত একটি সেনাবাহিনী পাঠাবেন। তারা হবে সমগ্র আরবে সর্বাধিক দক্ষ অশ্বারোহী এবং উন্নততর সমরাস্ত্রে সজ্জিত। আল্লাহ তা'আলা তাদের দ্বারা দীন ইসলামের সাহায্যে করবেন।[৩৮২]

---

৩৮০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৮৯৯।

৩৮১. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪২৯৮।

৩৮২. হাসান: ইবনু মাজাহ হা/৪০৯০, মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৪৮), শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ বলেন, হাদীছটির সনদ হাসান ফাযাইলুস শামস (৬১)।

১৩৫. দাজ্জালের আবির্ভাব (خروج الدجال)

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذُكِرَ الدَّجَّالُ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ – صلى الله عليه وسلم – فَقَالَ: " لَأَنَا لِفِتْنَةِ بَعْضِكُمْ أَخْوَفُ عِنْدِي مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ , وَلَنْ يَنْجُوَ أَحَدٌ مِمَّا قَبْلَهَا, إِلَّا نَجَا مِنْهَا , وَمَا صُنِعَتْ فِتْنَةٌ مُنْذُ كَانَتْ الدُّنْيَا صَغِيرَةٌ وَلَا كَبِيرَةٌ , إِلَّا لِفِتْنَةِ الدَّجَّالِ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট দাজ্জাল সম্পর্কে বলা হলে তিনি বলেন, দাজ্জালের ফিতনার চেয়ে তোমাদের কতিপয়ের মাঝে বিদ্যমান ফিতনার আশঙ্কা করছি। তোমাদের কেউই তা থেকে মুক্তি পাবে না। দাজ্জালের ফিতনার জন্যই দুনিয়ার ছোট-বড় ফিতনার সৃষ্টি।[৩৮৩]

আনাস ইবনে মালেক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সূত্রে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত,

مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا أَنْذَرَ قَوْمَهُ الأَعْوَرَ الكَذَّابَ، إِنَّهُ أَعْوَرُ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ

তিনি বলেছেন, আল্লাহ এমন কোন নাবী পাঠাননি যিনি তার জাতিকে কানা মিথ্যুকটির ব্যাপারে সতর্ক করেননি। সে কানা দাজ্জাল। আর তোমাদের প্রতিপালক কানা নন। তাঁর দু'চোখের মাঝখানে 'কাফির' লেখা থাকবে।[৩৮৪]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

ثَلَاثٌ إِذَا خَرَجْنَ لَا يَنْفَعُ نَفْسًا إِيمَانُهَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ، أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَيْرًا: طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَالدَّجَّالُ، وَدَابَّةُ الْأَرْضِ

তিনটি নিদর্শন যখন প্রকাশিত হবে তখন কারো ঈমান আনয়নে কোন উপকারে আসবে না-যারা ইতিপূর্বে ঈমান আনেনি বা যারা নিজেদের ঈমান মত নেক আমল

---

৩৮৩. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৫/৩৮৯), ছ্বহীহাহ হা/৩০৮২।
৩৮৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৪০৮, ছ্বহীহ মুসলিম (৪/২২৪৮)।

করেনি (সূরা আল-আন'আম ৬:১৫৮)। সেই তিনটি নিদর্শন হলো পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্যোদয়, দাজ্জাল ও দাব্বাতুল আরয।[৩৮৫]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

أَنَّ عُمَرَ انْطَلَقَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَهْطٍ قِبَلَ ابْنِ صَيَّادٍ، حَتَّى وَجَدُوهُ يَلْعَبُ مَعَ الصِّبْيَانِ عِنْدَ أُطُمِ بَنِي مَغَالَةَ، وَقَدْ قَارَبَ ابْنُ صَيَّادٍ الحُلُمَ، فَلَمْ يَشْعُرْ حَتَّى ضَرَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ، ثُمَّ قَالَ لِابْنِ صَيَّادٍ: «تَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟»، فَنَظَرَ إِلَيْهِ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ: أَشْهَدُ أَنَّكَ رَسُولُ الأُمِّيِّينَ، فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ؟ فَرَفَضَهُ وَقَالَ: «آمَنْتُ بِاللَّهِ وَبِرُسُلِهِ» فَقَالَ لَهُ: «مَاذَا تَرَى؟» قَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: يَأْتِينِي صَادِقٌ وَكَاذِبٌ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «خُلِّطَ عَلَيْكَ الأَمْرُ» ثُمَّ قَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنِّي قَدْ خَبَأْتُ لَكَ خَبِيئًا» فَقَالَ ابْنُ صَيَّادٍ: هُوَ الدُّخُّ، فَقَالَ: «اخْسَأْ، فَلَنْ تَعْدُوَ قَدْرَكَ» فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: دَعْنِي يَا رَسُولَ اللَّهِ أَضْرِبْ عُنُقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنْ يَكُنْهُ فَلَنْ تُسَلَّطَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْهُ فَلاَ خَيْرَ لَكَ فِي قَتْلِهِ» صحيح البخاري-١٣٥٤

وَقَالَ سَالِمٌ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولُ: انْطَلَقَ بَعْدَ ذَلِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ إِلَى النَّخْلِ الَّتِي فِيهَا ابْنُ صَيَّادٍ، وَهُوَ يَخْتِلُ أَنْ يَسْمَعَ مِنْ ابْنِ صَيَّادٍ شَيْئًا قَبْلَ أَنْ يَرَاهُ ابْنُ صَيَّادٍ، فَرَآهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُضْطَجِعٌ – يَعْنِي فِي قَطِيفَةٍ لَهُ فِيهَا رَمْزَةٌ أَوْ زَمْرَةٌ – فَرَأَتْ أُمُّ ابْنِ صَيّادٍ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهُوَ يَتَّقِي بِجُذُوعِ النَّخْلِ، فَقَالَتْ لِابْنِ صَيَّادٍ: يَا صَافِ – وَهُوَ اسْمُ ابْنِ صَيَّادٍ – هَذَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَثَارَ ابْنُ صَيَّادٍ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ تَرَكَتْهُ بَيَّنَ» صحيح البخاري-١٣٥٥

قَالَ سَالِمٌ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي النَّاسِ، فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ، ثُمَّ ذَكَرَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: «إِنِّي أُنْذِرُكُمُوهُ، وَمَا مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ أَنْذَرَهُ قَوْمَهُ،

---

৩৮৫. ছুহীহ মুসলিম হা/১৫৮।

لَقَدْ أَنْذَرَهُ نُوحٌ قَوْمَهُ، وَلَكِنِّي سَأَقُولُ لَكُمْ فِيهِ قَوْلًا لَمْ يَقُلْهُ نَبِيٌّ لِقَوْمِهِ، تَعْلَمُونَ أَنَّهُ أَعْوَرُ، وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ. صحيح البخاري-٦١٧٥

উমার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে একটি দলের অন্তর্ভুক্ত হয়ে ইবনু সাইয়াদ এর বাড়ির দিকে গেলেন। তারা তাকে (ইবনু সাইয়াদকে) বনূ মাগালা দুর্গের[৩৮৬] পাশে অন্যান্য বালকের সাথে খেলাধূলারত পেলেন। তখন ইবনু সাইয়াদ বালেগ হবার নিকটবর্তী হয়েছিল। সে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর আগমন অনুভব করার পূর্বেই নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার হাত ধরে ফেললেন। অতঃপর তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি সাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আমি আল্লাহর রসূল? ইবনু সাইয়াদ তার দিকে দৃষ্টি করে বললো, আমি সাক্ষি দিচ্ছি যে, আপনি উম্মীদের রসূল। অতঃপর সে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দিবেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? তখন নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে ছেড়ে দিয়ে বললেন, আমি আল্লাহ ও তার রসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছি। অতঃপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কী দেখে থাক? ইবনু সাইয়াদ বললো, আমার নিকট সত্যবাদী ও মিথ্যাবাদী আগমন করে থাকে। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, ব্যাপারটি তোমার নিকট বিভ্রান্তিকর করা হয়েছে। অতঃপর নাবী তাকে বললেন, আমি একটি বিষয় তোমার হতে (আমার মনের মধ্যে) গোপন রেখেছি। বলতো, সেটি কি? ইবনু সাইয়াদ বললো, তা হচ্ছে আদ-দুখখু। তখন তিনি বললেন, তুমি লাঞ্ছিত হও! তুমি কখনো তোমার (জন্য নির্ধারিত সীমা) অতিক্রম করতে পারবে না। তখন উমার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) বললেন, আমাকে অনুমতি দিন, হে আল্লাহর রসূল! আমি তার গর্দান উড়িয়ে দেই। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, যদি সে সেই (মাসীহ দাজ্জাল) হয়ে থাকে,[৩৮৭] তাহলে তাকে কাবু করার ক্ষমতা তোমাকে দেয়া হবে না। আর যদি সে দাজ্জাল না হয়, তাহলে তাকে হত্যা করার মধ্যে তোমার কল্যাণ নেই। রাবী সালিম (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি ইবনু উমার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) কে বলতে শুনেছি, অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং উবাই ইবনু কা'ব (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) ঐ খেজুরের বাগানের দিকে গমন করলেন যেখানে ইবনু সাইয়াদ ছিল। ইবনু সাইয়াদ তাকে দেখে ফেলার পূর্বেই ইবনু সাইয়াদ তার কিছু কথা শুনে নিতে চাচ্ছিলেন। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে একটি চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে থাকতে দেখলেন, যার ভিতর হতে তার গুনগুন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল। ইবনু সাইয়াদের মা আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখতে পেল যে, তিনি খেজুর গাছের কান্ডের আড়ালে

---

৩৮৬. অর্থাৎ দূর্গ বা কেল্লা।
৩৮৭. অর্থাৎ যদি সে-ই হয়ে থাকে।

আত্মগোপন করে চলছেন। সে তখন ইবনু সাইয়াদকে ডেকে বললো, ও সাফ! (এটি ইবনু সাইয়াদের ডাক নাম।) এই যে মুহাম্মাদ! তখন ইবনু সাইয়াদ লাফিয়ে উঠলো। নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, সে (ইবনু সাইয়াদের) মা তাকে (যথাবস্থায়) থাকতে দিলে (ব্যাপারটি) স্পষ্ট হয়ে যেত। সালিম (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বর্ণনা করেন, আব্দুল্লাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষের মাঝে দাঁড়িয়ে তার পরিবার বর্গের প্রতি (দয়ার কারণে) আল্লাহর প্রশংসা করলেন, তিনি দাজ্জালের কথা বর্ণনা করে বলেন, আমি তোমাদেরকে তার সম্পর্কে সতর্ক করবো, প্রত্যেক নাবীই তার জাতিকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেছেন। আর অবশ্যই নূহ আলাইহিস সালাম তার জাতিকে দাজ্জালের ব্যাপারে সতর্ক করেছেন। আমি তার সম্পর্কে তোমাদেরকে এমন কথা বলবো যা কোন নাবী তার জাতিকে বলেননি। তোমরা জেনে রাখো, সে (দাজ্জাল) হচ্ছে অন্ধ অথচ আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন।[৩৮৮]

আবূ সাইদ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَقِيَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟» فَقَالَ هُوَ: أَتَشْهَدُ أَنِّي رَسُولُ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «آمَنْتُ بِاللهِ، وَمَلَائِكَتِهِ، وَكُتُبِهِ، مَا تَرَى؟» قَالَ: أَرَى عَرْشًا عَلَى الْمَاءِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «تَرَى عَرْشَ إِبْلِيسَ عَلَى الْبَحْرِ، وَمَا تَرَى؟» قَالَ: أَرَى صَادِقَيْنِ وَكَاذِبًا - أَوْ كَاذِبَيْنِ وَصَادِقًا - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لُبِسَ عَلَيْهِ، دَعُوهُ» صحيح مسلم- ٢٩٢٥

সাইয়েদের সাথে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাক্ষাত হলো আবূ বকর ও উমার (রাদিয়াল্লাহু আনহুমা) উভয়েই মদিনার কতিপয় রাস্তায় ছিলেন। অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইবনু সাইয়েদকে বললেন, তুমি কি এ সাক্ষ্য দাও যে, আমি আল্লাহর রসূল? সে বললো, আপনি কি সাক্ষ্য দেন যে, আমি আল্লাহর রসূল? অতঃপর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, আমি আল্লাহর প্রতি, তার কিতাবসসমূহ ও তার ফিরিস্তাগণের প্রতি ঈমান এনেছি। তারপর তিনি বললেন, তুমি কি দেখছ? সে বললো, আমি সমুদ্রের উপর আরশ দেখতে পাচ্ছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তুমি তো সমুদ্রে ইবলিশের আরশ দেখতে পাচ্ছ। তুমি আর কি দেখতে পাচ্ছ? সে বললো, আমি কিছু সংখ্যক সত্যবাদী ও

---

৩৮৮. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৩৫৪+১১৫৫+৬১৭৫, ছ্বহীহ মুসলিম (৪/২২৪৪)।

একজন মিথ্যাবাদী অথবা কিছু সংখ্যক মিথ্যাবাদী ও একজন সত্যবাদীকে দেখতে পাচ্ছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, একে ছেড়ে দাও। সে এ বিষয়ে নিজেই সন্দেহ পোষণ করছে।[৩৮৯]

নাফি রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَقِيَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَ صَائِدٍ فِي بَعْضِ طُرُقِ الْمَدِينَةِ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا أَغْضَبَهُ، فَانْتَفَخَ حَتَّى مَلَأَ السِّكَّةَ، فَدَخَلَ ابْنُ عُمَرَ عَلَى حَفْصَةَ وَقَدْ بَلَغَهَا، فَقَالَتْ لَهُ: رَحِمَكَ اللهُ مَا أَرَدْتَ مِنِ ابْنِ صَائِدٍ، أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «إِنَّمَا يَخْرُجُ مِنْ غَضْبَةٍ يَغْضَبُهَا

মদিনার কোন এক রাস্তায় ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর সাথে সাইয়েদের দেখা হলে তিনি তাকে এমন কতিপয় কথা বলেন, যার ফলে সে ক্রোধান্বিত হয়ে গেল। সে ক্রোধে এমন ভাবে ফুললো যে, সমস্ত রাস্তা সে জুড়ে ফেললো, উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হাফছা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) এর কাছে গেলেন। তিনি আগেই এ ঘটনার ব্যাপারে সবিশেষ অবহিত ছিলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ তা'আলা আপনার প্রতি রহম করুন। আপনি ইবনু সাইয়েদ সম্পর্কে কি ইচ্ছা পোষণ করছেন? আপনি কি জানেন না যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, দাজ্জাল সর্ব প্রথম ক্রোধের মাধ্যমে বহিঃপ্রকাশ ঘটাবে।[৩৯০]

আবূ সাইদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَرَجْنَا حُجَّاجًا، أَوْ عُمَّارًا، وَمَعَنَا ابْنُ صَائِدٍ، قَالَ: فَنَزَلْنَا مَنْزِلًا، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ وَبَقِيتُ أَنَا وَهُوَ، فَاسْتَوْحَشْتُ مِنْهُ وَحْشَةً شَدِيدَةً مِمَّا يُقَالُ عَلَيْهِ، قَالَ: وَجَاءَ بِمَتَاعِهِ فَوَضَعَهُ مَعَ مَتَاعِي، فَقُلْتُ: إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ، فَلَوْ وَضَعْتَهُ تَحْتَ تِلْكَ الشَّجَرَةِ، قَالَ: فَفَعَلَ، قَالَ: فَرُفِعَتْ لَنَا غَنَمٌ، فَانْطَلَقَ فَجَاءَ بِعُسٍّ، فَقَالَ: اشْرَبْ، أَبَا سَعِيدٍ فَقُلْتُ إِنَّ الْحَرَّ شَدِيدٌ وَاللَّبَنُ حَارٌّ، مَا بِي إِلَّا أَنِّي أَكْرَهُ أَنْ أَشْرَبَ عَنْ يَدِهِ - أَوْ قَالَ آخُذَ عَنْ يَدِهِ - فَقَالَ: أَبَا سَعِيدٍ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آخُذَ حَبْلًا فَأُعَلِّقَهُ بِشَجَرَةٍ، ثُمَّ أَخْتَنِقَ مِمَّا يَقُولُ لِي النَّاسُ، يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ خَفِيَ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৩৮৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯২৫।
৩৯০. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩২।

مَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مَعْشَرَ الْأَنْصَارِ أَلَسْتَ مِنْ أَعْلَمِ النَّاسِ بِحَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ كَافِرٌ» وَأَنَا مُسْلِمٌ، أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هُوَ عَقِيمٌ لَا يُولَدُ لَهُ»، وَقَدْ تَرَكْتُ وَلَدِي بِالْمَدِينَةِ؟ أَوَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَا يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ وَلَا مَكَّةَ» وَقَدْ أَقْبَلْتُ مِنَ الْمَدِينَةِ وَأَنَا أُرِيدُ مَكَّةَ؟ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ: حَتَّى كِدْتُ أَنْ أَعْذِرَهُ، ثُمَّ قَالَ: أَمَا، وَاللهِ إِنِّي لَأَعْرِفُهُ وَأَعْرِفُ مَوْلِدَهُ وَأَيْنَ هُوَ الْآنَ، قَالَ: قُلْتُ لَهُ: تَبًّا لَكَ، سَائِرَ الْيَوْمِ

আমরা একবার হাজ্জ বা উমরার উদ্দেশ্যে রওনা হলাম। আমাদের সাথে ইবনু সায়িদ ছিল। তারপর কোন এক মঞ্জিলে অবতরণ করলাম। লোকেরা এদিক সেদিক ছড়িয়ে পড়লো। কেবল সে এবং আমি থেকে গেলাম। লোকেরা ইবনু সাইয়েদের ব্যাপারে কথা বলাবলি করছে, এ কারণে আমি তার ব্যাপারে অত্যাধিক ভীত ও ঘাবড়িয়ে গিয়েছিলাম। তিনি বলেন, ইবনু সাইয়েদ তার দ্রব্য-সামগ্রী আমার কাছে এনে রাখলো। আমি বললাম, গরম খুব বেশি মনে হচ্ছে। তুমি যদি তোমার দ্রব্য-সামগ্রী ঐ গাছের নিচে রাখতে তবে ভালো হতো। এ কথা শুনে তাই করলো। তারপর আমাদের জন্য কতগুলো বকরী নিয়ে আসা হলো। এ দেখে ইবনু সাইয়েদ সেখানে গেল এবং এক পাত্র দুধ নিয়ে আসলো।[৩৯১] এরপর সে আমাকে বললো, হে আবূ সাঈদ! তুমি দুধ পান করে নাও। আমি বললাম, গরম খুব বেশি। দুধও গরম। আবূ সাইদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার হাতে দুধ পান করা বা তার হাত হতে দুধ গ্রহণ করা আমি পছন্দ করিনি। এ দেখে ইবনু সাইয়েদ বললো, হে আবূ সাঈদ! লোকেরা আমার ব্যাপারে আমার যেসব কথাবার্তা বলছে, এখন আমার ইচ্ছা হয় যে, আমি একটি রশি নিয়ে সেটা গাছে লটকিয়ে ফাঁসি দিয়ে মরে যাই এবং তা হতে পরিত্রান লাভ করি। তারপর সে বললো, হে আবূ সাঈদ! তোমাদের আনসার সম্প্রদায়ের চেয়ে রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ আর কারো কাছে অজানা নেই? তুমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর হাদীছ সম্পর্কে বেশি জ্ঞাত নও? রসূল কি বলেনি, সে (দাজ্জাল) ব্যক্তি কাফির হবে? অথচ আমি মুসলিম। তিনি কি বলেননি যে, দাজ্জাল নিঃস্তান? তার কোন সন্তান হবে না? অথচ মদিনায় আমি আমার সন্তান রেখে এসেছি। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি বলেননি? দাজ্জাল মক্কা-মদিনায় প্রবেশ করতে পারবে না। অথচ আমি মদিনা হতে এসেছি এবং মক্কায় যাওয়ার ইচ্ছা করছি। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, তার কথায় আমি তাকে বিশ্বাস করার কাছাকাছি পৌঁছে

৩৯১. অর্থাৎ স্থূলকায় পাত্র।

গিয়েছিলাম। অতঃপর ইবনু সাঈয়েদ বললো, আল্লাহর শপথ! আমি তাকে চিনি, তার জন্ম স্থান চিনি এবং সে এখন কোথায় অবস্থান করছে তাও আমি জানি। এ কথা শুনে আমি বললাম, তোমার সারাটা দিন ধ্বংস হোক, অকল্যাণ হোক।[৩৯২]

নাফি রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

قَالَ ابْنُ عُمَرَ: لَقِيتُهُ مَرَّتَيْنِ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ فَقُلْتُ لِبَعْضِهِمْ: هَلْ تَحَدَّثُونَ أَنَّهُ هُوَ؟ قَالَ: لَا، وَاللهِ قَالَ: قُلْتُ: كَذَبْتَنِي، وَاللهِ لَقَدْ أَخْبَرَنِي بَعْضُكُمْ أَنَّهُ لَنْ يَمُوتَ حَتَّى يَكُونَ أَكْثَرَكُمْ مَالًا وَوَلَدًا، فَكَذَلِكَ هُوَ زَعَمُوا الْيَوْمَ، قَالَ: فَتَحَدَّثْنَا ثُمَّ فَارَقْتُهُ، قَالَ: فَلَقِيتُهُ لَقْيَةً أُخْرَى وَقَدْ نَفَرَتْ عَيْنُهُ، قَالَ: فَقُلْتُ: مَتَى فَعَلَتْ عَيْنُكَ مَا أَرَى؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: قُلْتُ: لَا تَدْرِي وَهِيَ فِي رَأْسِكَ؟ قَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ خَلَقَهَا فِي عَصَاكَ هَذِهِ، قَالَ: فَنَخَرَ كَأَشَدِّ نَخِيرِ حِمَارٍ سَمِعْتُ، قَالَ: فَزَعَمَ بَعْضُ أَصْحَابِي أَنِّي ضَرَبْتُهُ بِعَصًا كَانَتْ مَعِيَ حَتَّى تَكَسَّرَتْ، وَأَمَّا أَنَا فَوَاللهِ مَا شَعَرْتُ، قَالَ: وَجَاءَ حَتَّى دَخَلَ عَلَى أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ فَحَدَّثَهَا، فَقَالَتْ: مَا تُرِيدُ إِلَيْهِ؟ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّهُ قَدْ قَالَ: «إِنَّ أَوَّلَ مَا يَبْعَثُهُ عَلَى النَّاسِ غَضَبٌ يَغْضَبُهُ»

ইবনু উমার (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) বলেন, ইবনু সাইয়্যাদ এর সাথে আমার দু'বার দেখা হয়েছে। একবার দেখার পর আমি জনৈক লোককে প্রশ্ন করলাম, আপনি বলেন যে, ইবনু সাইয়্যাদই দাজ্জাল? উত্তরে সে বললো, আল্লাহর শপথ! কখনো না। আমি বললাম, তুমিতো আমাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে। আল্লাহর শপথ! তোমাদের এক লোক আমাকে এ মর্মে কবর দিয়েছে যে, সে মৃত্যু বরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের চাইতে সর্বাধিক বিত্তশালী এবং সন্তান-সন্ততি সম্পন্ন না হবে। আজতো অনুরূপই হয়েছে বলে সে মন্তব্য করছে। তারপর ইবনু সাইয়্যাদ আমাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা শুরু করলো। এরপর আমি তার থেকে সরে গেলাম। ইবনু সাইয়্যাদের সাথে আরেকবার আমার সাক্ষাত হয়েছে। তখন তার চোখ ফোলা অবস্থায় ছিল। আমি তাকে বললাম, তোমার চোখের এ কি অবস্থা, আমি কি দেখতে পাচ্ছি। সে বললো, আমি জানি না। আমি বললাম, তোমার মাথায় চোখ অথচ তুমি জানো না। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার এ লাঠিতেও তিনি চোখ সৃষ্টি করে দিতে পারেন। এরপর সে গাঁধার চেয়েও বিকট শব্দে চিৎকার করলো যা আমি ইতোপূর্বে শুনিনি। আমার কোন সাথী ধারণা করছে যে, আমার সাথে থাকা লাঠি দ্বারা সজোরে আঘাত করেছি যাতে লাঠি ভেঙ্গে গেছে। আল্লাহর শপথ! এ সম্পর্কে আমি

---

৩৯২. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯২৭।

একেবারে অজ্ঞাত ছিলাম। নাফি বলেন, তারপর আব্দুল্লাহ ইবনু উমার উম্মুল মুমিনীন হাফছাহ এর নিকটে এলেন এবং তার কাছে এ ঘটনা বর্ণনা করলেন। এ কথা শুনে তিনি বললেন, ইবনু সাইয়্যাদের নিকট তার কি প্রয়োজন ছিল? আপনি কি জানেন না যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কারো প্রতি ভীষণ রাগই সর্বপ্রথম দাজ্জালকে মানুষের সম্মুখে প্রকাশ ঘটবে।[৩৯৩]

মুহাম্মাদ ইবনু মুনকাদির রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَحْلِفُ بِاللَّهِ: أَنَّ ابْنَ الصَّائِدِ الدَّجَّالُ، قُلْتُ: تَحْلِفُ بِاللَّهِ؟ قَالَ: «إِنِّي سَمِعْتُ عُمَرَ يَحْلِفُ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ يُنْكِرْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ»

আমি জাবির ইবনু আব্দুল্লাহকে আল্লাহর নামে কসম করে এ কথা বলতে শুনেছি যে, ইবনু সাইয়্যাদই হলো প্রকৃতপক্ষে দাজ্জাল। আমি বললাম, আপনি আল্লাহর নামে কসম করে এ কথা বলছেন? তিনি বললেন, আমি উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট এ সম্পর্কে কসম খেতে শুনেছি। অথচ নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার একথা অগ্রাহ্য করেননি।[৩৯৪]

ফাতিমা বিনতু কায়স (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ نِدَاءَ الْمُنَادِي، مُنَادِي رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يُنَادِي: الصَّلَاةَ جَامِعَةً، فَخَرَجْتُ إِلَى الْمَسْجِدِ، فَصَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكُنْتُ فِي صَفِّ النِّسَاءِ الَّتِي تَلِي ظُهُورَ الْقَوْمِ فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاتَهُ جَلَسَ عَلَى الْمِنْبَرِ، وَهُوَ يَضْحَكُ، فَقَالَ: «لِيَلْزَمْ كُلُّ إِنْسَانٍ مُصَلَّاهُ»، ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرُونَ لِمَ جَمَعْتُكُمْ؟» قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ، قَالَ: " إِنِّي وَاللهِ مَا جَمَعْتُكُمْ لِرَغْبَةٍ وَلَا لِرَهْبَةٍ، وَلَكِنْ جَمَعْتُكُمْ، لِأَنَّ تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ رَجُلًا نَصْرَانِيًّا، فَجَاءَ فَبَايَعَ وَأَسْلَمَ، وَحَدَّثَنِي حَدِيثًا وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْ مَسِيحِ الدَّجَّالِ، حَدَّثَنِي أَنَّهُ رَكِبَ فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، مَعَ ثَلَاثِينَ رَجُلًا مِنْ لَخْمٍ وَجُذَامَ، فَلَعِبَ بِهِمِ الْمَوْجُ شَهْرًا فِي الْبَحْرِ، ثُمَّ أَرْفَئُوا إِلَى جَزِيرَةٍ فِي الْبَحْرِ حَتَّى مَغْرِبِ الشَّمْسِ، فَجَلَسُوا فِي أَقْرُبِ السَّفِينَةِ فَدَخَلُوا الْجَزِيرَةَ فَلَقِيَتْهُمْ دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا

---

৩৯৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩২।

৩৯৪ . ছ্বহীহ বুখারী হা/৭৩৫৫, ছ্বহীহ মুসলিম (৪/২২৪৩)।

يَدْرُونَ مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِه، مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقَالُوا: وَيْلَك مَا أَنْت؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قَالُوا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: أَيُّهَا الْقَوْمُ انْطَلِقُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، قَالَ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلًا فَرِقْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، قَالَ: فَانْطَلَقْنَا سِرَاعًا، حَتَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنْسَانٍ رَأَيْنَاهُ قَطُّ خَلْقًا، وَأَشَدُّهُ وِثَاقًا، مَجْمُوعَةٌ يَدَاهُ إِلَى عُنُقِه، مَا بَيْنَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى كَعْبَيْهِ بِالْحَدِيدِ، قُلْنَا: وَيْلَكَ مَا أَنْتَ؟ قَالَ: قَدْ قَدَرْتُمْ عَلَى خَبَرِي، فَأَخْبِرُونِي مَا أَنْتُمْ؟ قَالُوا: نَحْنُ أُنَاسٌ مِنَ الْعَرَبِ رَكِبْنَا فِي سَفِينَةٍ بَحْرِيَّةٍ، فَصَادَفْنَا الْبَحْرَ حِينَ اغْتَلَمَ فَلَعِبَ بِنَا الْمَوْجُ شَهْرًا، ثُمَّ أَرْفَأْنَا إِلَى جَزِيرَتِكَ هَذِه، فَجَلَسْنَا فِي أَقْرُبِهَا، فَدَخَلْنَا الْجَزِيرَةَ، فَلَقِيَتْنَا دَابَّةٌ أَهْلَبُ كَثِيرُ الشَّعَرِ، لَا يُدْرَى مَا قُبُلُهُ مِنْ دُبُرِه مِنْ كَثْرَةِ الشَّعَرِ، فَقُلْنَا: وَيْلَكِ مَا أَنْتِ؟ فَقَالَتْ: أَنَا الْجَسَّاسَةُ، قُلْنَا: وَمَا الْجَسَّاسَةُ؟ قَالَتْ: اعْمِدُوا إِلَى هَذَا الرَّجُلِ فِي الدَّيْرِ، فَإِنَّهُ إِلَى خَبَرِكُمْ بِالْأَشْوَاقِ، فَأَقْبَلْنَا إِلَيْكَ سِرَاعًا، وَفَزِعْنَا مِنْهَا، وَلَمْ نَأْمَنْ أَنْ تَكُونَ شَيْطَانَةً، فَقَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَخْلِ بَيْسَانَ، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: أَسْأَلُكُمْ عَنْ نَخْلِهَا، هَلْ يُثْمِرُ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّهُ يُوشِكُ أَنْ لَا تُثْمِرَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ بُحَيْرَةِ الطَّبَرِيَّةِ، قُلْنَا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِيهَا مَاءٌ؟ قَالُوا: هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، قَالَ: أَمَا إِنَّ مَاءَهَا يُوشِكُ أَنْ يَذْهَبَ، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ عَيْنِ زُغَرَ، قَالُوا: عَنْ أَيِّ شَأْنِهَا تَسْتَخْبِرُ؟ قَالَ: هَلْ فِي الْعَيْنِ مَاءٌ؟ وَهَلْ يَزْرَعُ أَهْلُهَا بِمَاءِ الْعَيْنِ؟ قُلْنَا لَهُ: نَعَمْ، هِيَ كَثِيرَةُ الْمَاءِ، وَأَهْلُهَا يَزْرَعُونَ مِنْ مَائِهَا، قَالَ: أَخْبِرُونِي عَنْ نَبِيِّ الْأُمِّيِّينَ مَا فَعَلَ؟ قَالُوا: قَدْ خَرَجَ مِنْ مَكَّةَ وَنَزَلَ يَثْرِبَ، قَالَ: أَقَاتَلَهُ الْعَرَبُ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: كَيْفَ صَنَعَ بِهِمْ؟ فَأَخْبَرْنَاهُ أَنَّهُ قَدْ ظَهَرَ عَلَى مَنْ يَلِيهِ مِنَ الْعَرَبِ وَأَطَاعُوهُ، قَالَ لَهُمْ: قَدْ كَانَ ذَلِكَ؟ قُلْنَا: نَعَمْ، قَالَ: أَمَا إِنَّ ذَاكَ خَيْرٌ لَهُمْ أَنْ يُطِيعُوهُ، وَإِنِّي مُخْبِرُكُمْ عَنِّي، إِنِّي أَنَا الْمَسِيحُ، وَإِنِّي أُوشِكُ أَنْ يُؤْذَنَ لِي فِي الْخُرُوجِ، فَأَخْرُجَ فَأَسِيرَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَدَعَ قَرْيَةً إِلَّا هَبَطْتُهَا فِي أَرْبَعِينَ لَيْلَةً غَيْرَ مَكَّةَ وَطَيْبَةَ، فَهُمَا مُحَرَّمَتَانِ عَلَيَّ كِلْتَاهُمَا، كُلَّمَا أَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَ وَاحِدَةً – أَوْ وَاحِدًا – مِنْهُمَا اسْتَقْبَلَنِي مَلَكٌ بِيَدِهِ السَّيْفُ صَلْتًا، يَصُدُّنِي عَنْهَا، وَإِنَّ عَلَى كُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَائِكَةً يَحْرُسُونَهَا، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَطَعَنَ بِمِخْصَرَتِه فِي الْمِنْبَرِ: «هَذِه طَيْبَةُ، هَذِه طَيْبَةُ، هَذِه طَيْبَةُ» –يَعْنِي الْمَدِينَةَ – «أَلَا هَلْ كُنْتُ حَدَّثْتُكُمْ ذَلِكَ؟» فَقَالَ النَّاسُ: نَعَمْ، «فَإِنَّهُ

أَعْجَبَنِي حَدِيثُ تَمِيمٍ، أَنَّهُ وَافَقَ الَّذِي كُنْتُ أُحَدِّثُكُمْ عَنْهُ، وَعَنِ الْمَدِينَةِ وَمَكَّةَ، أَلَا إِنَّهُ فِي بَحْرِ الشَّأْمِ، أَوْ بَحْرِ الْيَمَنِ، لَا بَلْ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ، مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ مَا هُوَ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ، مَا هُوَ» وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى الْمَشْرِقِ، قَالَتْ: فَحَفِظْتُ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ،

আমি এক আহবানকারীর আওয়াজ শুনতে পেলাম। বস্তুত তিনি রসূল কর্তৃক নির্ধারিত আহবানককারী ছিলেন। তিনি এ মর্মে আহবান করছিলেন যে, ছ্বলাতের উদ্দেশ্যে তোমরা সমবেত হয়ে যাও। এরপর আমি মসজিদের দিকে অগ্রসর হলাম এবং রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর সাথে ছ্বলাত আদায় করলাম। সম্প্রদায়ের কাতারে যে মহিলাগণ ছিলেন আমি সে কাতারেই ছিলাম। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছ্বলাত আদায়ন্তে হাস্যোজ্জ্বল অবস্থায় মিম্বারে বসে গেলেন। অতঃপর বললেন, তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন জায়গায় বসে যাও। তারপর তিনি বললেন, তোমরা কি জান আমি কি জন্য তোমাদেরকে সমবেত করেছি? ছাহাবীগণ বললেন, আল্লাহ ও তার রসূলই অধিক জ্ঞাত। আল্লাহর শপথ! আমি তোমাদেরকে কোন আশা বা ভয়ভীতির জন্য সমবেত করিনি। তবে আমি তোমাদেরকে এ জন্য জমায়েত করেছি যে, তামীম আদ-দারী প্রথমে খৃষ্টান ছিল। সে আমার কাছে এসে বাই'আত গ্রহণ করেছে এবং দীন ইসলাম গ্রহণ করেছে। সে আমার নিকট এমন একটি কাহিনী বর্ণনা করেছে যদ্দারা আমার সে বর্ণনায় সত্যায়ন হয়ে যায়, যা আমি দাজ্জালের ব্যাপারে আমি তোমাদের নিকট বর্ণনা করেছিলাম। সে আমাকে বলেছে যে, একবার লাখম ও জুযাম গোত্রের ত্রিশজন লোকসহ সমুদ্রের একটি জাহাজে আরোহণ করেছিল। সামুদ্রিক ঝড় একমাস পর্যন্ত তাদেরকে নিয়ে খেলা করতে থাকে। অতঃপর সূর্যাস্তের সময় তারা সমুদ্রের এক দ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করে। তারপর তারা ছোট ছোট নৌকায় বসে ঐ দ্বীপে প্রবেশ করে। দ্বীপে নামতেই জন্তুর ন্যায় একটি জিনিস তারা দেখতে পায়। তার পূর্ণ দেহ পশমে ভরা ছিল। পশমের কারণে তার আগা-পাছা চেনার উপায় ছিল না। লোকেরা তাকে বললো, হতভাগা, তুই কে? সে বললো আমি জাস্সা-সাহ। লোকেরা বললো, জাস্সা-সাহ আবার কি? সে বললো, ঐ যে গীর্জা দেখা যায় সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষা করছে। তামীম আদ-দারী বলেন, তার মুখে এক লোকের কথা শুনে ভয়ে শঙ্কিত হলাম যে, সে আবার শয়তানতো নয়! আমরা দ্রুত পদব্রজে গীর্জায় প্রবেশ করতেই এক দীর্ঘাকৃতির এক লোককে দেখতে পেলাম, যা ইতোপূর্বে এমন আর কখনো দেখিনি। লোহার শিকলে বাঁধা অবস্থায় দু' হাঁটুর মধ্যে দিয়ে তার উভয় হাত ঘাড়ের সাথে মিলানো। আমরা তাকে বললাম, তোর সর্বনাশ হোক, তুই কে? সে বললো, তোমরা আমার সন্ধান কিছু না কিছু পেয়েই গেছ।

এখন তোমরা বলো, তোমাদের পরিচয় কি? তারা বললো, আমরা আরবের অধিবাসী। আমরা সমুদ্রে নৌকায় চড়ে ভ্রমণ করছিলাম। আমরা সমুদ্রকে উত্তাল তরঙ্গে উদ্বেলিত অবস্থায় পেয়েছি।[৩৯৫] এক মাস পর্যন্ত ঝড়ের কবলে থেকে অবশেষে আমরা তোমার এ দ্বীপে এসে পৌঁছেছি। অতঃপর ছোট ছোট নৌকায় আরোহণ করে এ দ্বীপে আমরা প্রবেশ করেছি। এখানে আমরা সর্বাঙ্গ পশমে আবৃত জন্তুকে দেখতে পেয়েছি। পশমের মাত্রাতিরিক্তের কারণে আমরা তার আগা-পাছা চিনতে পারছি না। আমরা তাকে বলেছি, তোর সর্বনাশ হোক! সে বলেছে, সে নাকি জাস্সা-সাহ। আমরা বললাম, জাস্সা-সাহ আবার কি? তখন সে বলেছে, ঐ যে, গীর্জা দেখা যায়, তোমরা সেখানে চলো। সেখানে এক লোক গভীর আগ্রহে তোমাদের অপেক্ষায় আছে। তাই আমরা দ্রুত তোর কাছে এসে গেছি। আমরা তার কথায় আতঙ্কিত হয়ে পড়েছি; না জানি এ আবার কোন জিন ভূত কিনা? অতঃপর সে বললো, তোমরা আমাকে বাইসানের খেজুর বাগানের সংবাদ বলো। আমরা বললাম, এর কোন বিষয়টি সম্পর্কে তুই জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, বাইসানের খেজুর বাগানে ফল আছে কিনা এ সম্পর্কে আমি তোমাদেরকে জিজ্ঞেস করছি। তাকে আমরা বললাম, হ্যাঁ, আছে। সে দিন নিকটেই যে দিন এগুলোতে কোন ফল ধরবে না। তারপর সে বললো, আচ্ছা, তিবরিয়্যা সমুদ্রের ব্যাপারে আমাকে সংবাদ বলো, আমরা বললাম, এর কোন বিষয় সম্পর্কে তুই আমাদের নিকট থেকে তুই জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, এর মধ্যে পানি আছে কি? তারা বললো, হ্যাঁ, সেখানে অনেক পানি আছে। অতঃপর সে বললো, সে দিন বেশি দূরে নয় যে দিন এ সাগরে পানি থাকবে না। সে আবার বললো, 'যুগার' এর ঝর্ণার ব্যাপারে তোমরা আমাকে অবহিত করো। তারা বললো, এ সম্পর্কে তুই আমাদের কাছে কি জানতে চাচ্ছিস? সে বললো, এর ঝর্ণাতে পানি আছে কি? আর এ জনপদের লোকেরা তাদের ক্ষেত্রে এ ঝর্ণার পানি দেয় কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, এতে অনেক পানি আছে এ জনপদের[৩৯৬] লোকেরা মাধ্যমেই তাদের ক্ষেত আবাদ করে। সে আবার বললো, তোমরা আমাকে উম্মীদের নাবীর ব্যাপারে খবর দাও। সে এখন কি করছে। তারা বললো, সে মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় চলে এসেছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করলো, আরবের লোকেরা তার সাথে যুদ্ধ করেছে কি? আমরা বললাম, হ্যাঁ, করেছে। সে বললো, তিনি তাদের সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন? আমরা তাকে খবর দিলাম যে, তিনি আরবের পার্শ্ব এলাকায় জয়ী হয়েছেন এবং তারা তার বশ্যতা স্বীকার করে নিয়েছে। সে বললো, এটা কি হয়েই গেছে? আমরা বললাম, হ্যাঁ। সে বললো, বশ্যতা স্বীকার করে নেয়াই জনগনের

---

৩৯৫. অর্থাৎ তরঙ্গায়িত হওয়া।
৩৯৬. অর্থাৎ সিরিয়ার ঝর্ণা।

জন্য কল্যাণকর ছিল। এখন আমি নিজের ব্যাপারে তোমাদেরকে বলছি, আমিই মাসীহ দাজ্জাল। অতি সত্তরই আমি এখান থেকে বাইরে যাওয়ার অনুমতি পেয়ে যাবো। বাইরে গিয়ে আমি সমগ্র ভু-পৃষ্ঠ প্রদক্ষিণ করবো। চল্লিশ দিনের ভিতর এমন কোন জনপদ থাকবে না, যেখানে আমি প্রবেশ না করবো। তবে মক্কা ও তাইবাহ এ দু'টি স্থানে আমার প্রবেশ নিষিদ্ধ। যখন আমি এ দু'টির কোন স্থানে প্রবেশের ইচ্ছা করবো তখন এক ফিরিস্তা উম্মুক্ত তরবারী হাতে এসে আমাকে বাধা দিবে। এ দু'টি স্থানের সকল রাস্তায় ফিরিস্তাগণের পাহারা থাকবে। বর্ণনাকারী বলেন, তখন রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার ছড়ি দ্বারা মিম্বারে আঘাত করে বললেন, এ হচ্ছে তাইবাহ, এ হচ্ছে তাইবাহ। অর্থাৎ তাইবাহ হচ্ছে মদীনাই। সাবধান! আমি কি তোমাদেরকে ইতোপূর্বে তোমাদেরকে বলিনি? তখন লোকেরা বললো, হ্যাঁ, আপনি বলেছেন। রসুল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, তামীম আদ-দারীর কথাটি আমার খুব ভালো লেগেছে। যেহেতু তা সঙ্গতিপুর্ণ আমার ঐ বর্ণনার যা আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল,মক্কা ও মদীনা সম্পর্কে আগে বলেছি। জেনে রাখো, উল্লেখিত দ্বীপ সিরিয়া অথবা ইয়ামান সাগরের পার্শ্বস্থ সাগরের মাঝে অবস্থিত। বরং পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত, পূর্ব দিকে অবস্থিত, পৃথিবীর পূর্ব দিকে অবস্থিত। এসময় তিনি নিজ হাত দ্বারা পূর্ব দিকে ইশারাও করলেন। বর্ণনাকারী ফাতিমা বিনতু কায়স বলেন, এ হাদীছ আমি রসূল থেকে সংরক্ষণ করেছি।[৩৯৭]

ইবনে উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَوْمًا بَيْنَ ظَهْرَيِ النَّاسِ المَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَقَالَ: " إِنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، أَلاَ إِنَّ المَسِيحَ الدَّجَّالَ أَعْوَرُ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ، وَأَرَانِي اللَّيْلَةَ عِنْدَ الكَعْبَةِ فِي المَنَامِ، فَإِذَا رَجُلٌ آدَمُ، كَأَحْسَنِ مَا يُرَى مِنْ أُدْمِ الرِّجَالِ تَضْرِبُ لِمَّتُهُ بَيْنَ مَنْكِبَيْهِ، رَجِلُ الشَّعَرِ، يَقْطُرُ رَأْسُهُ مَاءً، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلَيْنِ وَهُوَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ فَقَالُوا: هَذَا المَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ، ثُمَّ رَأَيْتُ رَجُلًا وَرَاءَهُ جَعْدًا قَطِطًا أَعْوَرَ العَيْنِ اليُمْنَى، كَأَشْبَهِ مَنْ رَأَيْتُ بِابْنِ قَطَنٍ، وَاضِعًا يَدَيْهِ عَلَى مَنْكِبَيْ رَجُلٍ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ، فَقُلْتُ: مَنْ هَذَا؟ قَالُوا: المَسِيحُ الدَّجَّالُ

একদা নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লোকজনের সামনে মাসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচেনা করলেন। তিনি বললেন, আল্লাহ টেঁড়া নন। সাবধান! মাসীহ

৩৯৭. ছুহীহ মুসলিম হা/২৯৪২।

দাজ্জালের ডান চক্ষু টেঁড়া। তার চক্ষু যেন ফুলে যাওয়া আঙ্গুরের মত। আমি একরাতে স্বপ্নে নিজেকে কা'বা ঘরের নিকটে দেখলাম। হঠাৎ সেখানে বাদামী রং এর এক ব্যক্তিকে দেখলাম।[৩৯৮] তোমরা যেমন সুন্দর বাদামী রং এর লোক দেখে থাক তার থেকেও তিনি অধিক সুন্দর লোক ছিলেন তিনি। তার মাথার সোজা চুল, তার দু'স্কন্ধ পর্যন্ত ঝুলছিল। তার মাথা হতে পানি ফোঁটা ফোঁটা পড়ছিল। তিনি দু'জন লোকের স্কন্ধে হাত রেখে কা'বা তাওয়াফ করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তিনি কে ? তারা জবাব দিলেন, তিনি হলেন, মাসীহ ইবনে মারইয়াম। তারপর তার পিছনে অন্য একজন লোককে দেখলাম। তার মাথায় চুল ছিল বেশ কোঁকড়ানো, ডান চক্ষু টেঁড়া, আকৃতিতে সে আমার দেখা মত ইবনু কাতানের সঙ্গে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। সে একজন লোকের দু'স্কন্ধে ভর দিয়ে কা'বার চারদিকে ঘুরছিল। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ লোকটি কে? তারা বললেন, এ হলো মাসীহ দাজ্জাল।[৩৯৯]

রিবঈ ইবনু হিরাশ রহিমাহুল্লাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اجْتَمَعَ حُذَيْفَةُ وَأَبُو مَسْعُودٍ، فَقَالَ حُذَيْفَةُ: «لَأَنَا بِمَا مَعَ الدَّجَّالِ أَعْلَمُ مِنْهُ، إِنَّ مَعَهُ نَهْرًا مِنْ مَاءٍ وَنَهْرًا مِنْ نَارٍ، فَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ نَارٌ مَاءٌ، وَأَمَّا الَّذِي تَرَوْنَ أَنَّهُ مَاءٌ نَارٌ، فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَأَرَادَ الْمَاءَ فَلْيَشْرَبْ مِنَ الَّذِي يَرَاهُ أَنَّهُ نَارٌ، فَإِنَّهُ سَيَجِدُهُ مَاءً» قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ: هَكَذَا سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

হুযাইফাহ ও আবূ মাস'উদ (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা) একত্রে হলে হুযাইফাহ বললেন, দাজ্জালের সঙ্গে যা কিছু থাকবে, এ সমন্ধে আমি তার চেয়ে অবশ্যই ভালো জানি। নিশ্চয়ই তার সঙ্গে থাকবে পানির নহর ও আগুনের কুন্ড। অতঃপর তোমরা যেটাকে দেখবে আগুন, মূলত সেটা পানি আর যেটাকে দেখবে পানি সেটা আসলে আগুন। যে কেউ এর সাক্ষাত পাবে, সে যেটাকে আগুন দেখবে তা যেন পান করে, তাহলেই সে পানি পাবে। আবূ মাসউদ আল-বাদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আমি রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ বলতে শুনেছি।[৪০০]

---

৩৯৮. অর্থাৎ তার চুল।
৩৯৯. ছুহীহ বুখারী হা/৩৪৩৯-৩৪৪০।
৪০০. ছুহীহ মুসলিম হা/২৯৩৫।

মুসলিমের অন্য রেওয়ায়েতে আছে,[৪০১]

وَإِنَّ الدَّجَّالَ مَمْسُوحُ الْعَيْنِ، عَلَيْهَا ظَفَرَةٌ غَلِيظَةٌ، مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ وَغَيْرِ كَاتِبٍ

দাজ্জালের চোখ হবে লেপা। তার চোখের উপর নখের মতো পুরু চামড়া থাকবে[৪০২] এবং উভয় চোখের মাঝখানে কাফির লেখা থাকবে। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত নির্বিশেষে সকল মুমিন ব্যক্তি এ লেখা পাঠ করতে পারবে।

নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর কোন এক ছাহাবী সূত্রে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

إِنَّ مِنْ بَعْدِكُمْ ــ أَوْ إِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ ــ الْكَذَّابَ الْمُضِلَّ، وَإِنَّ رَأْسَهُ مِنْ وَرَائِهِ حُبُكٌ حُبُكٌ، وَإِنَّهُ سَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ، فَمَنْ قَالَ: كَذَبْتَ لَسْتَ رَبَّنَا، وَلَكِنَّ اللهَ رَبُّنَا، وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا، وَإِلَيْهِ أَنَبْنَا، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْكَ، فَلَا سَبِيلَ لَهُ عَلَيْهِ

তোমাদের পরে অথবা তোমাদের পরবর্তী সময়ে পথভ্রষ্ট মিথ্যুকের আবির্ভাব হবে। আর তার মাথা থাকবে তার পিছনে বেষ্টিত।[৪০৩] আর অবশ্যই সে বলবে, আমি তোমাদের প্রভূ। যে (তার কথা শুনে) বলবে, তুমি মিথ্যা বলেছ; আল্লাহই আমাদের প্রভূ। আমরা তারই উপর ভরসা করি এবং আমরা তারই অভিমুখী। আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাই তোমার থেকে। অতঃপর তার উপর প্রয়োগ করার মত দাজ্জালের কোন পন্থাই থাকবে না।[৪০৪]

উবাই ইবনে কা'ব (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত,

أَنَّهُ ذَكَرَ الدَّجَّالَ عِنْدَهُ، فَقَالَ: "عَيْنُهُ خَضْرَاءُ كَالزُّجَاجَةِ، فَتَعَوَّذُوا بِاللهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ

তার কাছে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন, তার চোখ হবে কাচের মত সচ্ছ সবুজ। তোমরা আল্লাহর নিকট কবরের শাস্তি হতে আশ্রয় প্রার্থনা কর।[৪০৫]

---

৪০১. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩৪।
৪০২. অর্থাৎ কপালে পুরু গোশত থাকবে গোটা কপাল হবে কালো।
৪০৩. অর্থাৎ তার মাথা হবে বিক্ষিপ্ত এবং মাথার চুল হবে অধিক কোঁকড়ানো।
৪০৪. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৩৮/৪৭২)।
৪০৫. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৩৫/৮৩)।

হুযাইফাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

الدَّجَّالُ أَعْوَرُ الْعَيْنِ الْيُسْرَى، جُفَالُ الشَّعَرِ، مَعَهُ جَنَّةٌ وَنَارٌ، فَنَارُهُ جَنَّةٌ وَجَنَّتُهُ نَارٌ

দাজ্জালের বাম চোখ কানা, তার থাকবে কোঁকড়ানো চুল[৪০৬] এবং তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। তার জান্নাত হচ্ছে জাহান্নাম আর জাহান্নাম হচ্ছে জান্নাত।[৪০৭]

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

ذَكَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الدَّجَّالَ ذَاتَ غَدَاةٍ، فَخَفَّضَ فِيهِ وَرَفَّعَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَلَمَّا رُحْنَا إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِكَ فِينَا، فَقَالَ: «مَا شَأْنُكُمْ؟» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ ذَكَرْتَ الدَّجَّالَ غَدَاةً، فَخَفَّضْتَ فِيهِ وَرَفَّعْتَ، حَتَّى ظَنَنَّاهُ فِي طَائِفَةِ النَّخْلِ، فَقَالَ: «غَيْرُ الدَّجَّالِ أَخْوَفُنِي عَلَيْكُمْ، إِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا فِيكُمْ، فَأَنَا حَجِيجُهُ دُونَكُمْ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، فَامْرُؤٌ حَجِيجُ نَفْسِهِ وَاللهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، إِنَّهُ شَابٌّ قَطَطٌ، عَيْنُهُ طَافِئَةٌ، كَأَنِّي أُشَبِّهُهُ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَمَنْ أَدْرَكَهُ مِنْكُمْ، فَلْيَقْرَأْ عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةِ الْكَهْفِ، إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّأْمِ وَالْعِرَاقِ، فَعَاثَ يَمِينًا وَعَاثَ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللهِ فَاثْبُتُوا» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا لَبْثُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: «أَرْبَعُونَ يَوْمًا، يَوْمٌ كَسَنَةٍ، وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ فَذَلِكَ الْيَوْمُ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةُ يَوْمٍ؟ قَالَ: «لَا، اقْدُرُوا لَهُ قَدْرَهُ» قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا إِسْرَاعُهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: " كَالْغَيْثِ اسْتَدْبَرَتْهُ الرِّيحُ، فَيَأْتِي عَلَى الْقَوْمِ فَيَدْعُوهُمْ، فَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَجِيبُونَ لَهُ، فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ سَارِحَتُهُمْ، أَطْوَلَ مَا كَانَتْ ذُرًا، وَأَسْبَغَهُ ضُرُوعًا، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، ثُمَّ يَأْتِي الْقَوْمَ، فَيَدْعُوهُمْ فَيَرُدُّونَ عَلَيْهِ قَوْلَهُ، فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَيَمُرُّ بِالْخَرِبَةِ، فَيَقُولُ لَهَا: أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، فَتَتْبَعُهُ كُنُوزُهَا كَيَعَاسِيبِ النَّحْلِ، ثُمَّ يَدْعُو رَجُلًا مُمْتَلِئًا شَبَابًا، فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، ثُمَّ يَدْعُوهُ فَيُقْبِلُ وَيَتَهَلَّلُ وَجْهُهُ، يَضْحَكُ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَنْزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ، بَيْنَ مَهْرُودَتَيْنِ،

---

৪০৬. অর্থাৎ অনেক।
৪০৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩৪।

وَاضِعًا كَفَّيْهِ عَلَى أَجْنِحَةِ مَلَكَيْنِ، إِذَا طَأْطَأَ رَأْسَهُ قَطَرَ، وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ جُمَانٌ كَاللُّؤْلُؤِ، فَلَا يَحِلُّ لِكَافِرٍ يَجِدُ رِيحَ نَفَسِهِ إِلَّا مَاتَ، وَنَفَسُهُ يَنْتَهِي حَيْثُ يَنْتَهِي طَرْفُهُ، فَيَطْلُبُهُ حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، فَيَقْتُلُهُ، ثُمَّ يَأْتِي عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ قَوْمٌ قَدْ عَصَمَهُمُ اللهُ مِنْهُ، فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أَوْحَى اللهُ إِلَى عِيسَى: إِنِّي قَدْ أَخْرَجْتُ عِبَادًا لِي، لَا يَدَانِ لِأَحَدٍ بِقِتَالِهِمْ، فَحَرِّزْ عِبَادِي إِلَى الطُّورِ وَيَبْعَثُ اللهُ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيْرَةِ طَبَرِيَّةَ فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، وَيُحْصَرُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِنْ مِائَةِ دِينَارٍ لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ، فَيُرْسِلُ اللهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، فَيُصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، ثُمَّ يَهْبِطُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى الْأَرْضِ، فَلَا يَجِدُونَ فِي الْأَرْضِ مَوْضِعَ شِبْرٍ إِلَّا مَلَأَهُ زَهَمُهُمْ وَنَتْنُهُمْ، فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللهِ عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إِلَى اللهِ، فَيُرْسِلُ اللهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ فَتَحْمِلُهُمْ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يُرْسِلُ اللهُ مَطَرًا لَا يَكُنُّ مِنْهُ بَيْتُ مَدَرٍ وَلَا وَبَرٍ، فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، ثُمَّ يُقَالُ لِلْأَرْضِ: أَنْبِتِي ثَمَرَتَكِ، وَرُدِّي بَرَكَتَكِ، فَيَوْمَئِذٍ تَأْكُلُ الْعِصَابَةُ مِنَ الرُّمَّانَةِ، وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، حَتَّى أَنَّ اللِّقْحَةَ مِنَ الْإِبِلِ لَتَكْفِي الْفِئَامَ مِنَ النَّاسِ، وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْبَقَرِ لَتَكْفِي الْقَبِيلَةَ مِنَ النَّاسِ وَاللِّقْحَةَ مِنَ الْغَنَمِ لَتَكْفِي الْفَخِذَ مِنَ النَّاسِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَأْخُذُهُمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ، فَتَقْبِضُ رُوحَ كُلِّ مُؤْمِنٍ وَكُلِّ مُسْلِمٍ، وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ، يَتَهَارَجُونَ فِيهَا تَهَارُجَ الْحُمُرِ، فَعَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ "

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন এক সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেন। তিনি এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা তুলে ধরেন। এমনকি আমাদের ধারণা সৃষ্টি হলো যে, সে হয়তো খেজুর বাগানের ও পার্শ্বেই বিদ্যমান। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে চলে গেলাম। তারপর আবার আমরা তার নিকট ফিরে এলাম। তিনি আমাদের মধ্যে দাজ্জালের ভীতি চিহ্ন দেখে প্রশ্ন করেন, তোমাদের কি হয়েছে? আমরা বললাম, হে আল্লাহর রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি সকালে দাজ্জাল প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন এবং এর ভয়াবহতা ও নিকৃষ্টতা এমন ভাষায় উত্থাপন করেছেন যে, আমাদের ধারণা

হচ্ছিল যে, হয়তো সে খেজুর বাগানের পার্শ্বেই উপস্থিত আছে। তিনি বললেন, তোমাদের ক্ষেত্রে দাজ্জাল ছাড়াও আমার আরো কিছু আশংকা রয়েছে। যদি সে আমার জীবদ্দশাতেই তোমাদের মাঝে আসে তাহলে আমিই তার পক্ষে তার প্রতিপক্ষ হবো। আর সে যদি আমার অবর্তমানে আবির্ভূত হয়, তাহলে তোমরাই তার প্রতিপক্ষ হবে। আর আল্লাহ তা'আলাই প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার সহায় হবেন। সে (দাজ্জাল) হবে কুঞ্চিত (কোঁকড়া) চুল বিশিষ্ট, স্থির দৃষ্টিসম্পন্ন যুবক,[৪০৮] সে হবে আব্দুল উযযা ইবনু কাতানের অনুরূপ। তোমাদের মধ্যে কেউ যদি তার দেখা পায় তাহলে যেন সে সূরা কাহাফের প্রাথমিক আয়াতগুলো তিলাওয়াত করে। তিনি বললেন, সে সিরিয়া ও ইরাকের মধ্যেবর্তী কোন এলাকা হতে আত্ম প্রকাশ করবে।[৪০৯] তারপর সে ডানে-বামে ফিতনা ফ্যাসাদ ও বিপর্যয় সৃষ্টি করে বেড়াবে। হে আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দৃঢ়তার সাথে অবস্থান করবে, আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে কতদিন দুনিয়ায় থাকবে? তিনি বললেন, চল্লিশ দিন। এর একদিন হবে এক বছরের সমান, একদিন হবে একমাসের সমান, একদিন হবে এক সপ্তাহের সমান আর অবশিষ্ট দিনগুলো হবে তোমাদের বর্তমানের দিনের মতো। বর্ণনাকারী বলেন, আমরা প্রশ্ন করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আপনার কি ধারণা যে দিনটি এক বছরের সমান হবে, তাতে একদিনের ছুলাত আদায় করলেই আমাদের জন্য যথেষ্ট হবে? তিনি বললেন, না, তোমরা সে দিনের সঠিক অনুমান করে নেবে এবং (তদানুযায়ী ছুলাত আদায় করবে)। আমরা আবার প্রশ্ন করলাম, দুনিয়াতে চলার গতি কত দ্রুত হবে? তিনি বললেন, তার চলার গতি হবে বায়ুচালিত মেঘের অনুরূপ; তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের দিকে আহবান করবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদ তার পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে। তারপর সে অন্য জাতির নিকট গিয়ে আহবান করবে। তারা তার আহবানে সাড়া দিবে এবং তাকে সত্য বলে মেনে নিবে। সে তখন আকাশকে বৃষ্টি বর্ষণের আহবান করবে। তারপর সে জমিনকে ফসল উৎপাদনের জন্য নির্দেশ দিবে এবং তারপর বিকেলে তাদের পশুপালগুলো[৪১০] পূর্বের চেয়ে উঁচু কুঁচবিশিষ্ট,[৪১১] দুগ্ধপুষ্ট স্তনবিশিষ্ট,[৪১২] মাংসবহুল

৪০৮. অর্থাৎ কোঁকড়ানো চুল।
৪০৯. অর্থাৎ রাস্তা হতে বের হবে।
৪১০. অর্থাৎ বিচরণশীল পশুপাল।
৪১১. তথা উঁচু কুঁজ বিশিষ্ট প্রাণী।
৪১২. অধিক দুগ্ধদানকারী পশু।

নিতম্ববিশিষ্ট হবে।[৪১৩] তারপর সে কোন জাতির নিকট গিয়ে তাদেরকে নিজের দলের দিকে আহবান করবে, কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী আখ্যায়িত করবে এবং তার দাবি প্রত্যাখ্যান করবে। সে তখন তাদের নিকট হতে ফিরে আসবে এবং তাদের ধন-সম্পদ তার পিছনে পিছনে চলে আসবে। তারা পরদিন সকালে নিজেদেরকে নিঃস্ব অবস্থায় পাবে। তারপর সে নির্জন পতিত ভূমিতে গিয়ে বলবে, তোর ভিতরের খনিজ ভান্ডার বের করে দে। তারপর সে সেখান হতে ফিরে আসবে এবং সেখানকার ধনভান্ডার তার অনুসরণ করবে যেভাবে মৌমাছিরা অনুসরণ করে। তারপর সে পূর্ণযৌবন এক তরুণ যুবককে তার দিকে আহবান করবে। সে তলোয়ারের আঘাতে তাকে দু'টুকরা করে ফেলবে।[৪১৪] তারপর সে তাকে ডাক দিবে, অমনি সে হাস্যোজ্জল চেহারা নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে। এমতবস্থায় এ দিকে দামেস্কের পূর্ব প্রান্তের এক মসজিদের সাদা মিনারে হলুদ রংয়ের দু'টি কাপড় পরিহিত অবস্থায়[৪১৫] দু'জন ফিরিস্তার ভর করে ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন। তিনি তার মাথা নিচু করলে ফোঁটায় ফোঁটায় এবং উঁচু করলেও মনিমুক্তার ন্যায় ঘাম পড়তে থাকবে। তার নিঃশ্বাস যাকেই স্পর্শ করবে সে মারা যাবে; আর তার শ্বাসবায়ূ দৃষ্টির শেষ সীমা পর্যন্ত পৌছবে। তারপর তিনি দাজ্জালকে খোঁজ করবেন এবং তাকে 'লুদ্দ'[৪১৬] এর নগর দ্বার প্রান্তে পেয়ে হত্যা করবেন। তিনি বলেন, আল্লাহ তা'আলা তার নিকট অহী প্রেরণ করবেন যে, "আমার বান্দাদেরকে তূর পাহাড়ে সরিয়ে নাও। কেননা, আমি এমন একদল বান্দা প্রেরণ করছি যাদের বিরূদ্ধে যুদ্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই"[৪১৭] তিনি বলেন, তারপর আল্লাহ ইয়াজূজ-মাজূজের দল পাঠাবেন। আল্লাহ তা'আলার বাণী অনুযায়ী তাদের অবস্থা হলো, "তারা প্রত্যেক উচ্চভূমি হতে ছুটে আসবে" (সূরা আম্বিয়া-৯৬) তিনি বলেন, তাদের প্রথম দলটি (সিরিয়ার) তারারিয়া উপসাগর অতিক্রমকালে এর সমস্ত পানি পান করে শেষ করে ফেলবে। এদের শেষ দলটি এ স্থান দিয়ে অতিক্রম কালে বলবে, নিশ্চয়ই এ জলাশয়ে কোন সময় পানি ছিল। তারপর বাইতুল মাকদিসের পাহাড়ে পৌঁছার পর তাদের অভিযান সমাপ্ত হবে। তারা পরস্পর বলবে, আমরাতো দুনিয়ায় বসবাসকারীদের ধ্বংস করেছি, এবার চল আকাশে বসবাসকারীদের ধ্বংস করি। তারা এই বলে আকাশের দিকে তাদের তীর নিক্ষেপ করবে। আল্লাহ তা'আলা তাদের তীরসমূহ রক্তে রঞ্জিত করে ফেরত দিবেন। তারপর ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা অবরুদ্ধ হয়ে

---

৪১৩. অর্থাৎ সব কিছুতে পরিপূর্ণ।
৪১৪. অর্থাৎ দু'ভাগে বিভক্ত।
৪১৫. অর্থাৎ তুলার তৈরি অথবা জাফরান রংয়ের দু'টি কাপড়।
৪১৬. ফিলিস্তিনের একটি শহর।
৪১৭. অর্থাৎ শক্তি-সামর্থ ও ক্ষমতা নেই।

পড়বেন। তারা খাদ্যভাবে এমন কঠিন পরিস্থিতিতে পড়বেন যে, তখন তাদের জন্য একটা গরুর মাথা তোমাদের এ যুগের একশত দীনারের চাইতে বেশি উত্তম মনে হবে। তিনি বলেন, তখন ঈসা আলাইহিস সালাম ও তার সাথীরা আল্লাহ তা'আলার দিকে রজু হয়ে দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন তাদের (ইয়াজূজ ও মাজূজ বাহিনীর) ঘাড়ে মহামারী রূপে 'নাগাফ'[৪১৮] নামক কীটের উৎপত্তি করবেন। তারপর তারা এমনভাবে ধ্বংস হয়ে যাবে যেন একটি প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে।[৪১৯] তখন ঈসা আলাইহিস সালাম তার সাথীদের নিয়ে (পাহাড় হতে) নেমে আসবেন। সেখানে তিনি এমন এক বিঘত পরিমান জায়গাও পাবেন না, যেখানে সেগুলোর পঁচা দুর্গন্ধময় রক্ত-মাংস ছড়িয়ে থাকবে না।[৪২০] তারপর তিনি সাথীদের নিয়ে আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করবেন। আল্লাহ তা'আলা তখন উটের ঘাড়ের ন্যায় লম্বা ঘাড় বিশিষ্ট এক প্রকার পাখি প্রেরণ করবেন।[৪২১] সেই পাখি ওদের লাশগুলো তুলে নিয়ে গভীর গর্তে নিক্ষেপ করবে। এদের পরিত্যক্ত তীর, ধনুক ও তূণীরগুলো মুসলমান সাত বছর পর্যন্ত জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করবে। তারপর আল্লাহ তা'আলা এমন বৃষ্টি বর্ষণ করবেন যা সমস্ত ঘর-বাড়ী, স্থলভাগ ও কঠিন মাটির স্তরে গিয়ে পৌঁছবে[৪২২] এবং সমস্ত পৃথিবী ধুয়ে মুছে আয়নার মত ঝক ঝকে হয়ে উঠবে।[৪২৩] তারপর জমিনকে বলা হবে, তোর ফল ও ফসল সমূহ বের করে দে। তখন এরূপ পরিস্থিতি হবে যে, একদল লোকের জন্য একটি ডালিম পর্যাপ্ত হবে এবং একদল লোক এর খোসার ছায়াতলের আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।[৪২৪] দুধেও[৪২৫] এরূপ বারাকাত হবে যে, বিরাট একটি দলের জন্য একটি উটনীর দুধ, একটি গোত্রের জন্য একটি গাভির দুধ এবং একটি ছোট দলের জন্য একটি ছাগলের দুধই যথেষ্ট হবে। এমতবস্থায় কিছুদিন অতিক্রান্ত হওয়ার পর হঠাৎ আল্লাহ তা'আলা এমন এক বাতাস প্রেরণ করবেন যা সকল ঈমানদারের আত্মা ছিনিয়ে নেবে এবং অবশিষ্ট থাকবে শুধু দুশ্চরিত্রের লোক যারা গাঁধার মতো প্রকাশ্যে নারী সম্ভোগে লিপ্ত হবে। তারপর তাদের উপর ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।[৪২৬]

---

৪১৮. অর্থাৎ এমন কীট যা উটের মাঝে থাকে।
৪১৯. তথা নিহত হয়েছে এমন অবস্থা বুঝায়।
৪২০. গলিত মাংসের বিরক্তিকর পঁচা গন্ধ।
৪২১. অর্থাৎ উট জাতীয় প্রাণী।
৪২২. মাটি, পালক ও পশমের তৈরি বাড়ি-ঘর। এখানে নগরবাসী ও বেদুঈনদের বাড়ি-ঘর উদ্দেশ্যে।
৪২৩. অর্থাৎ আয়নার মত স্পষ্ট।
৪২৪. অর্থাৎ গভীর গর্তে আশ্রয় গ্রহণ করতে পারবে।
৪২৫. অর্থাৎ দুধ।
৪২৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৩৭

উবাদা ইবনে সামেত (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنِّي قَدْ حَدَّثْتُكُمْ عَنِ الدَّجَّال حَتَّى خَشيتُ أَنْ لَا تَعْقلُوا، إِنَّ مَسيحَ الدَّجَّال رَجُلٌ قَصيرٌ، أَفْحَجُ، جَعْدٌ، أَعْوَرُ مَطْمُوسُ الْعَيْنِ، لَيْسَ بِنَاتئَة، وَلَا حَجْرَاءَ، فَإِنْ أُلْبِسَ عَلَيْكُمْ، فَاعْلَمُوا أَنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ»

তিনি লোকদের নিকট হাদীছ বর্ণনা করেন যে, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, নিশ্চয়ই আমি তোমাদেরকে দাজ্জাল সম্পর্কে বহুবার বর্ণনা করেছি, কারণ আমি আশঙ্কা করছি, তোমরা বুঝতে পারছো কিনা? নিশ্চয়ই মাসীহ দাজ্জাল হবে বেঁটে, মুরগীর পা বিশিষ্ট ও কুঞ্চিত কেশধারী, এক চোখ বিশিষ্ট আলোহীন এক চোখধারী যা বাইরের দিকে ফোলাও নয়, আবার কোঠরাগতও নয়। যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তবে জেনে রাখো, তোমাদের রব কানা নন।[৪২৭]

মু'আয ইবনে জাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

عُمْرَانُ بَيْت الْمَقْدس خَرَابُ يَثْرِبَ، وَخَرَابُ يَثْرِبَ خُرُوجُ الْمَلْحَمَة، وَخُرُوجُ الْمَلْحَمَة فَتْحُ قُسْطَنْطينيَّةَ، وَفَتْحُ الْقُسْطَنْطينيَّة خُرُوجُ الدَّجَّال، ثُمَّ ضَرَبَ بِيَده عَلَى فَخذ الَّذي حَدَّثَهُ، أَوْ مَنْكبه ثُمَّ قَالَ: إِنَّ هَذَا لَحَقٌّ كَمَا أَنَّكَ هَاهُنَا، أَوْ كَمَا أَنَّكَ قَاعدٌ، يَعْني مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ

বাইতুল মাকদিসে বসতি স্থাপন ইয়াসরিবের বিপর্যয়ের কারণ হবে এবং ইয়াসরিবের বিপর্যয় সংঘাতের কারণ হবে। যুদ্ধের ফলে কুসতুনতীনিয়া বিজিত হবে এবং কুসতুনতীনিয়া বিজয় দাজ্জালের আবির্ভাবের আলামত। অতঃপর রসূল যার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন তার উরুতে বা কাঁধে নিজের হাত দ্বারা মৃদু আঘাত করে বলেন, এটা নিশ্চিত সত্য, যেমন তুমি এখানে উপস্থিত, যেমন তুমি এখানে বসা আছো। অর্থাৎ তিনি মু'আয ইবনে যাবাল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) কে লক্ষ্য করে বলেন।[৪২৮]

আবূ তুফাইল (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ بِالْكُوفَة، فَقيلَ: خَرَجَ الدَّجَّالُ، قَالَ: فَأَتَيْنَا عَلَى حُذَيْفَةَ بْنِ أَسيد وَهُوَ يُحَدِّثُ، فَقُلْتُ: هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ خَرَجَ، فَقَالَ: اجْلسْ، فَجَلَسْتُ فَأَتَى عَلَيَّ الْعَرِّيفُ، فَقَالَ: هَذَا الدَّجَّالُ قَدْ

৪২৭. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৩২০।
৪২৮. হাসান: আবূ দাউদ হা/৪২৯৪।

خَرَجَ وَأَهْلُ الْكُوفَةِ يُطَاعِنُونَهُ، قَالَ: اجْلِسْ، فَجَلَسْتُ فَنُودِيَ إِنَّهَا كَذِبَةٌ صَبَّاغٍ، قَالَ: فَقُلْنَا يَا أَبَا سَرِيحَةَ مَا أَجْلَسْتَنَا إِلَّا لِأَمْرٍ فَحَدِّثْنَا، قَالَ: " إِنَّ الدَّجَّالَ لَوْ خَرَجَ فِي زَمَانِكُمْ لَرَمَتْهُ الصِّبْيَانُ بِالْخَذْفِ، وَلَكِنَّ الدَّجَّالَ يَخْرُجُ فِي بُغْضٍ مِنَ النَّاسِ، وَخِفَّةٍ مِنَ الدِّينِ، وَسُوءِ ذَاتِ بَيْنٍ.

আমি কুফায় ছিলাম। অতঃপর বলা হলো, দাজ্জাল বের হয়েছে। তিনি বলেন, আমরা হুযাইফাহ ইবনে আসীদ এর নিকট আসলাম; তিনি হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এ দাজ্জাল কি বের হয়েছে? তিনি বললেন, তুমি বসো, অতঃপর আমি বসলাম। তারপর আরিরফ এসে বললো, এ দাজ্জাল কি বের হয়েছে? আর কুফাবাসী তার আনুগত্য করছে। তিনি বললেন, তুমি বসো, অতঃপর সে বসলো। অতঃপর তাকে ডেকে বলা হলো, এটা একটা আকর্ষণীয় কথা। তিনি বলেন, আমরা বললাম, হে আবূ সুরাইহা আপনি কি আমাদের এ বিষয়ের জন্য বসিয়ে রেখেছেন, অতঃপর তিনি হাদীছ বর্ণনা করলেন, তিনি বলেন, যদি তোমাদের যুগে দাজ্জাল বের হতো, তাহলে শিশুরা তাকে পাথর নিক্ষেপ করতো। কিন্তু দাজ্জাল কতিপয় মানুষের মাঝে আগমণ করবে, তখন দীনে সংশয় সৃষ্টি হবে এবং খারাবী প্রকাশ পাবে।[৪২৯]

আবু বকর সিদ্দিক রা হতে বর্ণিত। তিনি বলেন, রসূল বলেছেন,

الدَّجَّالَ يَخْرُجُ مِنْ أَرْضٍ بِالْمَشْرِقِ، يُقَالُ لَهَا: خُرَاسَانُ، يَتْبَعُهُ أَقْوَامٌ كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَانُّ الْمُطْرَقَةُ

দাজ্জাল প্রাচ্যের খোরাসান অঞ্চল থেকে বের হবে। এমনসব জাতি তার অনুসরণ করবে যাদের মুখাবয়ব হবে ঢালের মত চ্যাপ্টা ও মাংসল।[৪৩০]

আনাস ইবনে মালিক (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَتْبَعُ الدَّجَّالَ مِنْ يَهُودِ أَصْبَهَانَ، سَبْعُونَ أَلْفًا عَلَيْهِمُ الطَّيَالِسَةُ

৪২৯. কঙ্কর, আটি ও অনুরূপ জিনিস মানুষের দিকে নিক্ষেপ করা। ছুহীহ: মুসতাদরাক হাকিম (৪/৫৭৪) হা/৮৬১২। তিরমিযী (৪/৫০৯)।

৪৩০. ছুহীহ: ইবনে মাজাহ হা/৪০৭২, সুনানে তিরমিযী হা/২২৩৭, মুসনাদে আহমাদ।

আসবাহান এর সত্তর হাজার ইয়াহুদী দাজ্জালের অনুসারী হবে, তাদের শরীরে থাকবে কালো চাদর।[৪৩১]

আবূ উমামা বাহেলী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

خَطَبَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَكَانَ أَكْثَرُ خُطْبَتِهِ حَدِيثًا، حَدَّثَنَاهُ عَنِ الدَّجَّالِ، وَحَذَّرَنَاهُ، فَكَانَ مِنْ قَوْلِهِ أَنْ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ، مُنْذُ ذَرَأَ اللَّهُ ذُرِّيَّةَ آدَمَ، أَعْظَمَ مِنْ فِتْنَةِ الدَّجَّالِ، وَإِنَّ اللَّهَ لَمْ يَبْعَثْ نَبِيًّا إِلَّا حَذَّرَ أُمَّتَهُ الدَّجَّالَ، وَأَنَا آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ، وَأَنْتُمْ آخِرُ الْأُمَمِ، وَهُوَ خَارِجٌ فِيكُمْ لَا مَحَالَةَ، وَإِنْ يَخْرُجْ وَأَنَا بَيْنَ ظَهْرَانَيْكُمْ، فَأَنَا حَجِيجٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنْ يَخْرُجْ مِنْ بَعْدِي، فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ نَفْسِهِ، وَاللَّهُ خَلِيفَتِي عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، وَإِنَّهُ يَخْرُجُ مِنْ خَلَّةٍ بَيْنَ الشَّامِ، وَالْعِرَاقِ، فَيَعِيثُ يَمِينًا وَيَعِيثُ شِمَالًا، يَا عِبَادَ اللَّهِ فَاثْبُتُوا، فَإِنِّي سَأَصِفُهُ لَكُمْ صِفَةً لَمْ يَصِفْهَا إِيَّاهُ نَبِيٌّ قَبْلِي، إِنَّهُ يَبْدَأُ، فَيَقُولُ: أَنَا نَبِيٌّ وَلَا نَبِيَّ بَعْدِي، ثُمَّ يُثَنِّي فَيَقُولُ: أَنَا رَبُّكُمْ وَلَا تَرَوْنَ رَبَّكُمْ حَتَّى تَمُوتُوا، وَإِنَّهُ أَعْوَرُ، وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، وَإِنَّهُ مَكْتُوبٌ بَيْنَ عَيْنَيْهِ كَافِرٌ، يَقْرَؤُهُ كُلُّ مُؤْمِنٍ، كَاتِبٍ أَوْ غَيْرِ كَاتِبٍ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنَّ مَعَهُ جَنَّةً وَنَارًا، فَنَارُهُ جَنَّةٌ، وَجَنَّتُهُ نَارٌ، فَمَنِ ابْتُلِيَ بِنَارِهِ، فَلْيَسْتَغِثْ بِاللَّهِ، وَلْيَقْرَأْ فَوَاتِحَ الْكَهْفِ فَتَكُونَ عَلَيْهِ بَرْدًا وَسَلَامًا، كَمَا كَانَتِ النَّارُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَقُولَ لِأَعْرَابِيٍّ: أَرَأَيْتَ إِنْ بَعَثْتُ لَكَ أَبَاكَ وَأُمَّكَ، أَتَشْهَدُ أَنِّي رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ: نَعَمْ، فَيَتَمَثَّلُ لَهُ شَيْطَانَانِ فِي صُورَةِ أَبِيهِ، وَأُمِّهِ، فَيَقُولَانِ: يَا بُنَيَّ، اتَّبِعْهُ، فَإِنَّهُ رَبُّكَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يُسَلَّطَ عَلَى نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، فَيَقْتُلَهَا، وَيَنْشُرَهَا بِالْمِنْشَارِ، حَتَّى يُلْقَى شِقَّتَيْنِ، ثُمَّ يَقُولَ: انْظُرُوا إِلَى عَبْدِي هَذَا، فَإِنِّي أَبْعَثُهُ الْآنَ، ثُمَّ يَزْعُمُ أَنَّ لَهُ رَبًّا غَيْرِي، فَيَبْعَثُهُ اللَّهُ، وَيَقُولُ لَهُ الْخَبِيثُ: مَنْ رَبُّكَ؟ فَيَقُولُ رَبِّيَ اللَّهُ، وَأَنْتَ عَدُوُّ اللَّهِ، أَنْتَ الدَّجَّالُ، وَاللَّهِ مَا كُنْتُ بَعْدُ أَشَدَّ بَصِيرَةً بِكَ مِنِّي الْيَوْمَ ، قَالَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّنَافِسِيُّ: فَحَدَّثَنَا الْمُحَارِبِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْوَلِيدِ الْوَصَّافِيُّ، عَنْ عَطِيَّةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَلِكَ الرَّجُلُ أَرْفَعُ أُمَّتِي دَرَجَةً فِي الْجَنَّةِ .قَالَ: قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: " وَاللَّهِ مَا كُنَّا نُرَى ذَلِكَ الرَّجُلَ إِلَّا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ حَتَّى مَضَى لِسَبِيلِهِ. قَالَ الْمُحَارِبِيُّ، ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى حَدِيثِ أَبِي

৪৩১. অর্থাৎ একপ্রকার চাদর। ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৪৪।

رَافِعٍ، قَالَ: وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُكَذِّبُونَهُ، فَلَا تَبْقَى لَهُمْ سَائِمَةٌ إِلَّا هَلَكَتْ، وَإِنَّ مِنْ فِتْنَتِهِ أَنْ يَمُرَّ بِالْحَيِّ فَيُصَدِّقُونَهُ، فَيَأْمُرَ السَّمَاءَ أَنْ تُمْطِرَ فَتُمْطِرَ، وَيَأْمُرَ الْأَرْضَ أَنْ تُنْبِتَ فَتُنْبِتَ، حَتَّى تَرُوحَ مَوَاشِيهِمْ، مِنْ يَوْمِهِمْ ذَلِكَ أَسْمَنَ مَا كَانَتْ وَأَعْظَمَهُ، وَأَمَدَّهُ خَوَاصِرَ، وَأَدَرَّهُ ضُرُوعًا، وَإِنَّهُ لَا يَبْقَى شَيْءٌ مِنَ الْأَرْضِ إِلَّا وَطِئَهُ، وَظَهَرَ عَلَيْهِ، إِلَّا مَكَّةَ، وَالْمَدِينَةَ، لَا يَأْتِيهِمَا مِنْ نَقْبٍ مِنْ نِقَابِهِمَا إِلَّا لَقِيَتْهُ الْمَلَائِكَةُ بِالسُّيُوفِ صَلْتَةً، حَتَّى يَنْزِلَ عِنْدَ الظُّرَيْبِ الْأَحْمَرِ، عِنْدَ مُنْقَطَعِ السَّبَخَةِ، فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ بِأَهْلِهَا ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَتَنْفِي الْخَبَثَ مِنْهَا كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ، خَبَثَ الْحَدِيدِ، وَيُدْعَى ذَلِكَ الْيَوْمُ يَوْمَ الْخَلَاصِ ، فَقَالَتْ أُمُّ شَرِيكٍ بِنْتُ أَبِي الْعَكَرِ: يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَيْنَ الْعَرَبُ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ " هُمْ يَوْمَئِذٍ قَلِيلٌ، وَجُلُّهُمْ بِبَيْتِ الْمَقْدِسِ، وَإِمَامُهُمْ رَجُلٌ صَالِحٌ، فَبَيْنَمَا إِمَامُهُمْ قَدْ تَقَدَّمَ يُصَلِّي بِهِمُ الصُّبْحَ، إِذْ نَزَلَ عَلَيْهِمْ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ الصُّبْحَ، فَرَجَعَ ذَلِكَ الْإِمَامُ يَنْكُصُ، يَمْشِي الْقَهْقَرَى، لِيَتَقَدَّمَ عِيسَى يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَيَضَعُ عِيسَى يَدَهُ بَيْنَ كَتِفَيْهِ، ثُمَّ يَقُولُ لَهُ: تَقَدَّمْ فَصَلِّ، فَإِنَّهَا لَكَ أُقِيمَتْ، فَيُصَلِّي بِهِمْ إِمَامُهُمْ، فَإِذَا انْصَرَفَ، قَالَ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: افْتَحُوا الْبَابَ، فَيُفْتَحُ، وَوَرَاءَهُ الدَّجَّالُ مَعَهُ سَبْعُونَ أَلْفَ يَهُودِيٍّ، كُلُّهُمْ ذُو سَيْفٍ مُحَلًّى وَسَاجٍ، فَإِذَا نَظَرَ إِلَيْهِ الدَّجَّالُ ذَابَ، كَمَا يَذُوبُ الْمِلْحُ فِي الْمَاءِ، وَيَنْطَلِقُ هَارِبًا، وَيَقُولُ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ: إِنَّ لِي فِيكَ ضَرْبَةً، لَنْ تَسْبِقَنِي بِهَا، فَيُدْرِكُهُ عِنْدَ بَابِ اللُّدِّ الشَّرْقِيِّ، فَيَقْتُلُهُ، فَيَهْزِمُ اللَّهُ الْيَهُودَ، فَلَا يَبْقَى شَيْءٌ مِمَّا خَلَقَ اللَّهُ يَتَوَارَى بِهِ يَهُودِيٌّ إِلَّا أَنْطَقَ اللَّهُ ذَلِكَ الشَّيْءَ، لَا حَجَرَ، وَلَا شَجَرَ، وَلَا حَائِطَ، وَلَا دَابَّةَ، إِلَّا الْغَرْقَدَةَ، فَإِنَّهَا مِنْ شَجَرِهِمْ، لَا تَنْطِقُ، إِلَّا قَالَ: يَا عَبْدَ اللَّهِ الْمُسْلِمَ هَذَا يَهُودِيٌّ، فَتَعَالَ اقْتُلْهُ " قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَإِنَّ أَيَّامَهُ أَرْبَعُونَ سَنَةً، السَّنَةُ كَنِصْفِ السَّنَةِ، وَالسَّنَةُ كَالشَّهْرِ، وَالشَّهْرُ كَالْجُمُعَةِ، وَآخِرُ أَيَّامِهِ كَالشَّرَرَةِ، يُصْبِحُ أَحَدُكُمْ عَلَى بَابِ الْمَدِينَةِ، فَلَا يَبْلُغُ بَابَهَا الْآخَرَ حَتَّى يُمْسِيَ ، فَقِيلَ لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ نُصَلِّي فِي تِلْكَ الْأَيَّامِ الْقِصَارِ؟ قَالَ: تَقْدُرُونَ فِيهَا الصَّلَاةَ كَمَا تَقْدُرُونَهَا فِي هَذِهِ الْأَيَّامِ الطِّوَالِ، ثُمَّ صَلُّوا ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَيَكُونُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي أُمَّتِي حَكَمًا عَدْلًا، وَإِمَامًا مُقْسِطًا، يَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَذْبَحُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ

الْجِزْيَةَ، وَيَتْرُكُ الصَّدَقَةَ، فَلَا يُسْعَى عَلَى شَاةٍ، وَلَا بَعِيرٍ، وَتُرْفَعُ الشَّحْنَاءُ، وَالتَّبَاغُضُ، وَتُنْزَعُ حُمَةُ كُلِّ ذَاتِ حُمَةٍ، حَتَّى يُدْخِلَ الْوَلِيدُ يَدَهُ فِي فِي الْحَيَّةِ، فَلَا تَضُرَّهُ، وَتُفِرَّ الْوَلِيدَةُ الْأَسَدَ، فَلَا يَضُرُّهَا، وَيَكُونَ الذِّئْبُ فِي الْغَنَمِ كَأَنَّهُ كَلْبُهَا، وَتُمْلَأُ الْأَرْضُ مِنَ السِّلْمِ كَمَا يُمْلَأُ الْإِنَاءُ مِنَ الْمَاءِ، وَتَكُونُ الْكَلِمَةُ وَاحِدَةً، فَلَا يُعْبَدُ إِلَّا اللَّهُ، وَتَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، وَتُسْلَبُ قُرَيْشٌ مُلْكَهَا، وَتَكُونُ الْأَرْضُ كَفَاثُورِ الْفِضَّةِ، تُنْبِتُ نَبَاتَهَا بِعَهْدِ آدَمَ حَتَّى يَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الْقِطْفِ مِنَ الْعِنَبِ فَيُشْبِعَهُمْ، وَيَجْتَمِعَ النَّفَرُ عَلَى الرُّمَّانَةِ فَتُشْبِعَهُمْ، وَيَكُونَ الثَّوْرُ بِكَذَا وَكَذَا مِنَ الْمَالِ، وَتَكُونَ الْفَرَسُ بِالدُّرَيْهِمَاتِ ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا يُرْخِصُ الْفَرَسَ؟ قَالَ :لَا تُرْكَبُ لِحَرْبٍ أَبَدًا ، قِيلَ لَهُ: فَمَا يُغْلِي الثَّوْرَ؟ قَالَ: تُحْرَثُ الْأَرْضُ كُلُّهَا، وَإِنَّ قَبْلَ خُرُوجِ الدَّجَّالِ ثَلَاثَ سَنَوَاتٍ شِدَادٍ، يُصِيبُ النَّاسَ فِيهَا جُوعٌ شَدِيدٌ، يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ فِي السَّنَةِ الْأُولَى أَنْ تَحْبِسَ ثُلُثَ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ السَّمَاءَ، فِي الثَّانِيَةِ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ مَطَرِهَا، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتَحْبِسُ ثُلُثَيْ نَبَاتِهَا، ثُمَّ يَأْمُرُ اللَّهُ السَّمَاءَ، فِي السَّنَةِ الثَّالِثَةِ، فَتَحْبِسُ مَطَرَهَا كُلَّهُ، فَلَا تُقْطِرُ قَطْرَةً، وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ، فَتَحْبِسُ نَبَاتَهَا كُلَّهُ، فَلَا تُنْبِتُ خَضْرَاءَ، فَلَا تَبْقَى ذَاتُ ظِلْفٍ إِلَّا هَلَكَتْ، إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ، قِيلَ: فَمَا يُعِيشُ النَّاسُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ؟ قَالَ التَّهْلِيلُ، وَالتَّكْبِيرُ، وَالتَّسْبِيحُ، وَالتَّحْمِيدُ، وَيُجْرَى ذَلِكَ عَلَيْهِمْ مُجْرَى الطَّعَامِ.

তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের উদ্দেশ্যে ভাষণ দিলেন। আমাদের উদ্দেশ্যে দেয়া তার দীর্ঘ ভাষণের অধিকাংশ ছিল দাজ্জাল প্রসঙ্গে। তিনি আমাদেরকে দাজ্জাল প্রসঙ্গে সতর্ক করেন। তার সম্পর্কে তিনি তার ভাষণে বলেন, আল্লাহ আদমের বংশধর সৃষ্টি করার পর থেকে দাজ্জালের চেয়ে বড় ফিতনা পৃথিবীর বুকে সংঘটিত হবে না। আল্লাহ এমন কোন নাবী পাঠাননি যিনি তার উম্মতকে দাজ্জাল সম্পর্কে সতর্ক করেননি। আর আমি সর্বশেষ নাবী এবং তোমরা সর্বশেষ উম্মাত। সে অবশ্যই তোমাদের মাঝে আত্মপ্রকাশ করবে । আমি তোমাদের মাঝে বেঁচে থাকতে যদি সে আবির্ভূত হয়, তবে আমিই প্রত্যেক মুসলিমের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হবো। আর যদি সে আমার পরে আবির্ভূত হয়, তবে প্রত্যেক মুসলিমকে নিজের পক্ষ থেকে প্রতিরোধকারী হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য আমার প্রতিনিধি। নিশ্চয়ই সে সিরিয়া ও ইরাকের 'খাল্লা' নামক স্থান থেকে বের হবে। অতঃপর সে তার ডানে ও বামে সর্বত্র বিপর্যয়

সৃষ্টি করবে। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা দীনের উপর অবিচল থাকবে। কেননা আমি এখনই তোমাদের নিকট এমনসব নিকৃষ্ট অবস্থা বর্ণনা করবো যা আমার পূর্বে কোন নাবীই তার উম্মাতের নিকট বলেননি। সে তার দাবীর সূচনায় বলবে, আমি নাবী। অথচ আমার পরে কোন নাবী নেই। অতঃপর সে দাবী করবে, আমি তোমাদের রব। অথচ মৃত্যু না হওয়া পর্যন্ত তোমরা তোমাদের রবকে দেখতে পাবে না। সে হবে অন্ধ। অথচ তোমাদেরর রব মোটেই অন্ধ নন। তার দু'চোখের মাঝখানে লেখা থাকবে 'কাফির'। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত প্রত্যেক মুমিন ব্যক্তিই এ লেখাটি পড়তে সক্ষম হবে। দাজ্জালের অনাসৃষ্টির মাঝে একটি এই যে, তার সাথে থাকবে জান্নাত ও জাহান্নাম। তবে তার জাহান্নাম হবে জান্নাত আর জান্নাত হবে জাহান্নাম। যে ব্যক্তি তার জাহান্নামের বিপদে পতিত হবে, সে যেন আল্লাহর সাহায্যে প্রার্থনা করে এবং সূরা কাহাফের প্রথমাংশ তিলাওয়াত করে। তাহলে তার জন্য সেই জাহান্নাম হবে শীতল আরামদায়ক; ইবরাহীম আলাইহিস সালাম এর বেলায় যেরূপ হয়েছিল। দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে এক বেদুঈনকে বলবে, আমি যদি তোমার পিতা-মাতাকে জীবিত করে তুলতে পারি তবে তুমি এই সাক্ষ্য দিবে যে, নিশ্চয়ই আমি তোমার রব? সে বলবে, হ্যাঁ। তখন দাজ্জালের নির্দেশে দু'টি শয়তান তার পিতা-মাতার অবয়ব ধারণ করে হাযির হবে। এবং বলবে, হে বৎস তার আনুগত্য করো। সে-ই তোমার রব। দাজ্জালের আরেকটি অনাসৃষ্টি এই যে, সে জনৈক ব্যক্তিকে পরাভূত করে হত্যা করবে। অতঃপর করাত দ্বারা তাকে ফেড়ে দু'টুকরা করে ছুঁড়ে মারবে। অতঃপর সে বলবে, তোমরা আমার এ বান্দার দিকে লক্ষ্য করো, আমি এক এখনই জীবিত করবো। তারপরও কেউ বলবে কি যে, আমি ব্যতীত তার অন্য কেউ রব আছে? এরপর আল্লাহ তা'আলা সে লোকটিকে জীবিত করবেন। তখন দাজ্জাল খবীস তাকে বলবে, তোমার রব কে? সে বলবে, আমার রব আল্লাহ। আর তুইতো আল্লাহর দুশমন। তুইতো দাজ্জাল। আল্লাহর শপথ! আজ আমি তোর সম্পর্কে প্রত্যেক্ষভাবে বুঝতে পারছি যে, তুই-ই দাজ্জাল। (আব্দুর রহমান বিন যিয়াদ) আল-মুহারিবী উবাদুল্লাহ ইবনুল ওয়ালীদ আস-সওয়াফ (যঈফ বা দুর্বল) (আতিয়্যাহ বিন সা'দ) তিনি সত্যবাদী তবে হাদীছ বর্ণনায় অধিক ভুল করেন। আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের মধ্যে জান্নাতেই সেই ব্যক্তির সর্বাধিক মর্যাদা হবে। রাবী বলেন, আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, আল্লাহর শপথ! আমরা ধারণা করতাম যে, এ ব্যক্তি উমার ইবনুল খাত্তাব, এমনকি তিনি শাহাদাৎ বরণ করেন। মুহারিবী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, এরপর আমরা আবূ রাফে বর্ণিত, হাদীছে ফিরে যাচ্ছি। তিনি বলেন, দাজ্জালের আরেকটি অনাচার এই যে, সে একটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করে, ফলে তাদের গবাদী পশু সমূলে ধ্বংস হয়ে যাবে। দাজ্জালের আরেকটি অনাচার

এই যে, সে আরেকটি জনপদ অতিক্রমকালে তারা তাকে সত্য বলে মেনে নেবে। সে আসমানকে বৃষ্টি বর্ষণের আদেশ দিলে জমিন শস্য উৎপাদন করবে। জমিন পর্যাপ্ত ফসলাদি, ঘাসপাতা ও তৃণলতা উদগত করবে, এমনকি তাদের গবাদী পশু সেদিন সন্ধ্যায় মোটা তাজা ও উদর পূর্তি করে দুধে স্তন ফুলিয়ে ফিরে আসবে। অবস্থা এই হবে যে, সে গোটা দুনিয়া চষে বেড়াবে এবং তার পদানত হবে মক্কা ও মদীনা ব্যতিত। এ দু'শহরের প্রবেশ দ্বারে উন্মুক্ত অবস্থায় তরবারীসহ সশস্ত্র অবস্থায় ফিরিস্তা মোতায়েন থাকবেন। শেষে সে একটি ক্ষুদ্র লাল পাহাড়ের পাদদেশে অবতরণ করবে যা হবে তৃণলতা শূন্য স্থানের শেষ ভাগ। এরপর মদীনা তার অধিবাসীসহ তিনবার প্রকম্পিত হবে। ফলে মুনাফিক নারী-পুরুষ মদীনা থেকে বের হয়ে দাজ্জালের সাথে যোগ দিবে। এভাবে মদীনা তার ভিতরকার নিকৃষ্ট ময়লা বিদূরিত করবে, যেমনিভাবে হাপর লোহার মরিচা দূর করে। সেদিনের না হবে 'নাজাতের দিন'। আবূল আকর এর কন্যা উম্মু শুরাইক বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আরবের লোকেরা তৎকালে কোথায় থাকবে? তিনি বলেন, তৎকালে তাদের সংখ্যা হবে খুবই নগণ্য। তাদের অধিকাংশ ঈমানদার বান্দা তখন বাইতুল মুকাদ্দাসে অবস্থান করবে। তাদের ইমাম হবেন একজন নিষ্ঠাবান সৎকর্মপরায়ণ ব্যক্তি। এমতবস্থায় একদিন তাদের ইমাম তাদের নিয়ে ফজরের ছ্বলাত আদায় করবেন। ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম সেই সকাল বেলা অবতরণ করবেন। তখন ইমাম পিছন দিকে সরে আসবেন যাতে ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম সামনের দিকে অগ্রসর হয়ে লোকদের ছ্বলাতের ইমামতি করতে পারেন। ঈসা আলাইহিস সালাম তার দু'হাত ইমামের কাঁধের উপর রেখে বলবেন, আপনি অগ্রবর্তী হয়ে ছ্বলাতের ইমামতি করুন। কেননা, এ ছ্বলাত আপনার জন্যই কায়িম (শুরু) হয়েছে। অতএব তাদের ইমাম তাদেরকে নিয়ে ছ্বলাত আদায় করবেন। তিনি ছ্বলাত হতে অবসর হলে ঈসা আলাইহিস সালাম বলবেন, দরজা খুলে দাও। তখন দরজা খুলে দেয়া হবে এবং দরজার পিছনে দাজ্জাল অবস্থারত থাকবে। তার সাথে থাকবে সত্তর হাজার ইহুদী কারুকার্য খচিত[৪৩২] ও খাপবদ্ধ তরবারীসহ।[৪৩৩] দাজ্জাল ঈসা কে দেখামাত্র পানিতে লবণ বিগলিত হওয়ার ন্যায় বিগলিত হতে থাকবে এবং ভেগে পলায়ন করতে থাকবে। তখন ঈসা বলবেন, তোর উপর আমার একটা আঘাত আছে, যা থেকে তোর কোন বাঁচার উপায় নেই। তিনি লুদ্দ এর পূর্ব ফটকে তার নাগাল পেয়ে যাবেন এবং তাকে হত্যা করবেন। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা ইহুদীদের পরাজিত করবেন। আল্লাহর সৃষ্টি যে কোন পাথর, গাছপালা, দেয়াল, অথবা প্রাণী, যার আড়ালেই কোন ইহুদী লুকিয়ে থাকবে, আল্লাহ তাকে

---

৪৩২. অর্থাৎ রৌপ্য।
৪৩৩. এক ধরণের সবুজ চাদর।

বাকশক্তি দান করবেন এবং সে ডেকে বলবে, হে আল্লাহর মুসলিম বান্দা! এই যে, এক ইহুদী এদিকে এসো, তাকে হত্যা করো। তবে গারকাদ নামক গাছ কথা বলবে না। কারণ সেটা ইহুদীদের গাছ। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, দাজ্জাল একদিন বিপর্যয় ছড়াবে যা চল্লিশ বছরের সমান। তার এক বছর হবে অর্ধবছরের সমান, আবার এক বছর হবে এক মাসের সমান, এক মাস হবে এক সপ্তাহের সমান এবং অবশিষ্টকাল অগ্নিস্ফুলিঙ্গ বায়ুমন্ডলে উড়ে যাওয়ার মত দ্রুত অতিক্রান্ত হবে। তোমাদের কেউ সকালবেলা মদীনার একফটকে পৌঁছতে সন্ধা হয়ে যাবে। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহর রসূল! এতো ক্ষুদ্র দিনে আমরা কিভাবে ছ্বলাত আদায় করবো? তোমরা অনুমান করে ছ্বলাতের সময় নির্ধারণ করবে, যেমন তোমরা লম্বা দিনে অনুমান করে ছ্বলাতের সময় নির্ধারণ করে থাকো এবং এভাবে ছ্বলাত আদায় করবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, ঈসা বিন মারইয়াম আলাইহিস সালাম আমার উম্মাতের একজন ন্যায়পরায়ণ শাসক ও ইনসাফগার ইমাম হবেন। তিনিক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, এমনভাবে শুকর হত্যা করবেন যে, তার একটিও অবশিষ্ট থাকবে না। সম্পদের প্রাচুর্যের কারণে তিনি জিযইয়া মওকুফ করবেন, যাকাত আদায় বন্ধ করবেন এবং না বকরী ও উটের উপর যাকাত ধার্য করা হবে। লোকদের মাঝে পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রু তার অবসান হবে।[৪৩৪] প্রত্যেক বিষাক্ত প্রাণী বিষ শূন্য হয়ে যাবে। এমনকি দুগ্ধ পোষ্য শিশু তার হাত সাপের মুখে ঢুকিয়ে দিবে কিন্তু তা তার কোন ক্ষতি করবে না। এক ক্ষুদ্র মানব শিশু সিংহকে তাড়া করবে, তবুও প্রাণীটি তার কোন ক্ষতি করবে না। নেকড়ে বাঘ মেষ পালের সাথে এবস্থান করবে যেন তা তার পাহাড়ারত কুকুর। পানিতে মাত্র পরিপূর্ণ হওয়ার মত পৃথিবী শান্ত হয়ে যাবে। সকলের কালেমা এক হয়ে যাবে। আল্লাহ ব্যতিত কারো ইবাদত করা হবে না। যুদ্ধ-বিগ্রহ তার সারসরঞ্জাম রেখে দিবে। কুরাইশদের রাজত্বের অবসান হবে। পৃথিবী রুপার পাত্রের ন্যায় সচ্ছ হয়ে যাবে।[৪৩৫] তাতে এমনসব ফলমূল উৎপন্ন হবে যেমন আদম আলাইহিস সালাম এর যুগে উৎপাদিত হতো। এমনকি কয়েকজন লোক একটি আঙ্গুরের থোকার মধ্যে একত্র হতে পারবে এবং তা সকলকে পরিতৃপ্ত করবে। অনেক লোক একটি ডালিমের জন্য অপেক্ষা করবে এবং সকলকে তা পরিতৃপ্ত করবে। তাদের বলদ গরু হবে উচ্চ মূল্যের এবং ঘোড়া সল্পমূল্যে বিক্রয় হবে। লোকজন বললো, হে আল্লাহর রসূল! ঘোড়া সস্তা হবে কেন? তিনি বললেন, যুদ্ধের জন্য কখনো কেউ অশ্বারোহী হবে না। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, গরু অতিমূল্যেবান হবে কেন? তিনি বলেন, সারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ সম্প্রসারিত হবে।

---

৪৩৪. অর্থাৎ বিদ্বেষ পূর্ণ বৈশিষ্ট্য।

৪৩৫. অর্থাৎ দস্তরখানা, কেউ বলেন, পাত্র বলতে গামলা বুঝানো হয়েছে।

দাজ্জালের আবির্ভাবের তিন বছর পূর্বে দুর্ভিক্ষ দেখা দিবে, তখন মানুষ চরমভাবে অন্নকষ্ট ভোগ করবে। প্রথম বছর আল্লাহ তা'আলা আসমানকে তিনভাগের একভাগ বৃষ্টি আটকে রাখার নির্দেশ দিবেন এবং জমিনকে নির্দেশ দিলে তা এক তৃতীয়াংশ ফসল কম উৎপাদন করবে। এরপর তিনি আসমানকে দ্বিতীয় বছর একই নির্দেশ দিলে, তা দু' তৃতীয়াংশ কম বৃষ্টি বর্ষণ করবে এবং জমিনকে হুকুম দিলে তাও দু'তৃতীয়াংশ কম ফসল উৎপন্ন করবে। এরপর আল্লাহ তা'আলা আকাশকে তৃতীয় বছরে একই নির্দেশ দিলে তা সম্পূর্ণভাবে বৃষ্টি বন্ধ করে দিবে। ফলে এক ফোঁটা বৃষ্টি বর্ষিত হবে না। আর তিনি জমিনকে নির্দেশ দিলে তা শস্য উৎপাদন সম্পূর্ণ বন্ধ রাখবে। ফলে জমিনে কোন ঘাস জন্মাবে না, কোন সবজি অবশিষ্ট থাকবে না, বরং তা ধ্বংস হয়ে যাবে, তবে আল্লাহ যা চাইবেন। জিজ্ঞেস করা হলো, এসময় লোকেরা কিরূপে বেঁচে থাকবে? তিনি বলেন, যারা তাহলিল, (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ),তাকবির (আল্লাহু আকবার), তাসবিহ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহমীদ (আল-হামদুলিল্লাহ) বলতে থাকবে তাদের খাদ্যনালীতে প্রবাহিত করা হবে।[৪৩৬]

মিহজান ইবনে আদরা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ: «يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ، يَوْمُ الْخَلَاصِ وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ» ثَلَاثًا، فَقِيلَ لَهُ: وَمَا يَوْمُ الْخَلَاصِ؟ قَالَ: " يَجِيءُ الدَّجَّالُ فَيَصْعَدُ أُحُدًا، فَيَنْظُرُ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَيَقُولُ لِأَصْحَابِهِ: أَتَرَوْنَ هَذَا الْقَصْرَ الْأَبْيَضَ؟ هَذَا مَسْجِدُ أَحْمَدَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَدِينَةَ، فَيَجِدُ بِكُلِّ نَقْبٍ مِنْهَا مَلَكًا مُصْلِتًا، فَيَأْتِي سَبْخَةَ الْحَرْفِ، فَيَضْرِبُ رُوَاقَهُ، ثُمَّ تَرْجُفُ الْمَدِينَةُ ثَلَاثَ رَجَفَاتٍ، فَلَا يَبْقَى مُنَافِقٌ، وَلَا مُنَافِقَةٌ، وَلَا فَاسِقٌ، وَلَا فَاسِقَةٌ، إِلَّا خَرَجَ إِلَيْهِ، فَذَلِكَ يَوْمُ الْخَلَاصِ "

নাবী ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনগণের সামনে ভাষণ দিলেন, অতঃপর বললেন, খালাছের (মুক্ত হওয়ার) দিন কি? খালাছের দিন কি? খালাছের দিন কি? এ কথা তিনি তিনবার বললেন, অতঃপর তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, খালাছের দিন কি? তিনি বললেন, দাজ্জাল এসে উহুদ পাহাড়ে আরোহণ করবে। অতঃপর সে মদিনার দিকে দৃষ্টি দিবে। অতঃপর সে তার সঙ্গীদের বলবে, তোমরা কি সাদা অট্টালিকা দেখতে পাও? এটাই আহমদের মসজিদ। অতঃপর সে মদিনায় আসবে, সেখানে প্রত্যেক গর্তে সে পাবে কোষমুক্ত তরবারী, তারপর সে তৃণভূমিতে এসে তার তাবু স্থাপন করবে। অতঃপর মদিনা অঞ্চল তিনবার প্রকম্পিত হবে। অতঃপর

৪৩৬. ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৭, ছুহীহ জামে হা/৭৮৭৫।

মদিনা হতে মুনাফিক ও ফাসিক নারী-পুরুষ উভয়ে বের হয়ে যাবে। এটাই হচ্ছে ইয়াওমুল খালাছ (মুক্ত হওয়ার দিন)।[৪৩৭]

ইবনে আব্বাস (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, তিনি দাজ্জাল সম্পর্কে বলেন,

أَعْوَرُ هِجَانٌ أَزْهَرُ، كَأَنَّ رَأْسَهُ أَصَلَةٌ، أَشْبَهُ النَّاسِ بِعَبْدِ الْعُزَّى بْنِ قَطَنٍ، فَإِمَّا هَلَكَ الْهُلَّكُ، فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ

দাজ্জাল হচ্ছে শ্বেত বর্ণের ত্রুটিযুক্ত কানা প্রাণী। তার মাথা যেন শিকড়ের মত;[৪৩৮] সে মানুষের মধ্যে আব্দুল ইয্যা ইবনে কাতানের সাথে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ। ধ্বংসকারীরা তাকে ধ্বংস করবে। তোমাদের রব অন্ধ নন।[৪৩৯]

হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন।

لَيَأْتِيَنَّ عَلَى أُمَّتِي زَمَانٌ يَتَمَنَّوْنَ فِيهِ الدَّجَّالَ "، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي , مِمَّ ذَاكَ؟ , قَالَ: " مِمَّا يَلْقُونَ مِنَ الْعَنَاءِ

অবশ্যই আমার উম্মতের উপর এমন একটি যুগ অতিবাহিত হবে ঐ সময় লোকেরা দাজ্জালের সাক্ষাত কামনা করবে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহর রসূল! আমার পিতা-মাতা কুরবান হোক! সে সময় কি ঘটবে? তিনি বললেন, লোকেরা দুঃখ-কষ্টে পতিত হবে।[৪৪০]

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ سَمِعَ بِالدَّجَّالِ فَلْيَنْأَ عَنْهُ، فَوَاللَّهِ إِنَّ الرَّجُلَ لَيَأْتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبُ أَنَّهُ مُؤْمِنٌ فَيَتَّبِعُهُ، مِمَّا يَبْعَثُ بِهِ مِنَ الشُّبُهَاتِ

---

৪৩৭. মুসনাদ আহমদ (৩১/৩১১)। অর্থাৎ স্থূলকায় বিরাট সাপের মত। হাকীম মুসতাদরাক ৪/৫৮৬, হা/৮৬৩১।
৪৩৮. অর্থাৎ সাদা। অর্থাৎ স্থূলকায় বিরাট সাপের মত।
৪৩৯. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (৪/৪৮)।
৪৪০. তাবারানীর বর্ণনা: আল-আওসাত্ব (৪/৩০৯)। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলে আখ্যা দিয়েছেন। আছ-ছ্বহীহাহ (৩০৯০)।

কেউ দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা শুনলে সে যেন তার থেকে দূরে চলে যায়। আল্লাহর কসম! যে কোন ব্যক্তি তার নিকট এলে সে অবশ্যই মনে করবে যে, সে ঈমানদার। অতঃপর সে তার দ্বারা তার মধ্যে জাগরিত সন্দেহপূর্ণ বিষয়ের অনুসরণ করবে।[৪৪১]

হুযাইফাহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى لَا يَكُونَ غَائِبٌ أَحَبَّ إِلَى الْمُؤْمِنِ خُرُوجًا مِنْهُ , وَمَا خُرُوجُهُ بِأَضَرَّ لِلْمُؤْمِنِ مِنْ حَصَاةٍ يَرْفَعُهَا مِنَ الْأَرْضِ وَمَا عِلْمُ أَدْنَاهُمْ وَأَقْصَاهُمْ إِلَّا سَوَاءً

দাজ্জাল বের হবে না যতক্ষণ না ম'মিনের নিকট তার বের হওয়ার চেয়ে গায়িব (মৃত্যু) প্রিয় হবে। ভূমি হতে উঁচু প্রস্তর খন্ডের চেয়ে তার বের হওয়া মু'মিনের জন্য অধিক ক্ষতিকারক।[৪৪২]

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

أَنَّهُ ذُكِرَ عِنْدَهُ الدَّجَّالَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: " تَفْتَرِقُونَ أَيُّهَا النَّاسُ لِخُرُوجِهِ ثَلَاثَ فِرَقٍ: فِرْقَةٌ تَتْبَعُهُ , وَفِرْقَةٌ تَلْحَقُ بِأَرْضِ آبَائِهَا بِمَنَابِتِ الشِّيحِ , وَفِرْقَةٌ تَأْخُذُ شَطَّ هَذَا الْفُرَاتِ فَيُقَاتِلُهُمْ وَيُقَاتِلُونَهُ حَتَّى يَجْتَمِعَ الْمُؤْمِنُونَ بِقُرَى الشَّامِ فَيَبْعَثُونَ إِلَيْهِ طَلِيعَةً فِيهِمْ فَارِسٌ عَلَى فَرَسٍ أَشْقَرَ أَوْ فَرَسٍ أَبْلَقَ , فَيُقْتَلُونَ لَا يَرْجِعُ مِنْهُمْ بَشَرٌ

দাজ্জাল সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, অতঃপর তিনি বললেন, হে লোকজন, সে বের হওয়ার কারণে তোমরা তিনটি দলে বিভক্ত হবে। প্রথম দল তার অনুসরণ করবে। দ্বিতীয় দল তাদের পূর্ব পুরুষদের জন্ম স্থানের এলাকায় মিলিত হবে। শেষ দলটি ফোরাত নদীর উপকুলে অবস্থান গ্রহণ করবে। দাজ্জালের সাথে তাদের যুদ্ধ সংঘটিত হবে। এমনকি সিরিয়া এলাকায় মু'মিনদের সমাবেশ ঘটবে। মু'মিনগণ তার সামনে কেশ বিশিষ্ট অথবা সাদা-কালো ঘোড়াওয়ালাকে পাঠাবে। তারা তার সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তাদের কেউ ফিরে আসবে না।[৪৪৩]

---

৪৪১. ছ্বহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৩১৯, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন।

৪৪২. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৯৫)।

৪৪৩. তাবারানীতে উল্লেখ আছে এবং হাকিমের নিকট 'কেউ প্রত্যাবর্তন করবে না'। ইবনু আবি শাইবা (৭/৫১১), তাবারনীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/৩৫৪)।

রাশেদ ইবনে সা'দ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَمَّا فُتِحَتْ إِصْطَخْرُ نَادَى مُنَادٍ: أَلَا إِنَّ الدَّجَّالَ قَدْ خَرَجَ، قَالَ: فَلَقِيَهُمُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةَ قَالَ: فَقَالَ: لَوْلَا مَا تَقُولُونَ لَأَخْبَرْتُكُمْ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: " لَا يَخْرُجُ الدَّجَّالُ حَتَّى يَذْهَلَ النَّاسُ عَنْ ذِكْرِهِ، وَحَتَّى تَتْرُكَ الْأَئِمَّةُ ذِكْرَهُ عَلَى الْمَنَابِرِ

ইসতাখরা যখন বিজিত হলো তখন একজন ঘোষক ঘোষণা করলো, সাবধান! দাজ্জাল বের হয়েছে। রাবী বলেন, ছা'ব ইবনু জাছামাহ তাদের সাথে সাক্ষাত করলো, অতঃপর সে বললো, তোমরা যা বলছো তা যদি হতো অবশ্যই আমি এ বিষয়ে তোমাদেরকে অবহিত করতাম যে, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, দাজ্জাল বের হবে না যতক্ষণ না মানুষ তার আলোচনাকে উপেক্ষা করবে এবং জাতি সমাবেশে তার আলোচনা থেকে বিরত থাকবে।[৪৪৪]

ইমরান ইবনে হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَاوَأَهُمْ، حَتَّى يُقَاتِلَ آخِرُهُمُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ

আমার উম্মতের মধ্যে হতে একটি দল সদা হক্বের পক্ষে যুদ্ধ করবে। তাদের বিরোধীতাকারীদের উপর তারা বিজয় লাভ করবে। পরিশেষে তারা দাজ্জালের সাথে যুদ্ধ করবে।[৪৪৫]

৪৪৪. আব্দুল্লাহ ইবনে আহমদের বর্ণনা: যাওয়ায়েদ আলাল মুসনাদ (৪/৭১)।

৪৪৫. আবূ দাউদ হা/২৪৮৪, শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। আছ-ছ্বহীহাহ (১৯৫৯)। মুসনাদ আহমদ (৪/৪২৯, ৪৩৭),

১৩৬. ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ।

(نزول عيسى – صلى الله عليه وسلم)

আনাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

مَنْ أَدْرَكَ مِنْكُمْ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ فَلْيُقْرِئْهُ مِنِّي السَّلَامَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِمَا وَسَلَّمَ

তোমাদের মধ্যে যে ঈসা আলাইহিস সালাম এর সাক্ষাত লাভ করবে সে যেন আমার পক্ষ থেকে তাকে সালাম পৌঁছে দেয়।[৪৪৬]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُهِلَّنَّ ابْنُ مَرْيَمَ بِفَجِّ الرَّوْحَاءِ، حَاجًّا أَوْ مُعْتَمِرًا، أَوْ لَيَثْنِيَنَّهُمَا

সে সত্তার শপথ যার হাতে আমার প্রাণ! মারইয়াম পুত্র ঈসা নিশ্চিত রাওহা উপত্যকায় হাজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়ের তালবিয়াহ্ পাঠ করবেন।[৪৪৭]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نَبِيٌّ – يَعْنِي عِيسَى – وَإِنَّهُ نَازِلٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَاعْرِفُوهُ: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إِلَى الْحُمْرَةِ وَالْبَيَاضِ، بَيْنَ مُمَصَّرَتَيْنِ، كَأَنَّ رَأْسَهُ يَقْطُرُ، وَإِنْ لَمْ يُصِبْهُ بَلَلٌ، فَيُقَاتِلُ النَّاسَ عَلَى الْإِسْلَامِ، فَيَدُقُّ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ، وَيُهْلِكُ اللَّهُ فِي زَمَانِهِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامَ، وَيُهْلِكُ الْمَسِيحَ الدَّجَّالَ، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ أَرْبَعِينَ سَنَةً، ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ

আমার ও তার অর্থাৎ ঈসা আলাইহিস সালাম এর মাঝে কোন নাবী নেই। আর তিনি তো অবতরণ করবেন। তোমরা তাকে দেখে এভাবে চিনতে পারবে যে, তিনি মাঝারী উচ্চতার, লাল-সাদা ও গেরুয়া রঙের মাঝামাঝি[৪৪৮] অর্থাৎ দুধে আলতা তার দেহের রং হবে এবং এবং তার মাথার চুল ভিজা না থাকলেও মনে হবে চুল হতে যেন বিন্দু বিন্দু পানি টপকাচ্ছে। তিনি ইসলামের জন্য মানুষের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবেন, ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর নিধন করবেন ও জিযিয়া রহিত করবেন।

---

৪৪৬. হাকিম (৪/৫৮৭) হা/৮৬৩৫, আবূ হুরাইরাহ রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু হতে বর্ণিত, মুসনাদে এ হাদীছের শাহেদ রয়েছে। মুসনাদে আহমাদ (২/৩৯৪)।

৪৪৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১২৫২।

৪৪৮. অর্থাৎ হালকা হলুদ রং মিশ্রিত দু'টি পোশাক পরিহিত অবস্থায় ঈসা আ. অবতরণ করবেন।

তিনি তার যুগে ইসলাম ছাড়া সকল ধর্ম বিলুপ্ত করবেন এবং মাসীহ দাজ্জালকে হত্যা করবেন। তিনি পৃথিবীতে চল্লিশ বছর অবস্থান করবেন, অতঃপর মৃত্যু বরণ করবেন এবং মুসলিমরা তার জানাযা পড়বে।[৪৪৯]

জাবের ইবনে আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কে বলতে শুনেছি,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: " فَيَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ: تَعَالَ صَلِّ لَنَا، فَيَقُولُ: لَا، إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ أُمَرَاءُ تَكْرِمَةَ اللهِ هَذِهِ الْأُمَّةَ

ক্বিয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটি দল দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে বাতিলের বিরূদ্ধে লড়তে থাকবে এবং অবশেষে ঈসা ইবনু মারইয়াম (আলাইহিস সালাম) অবতরণ করবেন। মুসলিমদের আমীর বলবেন, আসুন ছ্বলাতে আমাদের ইমামতি করুন! তিনি বলবেন, না, আপনাদেরই একজন অন্যদের জন্য ইমাম নিযুক্ত হবেন। এ হলো আল্লাহ তা'আলা প্রদত্ত এ উম্মতের সম্মান।[৪৫০]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

كَيْفَ أَنْتُمْ إِذَا نَزَلَ ابْنُ مَرْيَمَ فِيكُمْ، وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ

তোমাদের অবস্থা কেমন হবে যখন তোমাদের মাঝে মারইয়াম পুত্র ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করবেন আর তোমাদের ইমাম তোমাদের মধ্যে থেকেই হবে।[৪৫১]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَاللهِ، لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَادِلًا، فَلَيَكْسِرَنَّ الصَّلِيبَ، وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ، وَلَيَضَعَنَّ الْجِزْيَةَ، وَلَتُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا، وَلَتَذْهَبَنَّ الشَّحْنَاءُ وَالتَّبَاغُضُ وَالتَّحَاسُدُ، وَلَيَدْعُوَنَّ إِلَى الْمَالِ فَلَا يَقْبَلُهُ أَحَدٌ

রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন, আল্লাহর কসম! ঈসা ইবনু মারইয়াম আলাইহিস সালাম অবশ্যই ন্যায়পরায়ণ প্রশাসকরূপে আসবেন এবং ক্রুশ চূর্ণ

---

৪৪৯. ছুহীহ: আবূ দাউদ হা/৪৩২৪।
৪৫০. ছুহীহ মুসলিম হা/১৫৬।
৪৫১. ছুহীহ বুখারী হা/৩৪৪৯, ছুহীহ মুসলিম হা/১৫৫।

করবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযয়াহ তথা কর রহিত করবেন। মোটা তাজা উটগুলো[৪৫২] বন্ধন করে দেয়া হবে কিন্তু নেয়ার জন্য কেউ চেষ্টা করবে না। পরস্পর শত্রুতা, হিংসা-বিদ্বেষ থাকবে না এবং সম্পদ গ্রহণের জন্য মানুষকে ডাকা হবে কিন্তু তা কেউ গ্রহণ করবে না।[৪৫৩]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، لَيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزِلَ فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدْلًا، فَيَكْسِرَ الصَّلِيبَ، وَيَقْتُلَ الخِنْزِيرَ، وَيَضَعَ الجِزْيَةَ، وَيَفِيضَ المَالُ حَتَّى لاَ يَقْبَلَهُ أَحَدٌ، حَتَّى تَكُونَ السَّجْدَةُ الوَاحِدَةُ خَيْرًا مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا»، ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ: " وَاقْرَءُوا إِنْ شِئْتُمْ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا} [النساء: ١٥٩]

সেই সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ। অচিরেই তোমাদের মাঝে ন্যায় বিচারকরূপে মারইয়ামের পুত্র ঈসা অবতরণ করবেন। তারপর তিনি ক্রুশ ভেঙ্গে ফেলবেন, শুকর হত্যা করবেন, জিযয়াহ রহিত করবেন এবং ধন-সম্পদের এরূপ প্রাচুর্য হবে যে, কেউ তা গ্রহণ করবে না। এমনকি তখন একটি সিজদাই দুনিয়া তার মাঝে নিহিত সব কিছুর চাইতে উত্তম হবে। অতঃপর আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, যদি তোমরা চাও তাহলে কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করতে পার। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَإِن مِّنْ أَهْلِ الكِتَابِ إِلاَّ لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ القِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيداً}
[النساء:١٥٩]

কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং ক্বিয়ামত দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে (সূরা আন নিসা ৪:১৫৯)।[৪৫৪]

---

৪৫২. قلاص শব্দটি قلوص এর বহুবচন। আর তা হলো যুবতীর ন্যায় কমবয়সী উট।

৪৫৩. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৫৫।

৪৫৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/৩৪৪৮, ছ্বহীহ মুসলিম (১/১৩৫)।

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَنْزِلُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، فَيَقْتُلُ الْخِنْزِيرَ، وَيَمْحُو الصَّلِيبَ، وَتُجْمَعُ لَهُ الصَّلَاةُ، وَيُعْطَى الْمَالُ حَتَّى لَا يُقْبَلَ، وَيَضَعُ الْخَرَاجَ، وَيَنْزِلُ الرَّوْحَاءَ، فَيَحُجُّ مِنْهَا أَوْ يَعْتَمِرُ، أَوْ يَجْمَعُهُمَا» قَالَ: وَتَلَا أَبُو هُرَيْرَةَ: {وَإِنْ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا}

ঈসা ইবনু মারইয়াম আসবেন, অতঃপর তিনি শুকর হত্যা করবেন, ক্রুশ নিশ্চিহ্ন করবেন, মানুষ ছ্বলাত আদায়ের জন্য তার কাছে সমবেত হবে, মাল দেয়া হবে কিন্তু তা গ্রহণ করা হবে না। তিনি খারাজ রেখে দিবেন আর তিনি শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবেন। অতঃপর তিনি হাজ্জ অথবা উমরা অথবা উভয়টি পালন করবেন। রাবী বলেন, আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) এ আয়াতটি তিলাওয়াত করলেন, 'কিতাবীদের মধ্যে এমন কেউ নেই, যে তার মৃত্যুর পূর্বে তার প্রতি ঈমান আনবে না এবং ক্বিয়ামত দিবসে সে তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী হবে' (সূরা আন নিসা ৪:১৫৯)।[৪৫৫]

আবূ হুরাইরাহ (রাদ্বিইয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

طُوبى لِعَيشٍ بعدَ المَسيح، طُوبَى لِعَيْشٍ بَعْدَ المَسِيح؛ يُؤذَنُ للسماءِ في القَطْرِ، ويُؤذَن للأرضِ في النَّبات، فلو بَذَرْتَ حَبَّك على الصَّفا، لَنبتَ، ولا تَشَاحَّ، ولا تَحَاسُد، ولا تَبَاغُض، حتى يَمُرَّ الرجلُ على الأسدِ ولا يَضُره، ويَطَأَ على الحَيَّة ولا تَضُره، ولا تَشَاحَّ ولا تَحَاسُدَ ولا تَبَاغُضَ

দাজ্জাল পরাভূত হবার পর (পৃথিবীতে) বসবাসকারী লোকদের জন্য সুসংবাদ! (পৃথিবীতে) বসবাসকারী লোকদের জন্য সুসংবাদ! আকাশকে আল্লাহ তা'আলা ফোঁটা ফোঁটা বৃষ্টি বর্ষণের অনুমতি দিবেন আর জমিনকে অনুমতি দিবেন শস্য ফলানোর জন্য। যদি তোমার বীজ সাফা পাহাড়ে বপণ করো তবুও তা অবশ্যই গজিয়ে উঠবে। কৃপণতা, হিংসা-বিদ্বেষ এসব থাকবে না। এমনকি কোন লোক সিংহের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলে সে তার ক্ষতি করবে না। সাপ তার ক্ষতি করবে না। কৃপণতা, হিংসা- বিদ্বেষ এসব কিছুই থাকবে না।[৪৫৬]

---

৪৫৫. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (১৩/২৮১)।

৪৫৬. আবূ বকর তার হাদীছ গ্রন্থে (البعث والنشور) হাদীছটি বর্ণনা করেন। নুক্বাশ ফি ফাওয়ায়িদিল ইরাক্বিয়িন (৪৪)।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত,

فِي قَوْلِه: {وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ} [الزخرف: ٦١]، قَالَ: «نُزُولُ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مِنْ قَبْلِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ»

আল্লাহ তা'আলার বাণী: 'তার নিকটেই ক্বিয়ামতের জ্ঞান' (সূরা যুখরুফ ৪৩:৬১)। এ ব্যাপারে তিনি বলেন, ক্বিয়ামতের পূর্বে ঈসা আলাইহিস সালাম এর অবতরণ ঘটবে।[৪৫৭]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

أُحَدِّثُكُمْ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّادِقِ الْمَصْدُوقِ، حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ أَبُو الْقَاسِمِ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: «إِنَّ الْأَعْوَرَ الدَّجَّالَ مَسِيحَ الضَّلَالَةِ يَخْرُجُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فِي زَمَانِ اخْتِلَافٍ مِنَ النَّاسِ، وَفُرْقَةٍ، فَيَبْلُغُ مَا شَاءَ اللَّهُ مِنَ الْأَرْضِ فِي أَرْبَعِينَ يَوْمًا، اللَّهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا، اللَّهُ أَعْلَمُ مَا مِقْدَارُهَا - مَرَّتَيْنِ - وَيُنْزِلُ اللَّهُ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَيَؤُمُّهُمْ، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكْعَةِ، قَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، قَتَلَ اللَّهُ الدَّجَّالَ، وَأَظْهَرَ الْمُؤْمِنِينَ»

তোমাদের নিকট একটি হাদীছ পেশ করবো, যা আমি সাদিক-মাসদূক (সত্যবাদী) রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর নিকট হতে শুনেছি, আবূল কাশেম সাদিক-মাসদূক রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, কানা দাজ্জাল হচ্ছে পথভ্রষ্ট। মানুষের বিভিন্ন দলাদলি ও মতোভেদের সময় সে বের হবে পূর্ব দিগন্ত হতে। আল্লাহ তা'আলা চাইলে সে চল্লিশ দিনে পৃথিবীর সর্বত্র পৌঁছে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই ভালো জানেন, ঐ সময়ের পরিমাণ কত? কথাটি তিনি দু'বার বললেন। ঈসা আলাইহিস সালাম অবতরণ করে লোকদের নিয়ে ছ্বলাতের ইমামতি করবেন।[৪৫৮] তিনি যখন রুকু হতে মাথা উঠাবেন, তখন বলবেন, سمع الله لمن حمده অর্থাৎ যে আল্লাহর প্রশংসা করে তিনি তার কথা শুনেন। আল্লাহ তা'আলা দাজ্জালের ধ্বংস করুক এবং মু'মিনদের বিজয় হোক।[৪৫৯]

---

৪৫৭. হাসান-ছ্বহীহ: ইবনু হিব্বান (১৫/২২৮)।
৪৫৮. অর্থাৎ তিনি তাদেরকে ইমামতির নির্দেশ দিবেন।
৪৫৯. ইবনু হিব্বান (১৫/২২৩)।

১৩৭. ইয়া'জূজ-মা'জূজের আবির্ভাব।

(خروج يأجوج ومأجوج)

নাওয়াস ইবনে সাম'আন (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

سَيُوقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّ يَأْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ، وَنُشَّابِهِمْ، وَأَتْرِسَتِهِمْ سَبْعَ سِنِينَ

মুসলিমগণ অচিরেই ইয়া'জূজ-মা'জূজের তীর-ধনুক, বর্শাফলক এবং ঢালসমূহ সাত বছর ধরে ভস্মীভূত করবে।[৪৬০]

যায়নব বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اسْتَيْقَظَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَوْمِهِ، وَهُوَ مُحْمَرٌّ وَجْهُهُ، وَهُوَ يَقُولُ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ، فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَأْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ مِثْلُ هَذَا، وَحَلَّقَ بِإِصْبَعِهِ، وَبِالَّتِي تَلِيهَا» فَقَالَتْ زَيْنَبُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَهْلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ: «نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ.

নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম রক্তিম চেহারা নিয়ে ঘুম থেকে জেগে উঠে বলতে লাগলেন, আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন উপাস্য নেই। আরবের লোকদের জন্য সেই অনিষ্টের কারণে ধ্বংস অনিবার্য যা নিকটবর্তী হয়েছে। আজ ইয়া'জূজ-মা'জূজের প্রাচীর এ পরিমান খুলে গেছে। এ কথা বলার সময় তিনি তার বৃদ্ধাঙ্গুলির অগ্রভাগকে তার শাহাদত আঙ্গুলির অগ্রভাগের সঙ্গে মিলিয়ে গোলাকার করে ছিদ্রের পরিমাণ দেখান। যয়নব বিনতে জাহাশ (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, তখন আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! আমাদের মধ্যে পুণ্যবান লোকজন থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বলেন, হ্যাঁ যখন পাপকাজ অতিমাত্রায় বেড়ে যাবে।[৪৬১]

---

৪৬০. ছুহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৬।

৪৬১. অর্থাৎ ফাসেকি ও পাপাচারিতা। ইবনে মাজাহ হা/৩৯৫৩, ছুহীহ বুখারী হা/৩৩৪৬, ছুহীহ মুসলিম হা/২৮৮০, মুসনাদে আহমাদ (৪৫/৪০৩)।

ইবনে আব্বাস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত,

وَرَأَى غِلْمَانًا يَنْزُو بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، فَقَالَ: هَكَذَا يَخْرُجُ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ

তিনি কিছু বালককে দেখলেন, যারা পরস্পর লাফালাফি করছে, অতঃপর তিনি বললেন, এভাবে ইয়া'জূজ-মা'জূজ বের হবে।[৪৬২]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

إِنَّ يَأْجُوجَ، وَمَأْجُوجَ يَحْفِرُونَ كُلَّ يَوْمٍ، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا فَسَنَحْفِرُهُ غَدًا، فَيُعِيدُهُ اللَّهُ أَشَدَّ مَا كَانَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَتْ مُدَّتُهُمْ، وَأَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَبْعَثَهُمْ عَلَى النَّاسِ، حَفَرُوا، حَتَّى إِذَا كَادُوا يَرَوْنَ شُعَاعَ الشَّمْسِ، قَالَ الَّذِي عَلَيْهِمْ: ارْجِعُوا، فَسَتَحْفِرُونَهُ غَدًا، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَاسْتَثْنَوْا، فَيَعُودُونَ إِلَيْهِ، وَهُوَ كَهَيْئَتِهِ حِينَ تَرَكُوهُ، فَيَحْفِرُونَهُ وَيَخْرُجُونَ عَلَى النَّاسِ فَيُنْشِفُونَ الْمَاءَ، وَيَتَحَصَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ عَلَيْهَا الدَّمُ الَّذِي اجْفَظَّ، فَيَقُولُونَ: قَهَرْنَا أَهْلَ الْأَرْضِ، وَعَلَوْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَيَبْعَثُ اللَّهُ نَغَفًا فِي أَقْفَائِهِمْ، فَيَقْتُلُهُمْ بِهَا "، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ دَوَابَّ الْأَرْضِ لَتَسْمَنُ، وَتَشْكَرُ شَكَرًا، مِنْ لُحُومِهِمْ

ইয়া'জূজ-মা'জূজ প্রতিদিন সুড়ঙ্গ পথ খনন করতে থাকে। এমনকি তারা যখন সূর্যের আলোক রশ্মি দেখার মতো অবস্থায় পৌঁছে যায় তখন তাদের নেতা বলে, তোমরা ফিরে চলো, আগামী কাল এসে আমরা খনন কাজ শেষ করবো। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা রাতের মধ্যে সেই প্রাচীরকে আগের চেয়ে মজবুত অবস্থায় ফিরিয়ে দেন। যখন তাদের আবির্ভাবের সময় হবে এবং আল্লাহ তাদেরকে মানবকুলের মধ্যে পাঠাতে চাইবেন, তখন তারা খনন কাজ করতে থাকবে। শেষে যখন তারা সূর্য রশ্মি দেখার মতো অবস্থায় পৌঁছবে তখন তাদের নেতা বলবে, এবার ফিরে চলো, ইনশাল্লাহ আগামী কাল অবশিষ্ট খনন কাজ সম্পন্ন করবো। তারা ইনশাল্লাহ শব্দ ব্যবহার করবে। সেদিন তারা ফিরে যাবে এবং প্রাচীর তাদের রেখে যাওয়া ক্ষীণ অবস্থায় থেকে যাবে। এ অবস্থায় তারা খনন কাজ শেষ করে লোকালয়ে বের হয়ে আসবে এবং সমুদ্রের পানি পান করে শেষ করবে। মানুষ তাদের ভয়ে পালিয়ে দূর্গের মধ্যে আশ্রয় নিবে। তারা আকাশ পানে তীর নিক্ষেপ করবে। রক্তে রঞ্জিত

৪৬২. আলী ইবনুল জা'আদ তার মুসনাদে হাদীছটি বর্ণনা করেন হা/১৬৫৮।

হয়ে তা তাদের দিকে ফিরে আসবে।[৪৬৩] তখন তারা বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীকে চরমভাবে পরাভূত করেছি এবং আসমানবাসীদের উপরও বিজয়ী হয়েছি। অতঃপর তাদের ঘাড়ে এক ধরণের কীট সৃষ্টি করবেন। কীটগুলো তাদের হত্যা করবে। রসূল বলেন, সেই মহান সত্তার শপথ! যার হাতে আমার প্রাণ! ভূপৃষ্ঠের গবাদী পশুগুলো সে গুলোর গোশত খেয়ে মোটাতাজা হয়ে মাংসল হবে।[৪৬৪]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تُفْتَحُ يَأْجُوجُ، وَمَأْجُوجُ فَيَخْرُجُونَ كَمَا قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ} [الأنبياء: ٩٦] ، فَيَعُمُّونَ الْأَرْضَ، وَيَنْحَازُ مِنْهُمُ الْمُسْلِمُونَ، حَتَّى تَصِيرَ بَقِيَّةُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَدَائِنِهِمْ وَحُصُونِهِمْ، وَيَضُمُّونَ إِلَيْهِمْ مَوَاشِيَهُمْ، حَتَّى أَنَّهُمْ لَيَمُرُّونَ بِالنَّهَرِ فَيَشْرَبُونَهُ، حَتَّى مَا يَذَرُونَ فِيهِ شَيْئًا، فَيَمُرُّ آخِرُهُمْ عَلَى أَثَرِهِمْ، فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: لَقَدْ كَانَ بِهَذَا الْمَكَانِ، مَرَّةً مَاءٌ، وَيَظْهَرُونَ عَلَى الْأَرْضِ فَيَقُولُ قَائِلُهُمْ: هَؤُلَاءِ أَهْلُ الْأَرْضِ، قَدْ فَرَغْنَا مِنْهُمْ، وَلَنُنَازِلَنَّ أَهْلَ السَّمَاءِ، حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ لَيَهُزُّ حَرْبَتَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَتَرْجِعُ مُخَضَّبَةً بِالدَّمِ، فَيَقُولُونَ: قَدْ قَتَلْنَا أَهْلَ السَّمَاءِ، فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ، إِذْ بَعَثَ اللَّهُ دَوَابَّ كَنَغَفِ الْجَرَادِ، فَتَأْخُذُ بِأَعْنَاقِهِمْ فَيَمُوتُونَ، مَوْتَ الْجَرَادِ، يَرْكَبُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا، فَيُصْبِحُ الْمُسْلِمُونَ لَا يَسْمَعُونَ لَهُمْ حِسًّا، فَيَقُولُونَ: مَنْ رَجُلٌ يَشْرِي نَفْسَهُ، وَيَنْظُرُ مَا فَعَلُوا؟ فَيَنْزِلُ مِنْهُمْ رَجُلٌ قَدْ وَطَّنَ نَفْسَهُ عَلَى أَنْ يَقْتُلُوهُ، فَيَجِدُهُمْ مَوْتَى فَيُنَادِيهِمْ أَلَا أَبْشِرُوا فَقَدْ هَلَكَ عَدُوُّكُمْ، فَيَخْرُجُ النَّاسُ، وَيَخْلُونَ سَبِيلَ مَوَاشِيهِمْ، فَمَا يَكُونُ لَهُمْ رَعْيٌ إِلَّا لُحُومُهُمْ فَتَشْكَرُ عَلَيْهَا، كَأَحْسَنِ مَا شَكِرَتْ مِنْ نَبَاتٍ أَصَابَتْهُ قَطُّ

ইয়া'জূজ-মা'জূজকে ছেড়ে দেয়া হবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, "তারা প্রত্যেক উচ্চ ভূমি হতে বের হবে ছুটে আসবে" (সূরা আল আম্বিয়া ৯৬)। তারা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়বে। মুসলিমগণ তাদের থেকে পৃথক হয়ে যাবে এবং অবশিষ্ট মুসলিমগণ তাদের শহর ও দূর্গে আশ্রয় নিবে। সেখানে তারা তাদের গবাদীপশুও সাথে করে নিয়ে যাবে। ইয়া'জূজ-মা'জূজের অবস্থা এই হবে যে, তাদের লোকগুলো একটি নহরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করবে এবং তার পানি পান করে নিঃশেষ করে

---

৪৬৩. অর্থাৎ সম্পূর্ণ তীর রক্তে রঞ্জিত হয়ে সংরক্ষিত অবস্থায় মানুষের দিকে ফিরে আসবে।
৪৬৪. ছুহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৮০।

ফেলবে, একফোটা পানিও অবশিষ্ট থাকবে না। এরপর এদের দলের অবশিষ্টরা তাদের অনুসরণ করবে। তখন তাদের মধ্যে কেউ বলবে, এখানে হয়তো কখনো পানি ছিল। পৃথিবীতে তার আধিপত্য বিস্তার করবে। অতঃপর তাদের কেউ বলবে, আমরা পৃথিবীবাসীদের থেকে অবসর হয়েছি। এবার আমরা আসমানবাসীদের সাথে লড়বো। শেষে এদের কেউ আসমানের দিকে বর্শা নিক্ষেপ করবে। তা রক্তে রঞ্জিত হয়ে ফিরে আসবে। তখন তারা বলবে, আমরা আসমানবাসীদেরকেও হত্যা করেছি। তাদের এ অবস্থা থাকতে আল্লাহ তা'আলা টিড্ডি বাহিনী পাঠাবেন এবং সেগুলো ঘাড়ে প্রবেশ করার ফলে এরা সকলে ধ্বংস হয়ে একে অপরের উপর পড়ে মরে থাকবে। মুসলমানগণ সকালবেলা উঠে তাদের বিভৎস চিৎকার শুনতে না পেয়ে বলবে, এমন কে আছে যে, তার নিজের জীবন বিক্রয় করবে এবং ইয়া'জূজ-মা'জূজেরা কি করছে তা দেখে আসবে? তখন তাদের মধ্যকার এক ব্যক্তি ইয়া'জূজ-মা'জূজ কর্তৃক নিহত হওয়ার পূর্ণ ঝুকি নিয়ে বের হয়ে এসে তাদেরকে মৃত অবস্থায় দেখতে পেয়ে মুসলিমদেরকে ডেকে বলবে, তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ করো, তোমাদের শত্রুরা ধ্বংস হয়েছে। লোকজন তার ডাক শুনে বের হয়ে আসবে এবং তাদের গবাদীপশু চারণভূমিতে ছেড়ে দিবে। সেগুলোর চারণ ভূমিতে ইয়া'জূজ-মা'জূজের গোশত ছাড়া আর কিছুই থাকবে না। পশুগুলো তাদের গোশত খেয়ে বেশ মোটা-তাজা হবে, যেমন ঘাস-পাতা খেয়ে মোটা-তাজা হয়।[৪৬৫]

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূত্রে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَيُحَجَّنَّ الْبَيْتُ وَلَيُعْتَمَرَنَّ بَعْدَ خُرُوجِ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ

ইয়া'জূ-মা'জূজ বের হওয়ার পরও বাইতুল্লাহর হাজ্জ ও উমরা পালিত হবে।[৪৬৬]

---

৪৬৫. ইবনু মাজাহ হা/৪০৭৯। শাইখ আলবানী রহিমাহুল্লাহ হাদীছটিকে ছ্বহীহ বলেছেন। (হা/১৭৯৩)।
৪৬৬. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৩।

১৩৮. জনপদের উপর অতিবৃষ্টি হওয়া (مطر لا تكن منه بيوت المدر)

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يُمْطَرَ النَّاسُ مَطَرًا لَا تُكِنُّ مِنْهُ بُيُوتُ الْمَدَرِ، وَلَا تُكِنُّ مِنْهُ إِلَّا بُيُوتُ الشَّعَرِ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ জনপদের উপর অতিবৃষ্টি না হবে, এমনকি তাতে কোন নগরবাসীর ঘর-বাড়ি বৃষ্টি হতে মুক্ত থাকবে না।[৪৬৭]

১৩৯. জন্তু বের হওয়া (خروج الدابة)

আবূ উমামাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ فَتَسِمُ النَّاسَ عَلَى خَرَاطِيمِهِمْ، ثُمَّ يَغْمُرُونَ فِيكُمْ حَتَّى يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ الْبَعِيرَ فَيَقُولُ: مِمَّنْ اشْتَرَيْتَهُ؟ فَيَقُولُ: اشْتَرَيْتُهُ مِنْ أَحَدِ الْمُخَطَّمِينَ

এমন জন্তু বের হবে যা কাফিরদের নাকের ডগায় দাগ দেবে। অতঃপর তোমাদের মাঝে তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হবে। এমনকি কোন লোক উট কেনার পর তাকে জিজ্ঞেস করা হবে তুমি এটা কার কাছ থেকে কিনেছ? জবাবে সে বলবে, আমি এক দাগ ওয়ালার কাছে থেকে তা কিনেছি।[৪৬৮]

---

৪৬৭. অর্থাৎ ইয়া'জূজ ও মা'জূজ বের হওয়ার পর এমনটা ঘটবে। আর ঈসা আ. এর সময় বৃষ্টি হওয়ায় জমিন শস্য-শ্যামল উদ্ভিদে পূর্ণ হবে, মানুষ স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করবে। যেমন মুসলিমে নুওয়াস (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর হাদীছে এ ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে। ছুহীহ: মুসনাদ আহমদ (১৩/১১)।

৪৬৮. মুসনাদ আহমদ (৩৬/৬৪৬)।

ইবনে উমার (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি,

إِنَّ أَوَّلَ الْآيَاتِ خُرُوجًا، طُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَخُرُوجُ الدَّابَّةِ عَلَى النَّاسِ ضُحًى، وَأَيُّهُمَا مَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبَتِهَا، فَالْأُخْرَى عَلَى إِثْرِهَا قَرِيبًا

নিঃসন্দেহে ক্বিয়ামতের প্রথম আলামত হলো পশ্চিম দিক হতে সূর্য উদিত হওয়া অথবা মানব জাতির উপর পূর্বাহ্নে 'দাব্বাতুল আরদ' নামক একটি জন্তুর আত্মপ্রকাশ। এ দু'টির যে কোন একটি আগে এবং অপরটি পরপরই প্রকাশিত হবে।[৪৬৯]

হুযাইফাহ (রাদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

تَخْرُجُ الدَّابَّةُ مَرَّتَيْنِ قَبْلَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُضْرَبَ فِيهَا رِجَالٌ , ثُمَّ تَخْرُجُ الثَّالِثَةُ عِنْدَ أَعْظَمِ مَسَاجِدِكُمْ , فَتَأْتِي الْقَوْمَ وَهُمْ مُجْتَمِعُونَ عِنْدَ رَجُلٍ فَتَقُولُ: مَا يَجْمَعُكُمْ عِنْدَ عَدُوِّ اللَّهِ , فَيَبْتَدِرُونَ فَتَسِمُ الْكَافِرَ حَتَّى أَنَّ الرَّجُلَيْنِ لَيَتَبَايَعَانِ , فَيَقُولُ هَذَا: خُذْ يَا مُؤْمِنُ , وَيَقُولُ هَذَا: خُذْ يَا كَافِرُ

ক্বিয়ামতের পূর্বে দু'বার জন্তু বের হবে, এতে কতিপয় লোক আঘাত প্রাপ্ত হবে, অতঃপর তোমাদের বড় মাসজিদের কাছে তৃতীয় বার জন্তু বের হবে। তারপর জন্তুটি একজন লোকের নিকট সমবেত জনগণের কাছে আসবে, অতঃপর সে বলবে, আল্লাহর শত্রুর কাছে তোমাদেরকে কে সমবেত করেছে? তারপর লোকেরা ছুটে পালাবে। অতঃপর জন্তুটি কাফির লোকের (নাকের ডগায়) চিহ্ন দিবে। এমনকি দু'জন লোক কেনা-বেচায় মগ্ন থাকবে। অতঃপর বলবে, হে মু'মিন! তুমি এটা গ্রহণ করো, হে কাফির! তুমি এটা নাও।[৪৭০]

---

৪৬৯. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৪১।
৪৭০. ইবনু আবি শাইবা (৭/৪৬৭), তাফসীরে তাবারী (৯/২০)।

১৪০. পৃথিবী থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া (رفع القرآن من الأرض)

ইবনে মাসউদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

لَيُنْتَزَعَنَّ هَذَا الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ» ، قُلْتُ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، كَيْفَ يُنْتَزَعُ وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: «يُسْرَى عَلَيْهِ فِي لَيْلَةٍ فَلَا يَبْقَى فِي قَلْبِ عَبْدٍ وَلَا مُصْحَفٍ مِنْهُ شَيْءٌ، وَيُصْبِحُ النَّاسُ فُقَرَاءَ كَالْبَهَائِمِ» ، ثُمَّ قَرَأَ عَبْدُ اللهِ: {وَلَئِنْ شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا} [الإسراء: ٨٦]

অবশ্যই এ কুরআন তোমাদের মাঝ থেকে উঠিয়ে নেয়া হবে, আমি জিজ্ঞেস করলাম, হে আব্দুর রহমান! কিভাবে তা উঠিয়ে নেয়া অথচ আমরা মাসহাফে সংরক্ষণ করেছি?! তিনি বললেন, কোন এক রাতে তা উঠিয়ে নেয়া হবে অতঃপর কোন বান্দার অন্তরে এবং মাসহাবে তার কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না। আর মানুষ সকাল করবে অভাবগ্রস্থ অবস্থায় চতুষ্পদ জন্তুর মত। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ পাঠ করেন,

وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ ثُمَّ لاَ تَجِدُ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلاً} [الإسراء:٨٦]

আর আমি ইচ্ছা করলে তোমার কাছে ওহীর মাধ্যমে যা পাঠিয়েছি তা অবশ্যই নিয়ে নিতে পারতাম; অতঃপর তুমি এ বিষয়ে আমার বিরুদ্ধে তোমার জন্য কোন কর্মবিধায়ক পেতে না *(সূরা বনী ইসরাইল ১৭:৮৬)*।[৪৭১] অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

وَلَيُصَلِّيَنَّ قَوْمٌ لَا دِينَ لَهُمْ، وَلَيُنْتَزَعَنَّ الْقُرْآنُ مِنْ بَيْنِ أَظْهُرِكُمْ» ، قَالُوا: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَلَسْنَا نَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَقَدْ أَثْبَتْنَاهُ فِي مَصَاحِفِنَا؟ قَالَ: «يُسْرَى عَلَى الْقُرْآنِ لَيْلًا فَيُذْهَبُ بِهِ مِنْ أَجْوَافِ الرِّجَالِ فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ شَيْءٌ

অবশ্যই লোকজন ছ্বলাত আদায় করবে তবে তাদের মাঝে দীন থাকবে না। আর অবশ্যই তোমাদের মাঝ থেকে কুরআন উঠিয়ে নেয়া হবে। লোকেরা জিজ্ঞেস করলো, হে আব্দুর রহমান! আমরা কি কুরআন পাঠ করি না? তা কি আমাদের মাসহাফে সংরক্ষণ করিনি? তিনি বললেন, কোন এক রাতে কুরআন উঠিয়ে নেয়া

---

৪৭১. তাবারনীর বর্ণনা: আল-কাবীর (৯/১৪১)।

হবে। লোকদের অন্তর হতে তা ছিনিয়ে নেয়া হবে। অতঃপর জমিনে কুরআনের কোন অংশ অবশিষ্ট থাকবে না।[৪৭২]

হুযাইফাহ ইবনুল ইয়ামান (রাদিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يَدْرُسُ الْإِسْلَامُ كَمَا يَدْرُسُ وَشْيُ الثَّوْبِ، حَتَّى لَا يُدْرَى مَا صِيَامٌ، وَلَا صَلَاةٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ، وَلَيُسْرَى عَلَى كِتَابِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فِي لَيْلَةٍ، فَلَا يَبْقَى فِي الْأَرْضِ مِنْهُ آيَةٌ، وَتَبْقَى طَوَائِفُ مِنَ النَّاسِ الشَّيْخُ الْكَبِيرُ وَالْعَجُوزُ، يَقُولُونَ: أَدْرَكْنَا آبَاءَنَا عَلَى هَذِهِ الْكَلِمَةِ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَنَحْنُ نَقُولُهَا " فَقَالَ لَهُ صِلَةُ: مَا تُغْنِي عَنْهُمْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَهُمْ لَا يَدْرُونَ مَا صَلَاةٌ، وَلَا صِيَامٌ، وَلَا نُسُكٌ، وَلَا صَدَقَةٌ؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ رَدَّهَا عَلَيْهِ ثَلَاثًا، كُلَّ ذَلِكَ يُعْرِضُ عَنْهُ حُذَيْفَةُ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْهِ فِي الثَّالِثَةِ، فَقَالَ: «يَا صِلَةُ، تُنْجِيهِمْ مِنَ النَّارِ» ثَلَاثًا

ইসলাম পুরাতন হয়ে যাবে, যেমন কাপড়ের উপর কারুকার্য পুরাতন হয়ে যায়,[৪৭৩] শেষে এমন অবস্থা হবে যে, কেউ জানবে না সিয়াম, ছ্বলাত, যাকাত ও কুরবানী কী। একরাতে মহান আল্লাহর জমিন থেকে তার কিতাব বিলুপ্ত হয়ে যাবে এবং একটি আয়াতও অবশিষ্ট থাকবে না। মানুষের (মুসলিমদের) কতক বৃদ্ধ দল অবশিষ্ট থাকবে। আর তার বলবে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" তথা আল্লাহ ছাড়া প্রকৃত কোন ইলাহ নেই একথার অনুসারী দেখতে পেয়েছি। তাই আমরাও সেই বাক্য বলতে থাকবো। তাবিঈ সিলা রহিমাহুল্লাহ ও হুযাইফাহ (রাদিয়াল্লাহু আনহু) বলেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালিমা বলায় তাদের কি উপকার হবে? অথচ তারা জানে না সিয়াম, ছ্বলাত, যাকাত ও কুরবানী এসব কী। সিলা বিন যুফার রহিমাহুল্লাহ কথাটি তিনবার পুনরাবৃত্তি করলে তিনি প্রতিবার তার দিক হতে মুখ ফিরিয়ে নেন। তৃতীয় বারের পর তার দিক মুখ ফিরিয়ে বললেন, হে সিলা! এ কালিমা তাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিবে কথাটি তিনবার বললেন।[৪৭৪]

---

৪৭২. তাবারনীর বর্ণনাঃ আল-কাবীর (৯/১৪১)। আব্দুর রাজ্জাকের বর্ণনাঃ আল-মুছান্নাফ (৩/৩৬২)।

৪৭৩. অর্থাৎ পোশাকের কারুকার্য।

৪৭৪. ইবনু কাছীর রহিমাহুল্লাহ বলেন, শেষ যুগে মানুষের জ্ঞান উঠিয়ে নেয়া হবে। এমনকি কোন একরাতে কুরআনের মাছহাফ মুছে দেয়া হবে এবং মানুষের স্মৃতিপটে থাকা কুরআন ভুলিয়ে দেয়া হবে। জ্ঞানহীনভাবে মানুষ জীবন যাপন করবে। ঐ সময় অতিবৃদ্ধ ও অক্ষম লোকেরা মানুষকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কালেমার দা'ওয়াত দিবে। এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে তারা এ কালেমা

১৪১. ধোঁয়া বের হওয়া (الدخان)

হুযাইফাহ ইবনে আসীদ আল-গিফারী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

اطَّلَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا وَنَحْنُ نَتَذَاكَرُ، فَقَالَ: «مَا تَذَاكَرُونَ؟» قَالُوا: نَذْكُرُ السَّاعَةَ، قَالَ: " إِنَّهَا لَنْ تَقُومَ حَتَّى تَرَوْنَ قَبْلَهَا عَشْرَ آيَات – فَذَكَرَ – الدُّخَانَ، وَالدَّجَّالَ، وَالدَّابَّةَ، وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، وَنُزُولَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَيَأَجُوجَ وَمَأْجُوجَ، وَثَلَاثَةَ خُسُوف: خَسْفٌ بِالْمَشْرِق، وَخَسْفٌ بِالْمَغْرِب، وَخَسْفٌ بِجَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَآخِرُ ذَلِكَ نَارٌ تَخْرُجُ مِنَ الْيَمَنِ، تَطْرُدُ النَّاسَ إِلَى مَحْشَرِهِمْ "

একদিন আমরা বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা করছিলাম, এমন সময় রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছে আসলেন এবং প্রশ্ন করলেন, তোমরা কি বিষয়ে আলোচনা করছো? উত্তরে তারা বললেন, আমরা ক্বিয়ামতের ব্যাপারে আলোচনা করছি। এ কথা শুনে তিনি বললেন, ততক্ষণ পর্যন্ত ক্বিয়ামত সংঘটিত হবেন না যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ আলামত দেখবে। তারপর তিনি ধুম্র,দাজ্জাল, দাব্বা, পশ্চিমাকাশ হতে সূর্য উদয় হওয়া, মারইয়াম পুত্র ঈসা এর অবতরণ, ইয়া'জূজ-মা'জূজের বের হওয়া এবং তিনবার ভূখণ্ড ধ্বসে যাওয়া তথা পূর্ব দিকে ভূখণ্ড ধ্বস, পশ্চিম দিকে ভূখণ্ড ধ্বস, এবং আরব উপদ্বীপে ভূখণ্ড ধ্বসের কথা বর্ণনা করলেন। এ আলামত সমূহের পর ইয়ামান হতে এক অগ্নুৎপাত প্রকাশিত হবে, যা মানুষদেরকে হাশরের মাঠ পর্যন্ত তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।[৪৭৫]

অন্য রেওয়ায়েতে আছে,

وَرِيحٌ تُلْقِي النَّاسَ فِي الْبَحْرِ

এক প্রকার বাতাস মানুষকে সমুদ্রের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাবে।[৪৭৬]

পাঠ করবে। ফলে তারা এর মাধ্যমে পরকালে উপকৃত হবে। যদিও তাদের সৎ আমল এবং উপকারী জ্ঞান না থাকে। ছ্বহীহ: ইবনু মাজাহ হা/৪০৪৯।

৪৭৫. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০১।

৪৭৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০১।

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

بَادِرُوا بِالْأَعْمَالِ سِتًّا: طُلُوعَ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا، أَوِ الدُّخَانَ، أَوِ الدَّجَّالَ، أَوِ الدَّابَّةَ، أَوْ خَاصَّةَ أَحَدِكُمْ أَوْ أَمْرَ الْعَامَّةِ

ছয়টি ঘটনা সংঘটিত হওয়ার আগেই তোমরা নেক আমলে দ্রুততা অবলম্বন করো। তা হলো, ১. পশ্চিম আকাশ হতে সূর্যোদয় হওয়া, ২. ধোঁয়া উত্থিত হওয়া, দাজ্জালের আবির্ভাব হওয়া, ৪. দাব্বাহ (অদ্ভুত জন্তুর আবির্ভাব হওয়া), ৫. খাস বিষয় (কারো এককভাবে মৃত্যু), ৬. আম বিষয় (সার্বজনীন বিপদ বা ক্বিয়ামত)।[৪৭৭]

১৪২. কুরাইশদের ধ্বংস হওয়া (هلاك قريش)

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ: " يَا عَائِشَةُ، قَوْمُكِ أَسْرَعُ أُمَّتِي بِي لَحَاقًا "، قَالَتْ: فَلَمَّا جَلَسَ، قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، لَقَدْ دَخَلْتَ وَأَنْتَ تَقُولُ كَلَامًا ذَعَرَنِي، فَقَالَ: " وَمَا هُوَ؟ " قَالَتْ: تَزْعُمُ أَنَّ قَوْمِي أَسْرَعُ أُمَّتِكَ بِكَ لَحَاقًا، قَالَ: " نَعَمْ "، قَالَتْ: وَعَمَّ ذَاكَ؟ قَالَ: " تَسْتَحْلِيهِمُ الْمَنَايَا، فَتَنَفَّسُ عَلَيْهِمْ أُمَّتُهُمْ "، قَالَتْ: فَقُلْتُ: فَكَيْفَ النَّاسُ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ عِنْدَ ذَلِكَ،؟ قَالَ: " دَبًى، يَأْكُلُ شِدَادُهُ ضِعَافَهُ، حَتَّى تَقُومَ عَلَيْهِمُ السَّاعَةُ

রসূল একবার আমার ঘরে প্রবেশ করে বলতে লাগলেন, হে আয়েশা! তোমার কওম আমার উম্মাতের সাথে দ্রুত মিলিত হবে। অতঃপর তিনি (আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)) বললেন, হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহ তা'আলা আমাকে আপনার জন্য ফিদইয়া নির্ধারণ করেছেন। আপনি ঘরে প্রবেশ করে এমন কথা বলতে ছিলেন, যা আমাকে আতঙ্কিত করেছে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন তা কি? আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন আপনি বলেছেন, আমার কওম আপনার উম্মাতের সাথে দ্রুত

---

৪৭৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯৪৭।

মিলিত হবে তিনি বললেন, হ্যাঁ। আয়েশা আবার জিজ্ঞেস করলেন, তা কিভাবে? তিনি বললেন, মৃত্যু তাদের নিকট পছন্দনীয় হওয়া। উম্মাতের লোকেরা তাদের নিয়ে হিংসা করবে। তিনি বলেন, আমার জিজ্ঞস করলাম, এরপর মানুষের অবস্থা কি হবে? অথবা ঐ সময় কি হবে? তিনি বললেন, এক শ্রেণীর পঙ্গপাল তাদের দুর্বলদের খেয়ে ফেলবে। এমতবস্থায় ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে।[৪৭৮]

আবূ হুরাইরাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

أسرع قبائل العرب فناءً قريشٌ، ويوشك أن تمرَّ المرأةُ بالنَّعْل فتقول: إنَّ هذا نعل قرشي

আরব গোত্র সমূহের মধ্যে কুরাইশ গোত্র দ্রুত শেষ হয়ে যাবে। আর অচিরেই কোন মহিলা জুতার পাশ দিয়ে অতিক্রমের সময় বলবে, এ জুতা কুরাইশদের।[৪৭৯]

১৪৩. (ঠান্ডা) বাতাসের মাধ্যমে মুমিনের প্রাণ হরণ।

(ريح تقبض كل مؤمن)

আইয়াশ ইবনে আবূ রবি'আহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سمعت النبي – صلى الله عليه وسلم – يقول: تجيء ريح بين يدي الساعة تقبض فيها أرواح كل مؤمن

আমি নাবী ছুল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, ক্বিয়ামতের পূর্বে বাতাস প্রবাহিত হবে যা প্রত্যেক মুমিনের প্রাণ হরণ করবে।[৪৮০]

---

৪৭৮. অর্থাৎ ছোট ছোট পঙ্গপাল। মুসনাদ আহমদ (৪১/১৪৬)।
৪৭৯. মুসনাদ আহমদ (২/৩৩৬)।
৪৮০. মুসনাদ আহমদ (৩/৪২০)।

১৪৪. বাইতুল্লাহ শরীফে হাজ্জ না হওয়া (لا يحج البيت)

আবূ সাঈদ খুদরী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لاَ يُحَجَّ الْبَيْتُ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ না বাইতুল্লায় হাজ্জ না হবে।[৪৮১]

১৪৫. শেষ যুগে কা'বা ঘরে আক্রমণ হওয়া (هدم الكعبة في آخر الزمان)

আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «يُخَرِّبُ الْكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَةِ، وَيَسْلُبُهَا حِلْيَتَهَا، وَيُجَرِّدُهَا مِنْ كِسْوَتِهَا، وَلَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ أُصَيْلِعَ أُفَيْدِعَ، يَضْرِبُ عَلَيْهَا بِمِسْحَاتِهِ وَمِعْوَلِهِ

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, হাবশী (সরু নলা বিশিষ্ট) কা'বার বিনাশ ঘটাবে। কা'বার সকল রত্ন-ভান্ডার লুট করবে। কা'বার চাদর (গিলাফ) খুলে ফেলবে। মনে হচ্ছে- যেন আমি দেখছি, জনৈক টাকমাথা ও বাঁকা পা বিশিষ্ট ব্যক্তি কোদাল ও কুঠার নিয়ে কা'বা ঘরে আঘাত হানছে।[৪৮২]

আবূ কাতাদা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন,

يُبَايَعُ لِرَجُلٍ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ، وَلَنْ يَسْتَحِلَّ هَذَا الْبَيْتَ إِلَّا أَهْلُهُ، فَإِذَا اسْتَحَلُّوهُ، فَلَا تَسَلْ عَنْ هَلَكَةِ الْعَرَبِ، ثُمَّ تَأْتِي الْحَبَشَةُ فَيُخَرِّبُونَهُ خَرَابًا لَا يَعْمُرُ بَعْدَهُ أَبَدًا، وَهُمُ الَّذِينَ يَسْتَخْرِجُونَ كَنْزَهُ

---

৪৮১. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৩।
৪৮২. অর্থাৎ বক্রতা সম্পন্ন দু'পা। মুসনাদ আহমদ (২/২২০)।

কাবাঘরের রুকন এবং মাকামে ইবরাহীমের মধ্যবর্তী স্থানে এক ব্যক্তির নিকট তারা বাইয়াত করবে। আর তারাই কাবার পবিত্রতা নষ্ট করবে, আর যখন তারা তার পবিত্রতা নষ্ট করবে তখন আরবদের ধ্বংসের ব্যাপারে আর জিজ্ঞেস করো না, এরপর আসবে হাবসীরা, আর তারা এমন ভাবে কাবাঘরকে বিনষ্ট করবে যে এরপর আর কখনো তা পূণ নির্মাণ করা হবে না, আর তারাই তার ভান্ডরসমূহ বের করবে।।[৪৮৩]

আবূ হুরাইরা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

يُخَرِّبُ الكَعْبَةَ ذُو السُّوَيْقَتَيْنِ مِنَ الحَبَشَةِ

হাবশী (সরু নলা বিশিষ্ট) কা'বার বিনাশ ঘটাবে।[৪৮৪]

ইবনে আব্বাস রদ্বিয়াল্লাহু আনহুমা হতে বর্ণিত, নাবী ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

كَأَنِّي بِهِ أَسْوَدَ أَفْحَجَ، يَقْلَعُهَا حَجَرًا حَجَرًا

আমি যেন দেখতে পাচ্ছি কালবর্ণের বাঁকা পা বিশিষ্ট লোকেরা (কা'বা ঘরের) একটি একটি করে পাথর খুলে এর মূলোৎপাটন করছে।[৪৮৫]

১৪৬. পৃথিবীতে শিরকের বিস্তার লাভ হওয়া

(عودة الشرك إلى الأرض)

আনাস (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

" لَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى لَا يُقَالَ فِي الْأَرْضِ: اللهُ، اللهُ "

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে আল্লাহ আল্লাহ বলার কোন লোক থাকবে।[৪৮৬]

---

৪৮৩. ছ্বহীহ: মুসনাদ আহমদ (১৪/২৬৭)।
৪৮৪. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৬, ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০৯।
৪৮৫. ছ্বহীহ বুখারী হা/১৫৯৫।
৪৮৬. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৪৮।

আব্দুর রহমান ইবনে শামাসাহ আল-মাহদী (রাযিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُخَلَّدٍ، وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: لَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ، هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ، لَا يَدْعُونَ اللهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ، فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ، فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ: يَا عُقْبَةُ، اسْمَعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللهِ، فَقَالَ عُقْبَةُ: هُوَ أَعْلَمُ، وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يَقُولُ: «لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللهِ، قَاهِرِينَ لِعَدُوِّهِمْ، لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ، حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ»، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ: أَجَلْ، «ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا كَرِيحِ الْمِسْكِ مَسُّهَا مَسُّ الْحَرِيرِ، فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ إِلَّا قَبَضَتْهُ، ثُمَّ يَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَقُومُ السَّاعَةُ»

একদা আমি মাসলামাহ ইবনে মুখাল্লাদ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) এর কাছে বসা ছিলাম। তখন আব্দুল্লাহ (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, ক্বিয়ামত কেবল নিকৃষ্ট লোকদের উপরই সংঘটিত হবে, ওরা জাহিল সম্প্রদায়ের লোকদের চেয়েও নিকৃষ্টতর হবে। তারা আল্লাহর কাছে যে বস্তুর জন্যই দু'আ করবে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করবেন। তারা যখন এ আলোচনায় ছিলেন এমন সময় উকবাহ ইবনু আমির (রাযিয়াল্লাহু আনহু) সেখানে এলেন। তখন মাসলামাহ বললেন, হে উকবা! শুনুন, আব্দুল্লাহ কি বলছে? তখন উকবা (রাযিয়াল্লাহু আনহু) বললেন, তিনিই তা ভালো জানেন। তবে আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, আমার উম্মতের একটি দল অত্যন্ত কঠিন হবে। যারা বিরোধিতা করবে, তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবে না, বরং তারা আল্লাহর বিধানের উপর প্রতিষ্ঠিত থেকে তাদের শত্রুদের মুকাবিলায় যুদ্ধ করবে। এভাবে চলতে চলতে তাদের নিকট ক্বিয়ামত এসে যাবে, তবে তারা এর উপরই প্রতিষ্ঠিত থাকবে। আব্দুল্লাহ বলেন, হ্যাঁ। তারপর আল্লাহ একটি বায়ু প্রবাহ প্রেরণ করবেন, সে বায়ু প্রবাহটি হবে কস্তরীর সুঘ্রাণের ন্যায় এবং তার পরশ হবে রেশমের পরশের মত। সে বায়ু এমন একটি লোককেও বাকি রাখবে না যার অন্তরে একটি শস্য দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে। তাদের সকলকে তা কবজ করে নিবে। তারপর কেবল নিকৃষ্টতম লোকই অবশিষ্ট থাকবে এবং তাদের উপরই ক্বিয়ামত কায়িম হবে।[৪৮৭]

---

৪৮৭. ছ্বহীহ মুসলিম হা/১৯২৪।

আয়েশা রদ্বিয়াল্লাহু আনহা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন,

سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «لَا يَذْهَبُ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ حَتَّى تُعْبَدَ اللَّاتُ وَالْعُزَّى» فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنْ كُنْتُ لَأَظُنُّ حِينَ أَنْزَلَ اللهُ: {هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ} [التوبة: ٣٣] أَنَّ ذَلِكَ تَامًّا قَالَ «إِنَّهُ سَيَكُونُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ اللهُ، ثُمَّ يَبْعَثُ اللهُ رِيحًا طَيِّبَةً، فَتَوَفَّى كُلَّ مَنْ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ مِنْ إِيمَانٍ، فَيَبْقَى مَنْ لَا خَيْرَ فِيهِ، فَيَرْجِعُونَ إِلَى دِينِ آبَائِهِمْ»

আমি রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি, রাত ও দিন শেষ হবে না, যতক্ষণ না লাত ও উয্যা দেবতার পূজা আবার শুরু করা হবে। এ কথা শুনে আমি বললাম, হে আল্লাহর রসূল! পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ নাযিল করেছেন- তিনিই তার রসূলকে পাঠিয়েছেন হিদায়াত ও সত্য দীনসহ, সকল দীনের উপর বিজয়ী করার জন্য, যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করে না"। (সূরা আত-তওবা ৯:৩৩)। এ আয়াত নাযিলের পর আমিতো মনে করেছিলাম যে, এ প্রতিশ্রুতি অবশ্যই পূর্ণ করা হবে। রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, তা অবশ্যই হবে। তবে যতদিন আল্লাহ ইচ্ছা করবেন ততদিন পর্যন্ত তা বহাল থাকবে। অতঃপর তিনি এক মনোরম বাতাস প্রেরণ করবেন। ফলে যাদের অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান আছে তাদের প্রত্যেকেই মৃত্যুবরণ করবে। পরিশেষে যাদের মাঝে কোন প্রকার কল্যাণ নেই তারাই শুধু বেঁচে থাকবে। অতঃপর তারা আবার পূর্বপুরুষদের ধর্মের (শিরকের) দিকে ফিরে যাবে।[৪৮৮]

আবূ হুরাইরা (রদ্বিয়াল্লাহু আনহু) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূল ছ্বল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

«لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَضْطَرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاءِ دَوْسٍ عَلَى ذِي الخَلَصَةِ» وَذُو الخَلَصَةِ طَاغِيَةُ دَوْسٍ الَّتِي كَانُوا يَعْبُدُونَ فِي الجَاهِلِيَّةِ

ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে না, যতক্ষণ 'যুলখালাসাহর' পাশে দাওস গোত্রীয় মহিলাদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। 'যুলখালাসাহ হচ্ছে দাওস গোত্রের একটি মূর্তি। জাহিলী যুগে তারা এর ইবাদত করতো।[৪৮৯]

---

৪৮৮. ছ্বহীহ মুসলিম হা/২৯০৭।
৪৮৯. ছ্বহীহ বুখারী হা/৭১১৬।

মাকতাবাতুস সুন্নাহ প্রকাশিত বইসমূহ

১. কালিমাতুত তাওহীদ 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' শর্ত ও তা ভঙ্গকারী বিষয়সমূহ

- শাইখ আব্দুল আযীয ইবনে আব্দুল্লাহ ইবনে বায

২. আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের আক্বীদাহর সংক্ষিপ্ত মূলনীতি

-ড. নাছের ইবনে আব্দুল করীম আল-আক্বল

৩. ইসলামী আক্বীদাহ বিষয়ক কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মাস'আলা

- শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু

৪. ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

-আল্লামা মুহাম্মাদ আল আমীন শানক্বীতী

৫. মানব জীবনে তাওহীদ গ্রহণের অপরিহার্যতা

- আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

৬. আল্লাহ ও রসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৭. কিতাবুল ঈমান

- ড. আব্দুল আযীয ইবনে মুহাম্মাদ আল আব্দুল লতীফ

৮. কিতাবুত তাওহীদ

- মুহাম্মাদ ইবনে আব্দুল ওয়াহাব ইবনে সুলাইমান তামিমী

৯. কিতাবুত তাওহীদ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১০. আক্বীদাতুত তাওহীদ

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১১. আল ইরশাদ- ছ্বহীহ আক্বীদার দিশারী (ঈমানের ব্যাখ্যা)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১২. আল ওয়াছ্বীইয়াতুল কুবরা (মহা উপদেশ)

-শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া

১৩. আল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

- শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনে তাইমীয়া

১৪. শারহুল আক্বীদাহ আল ওয়াসিত্বীয়া

-ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১৫. শারহু মাসাইলিল জাহিলিয়্যাহ

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

১৬. আল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া

- ইমাম আবূ জা'ফর আহমাদ আত-ত্বহাবী

১৭. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া প্রথম খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৮. শারহুল আক্বীদাহ আত-ত্বহাবীয়া দ্বিতীয় খণ্ড

-ইমাম ইবনে আবীল ইয্ আল-হানাফী

১৯. নাবী-রসূলগণের দা'ওয়াতী মূলনীতি

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২০. কাবীরা গুনাহ

-মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২১. একশত কাবীরা গুনাহ

-আব্দুল্লাহিল হাদী বিন আব্দুল জলীল মাদানী

২২. খিলাফাত ও বায়‘আত

- মুহাম্মাদ ইবনে ইবরাহীম আত-তুওয়াইজিরী

২৩. কিতাবুল ইলম (জ্ঞানার্জন)

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৪. ক্বিয়ামতের ছ্বহীহ আলামত- শাইখ ‘ইছ্বাম মূসা হাদী

২৫. ‘আল ওয়ালা’ ওয়াল ‘বারা’ [বন্ধুত্ব ও শত্রুতা]

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

২৬. ইসলামে মানবাধিকার

- শাইখ সালিহ ইবনে আব্দুল আযীয আলুশ শাইখ

২৭. হাদীছের মূলনীতি

- মাওলানা মুহাম্মদ আমীন আছারী

২৮. ফিক্বহের মূলনীতি

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

২৯. হাজ্জ, উমরা ও মদীনা যিয়ারত

- শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

৩০.মদীনা মুনাওয়ারা

- ড. আব্দুল মুহসিন ইবনে মুহাম্মদ আল-কাসেম

৩১. যাকাতুল ফিতর

-শাইখ মুহাম্মাদ ইবনে ছ্বলিহ আল উছাইমীন

৩২. যাকাত ও দান খয়রাত

- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৩৩. আওয়ায়িলুশ শুহূর আল আরাবিয়্যাহ-আরবী মাসের তারিখ নির্ধারণ

-আহমাদ ইবনে মুহাম্মাদ শাকির

৩৪. আল-আজবিবাতুল মুফীদাহ (মানহাজ-কর্মপদ্ধতি)

- ড. ছ্বলিহ ইবনে ফাওযান আল ফাওযান

৩৫. দল/সংগঠন, ইমারত ও বায়'আত-আব্দুল আলীম ইবনে কাওছার মাদানী

৩৬. আস-সিয়াসাহ আশ-শারঈয়্যাহ (শারঈ রাজনীতি)-সাজ্জাদ সালাদীন

৩৭. এক নজরে ছ্বলাত-হাফেয যুবায়ের আলী যাঈ

৩৮. ছ্বিয়াম ও রমাদ্বান- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৩৯. ঈদ, কুরবানী ও আক্বীকাহ- সংকলনে ডা. মোশাররফ হোসেন

৪০. তাইসীরুল 'আল্লাম (উমদাতুল আহকামের ব্যাখ্যা)-প্রথম খণ্ড

- আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান আল বাস্‌সাম